# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

## চতুর্থ বার্ষিক বিবরণী

ও

বর্ত্তমান বর্ষের নিয়মাবলী।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক

১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

---


কলিকাতা।

১১০।২ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ (মেসিন প্রেসে)

শ্রীপঞ্চানন পাল দ্বারা মুদ্রিত।

---

১৩০৫ সাল।

# পরিষদের সভ্য।

---
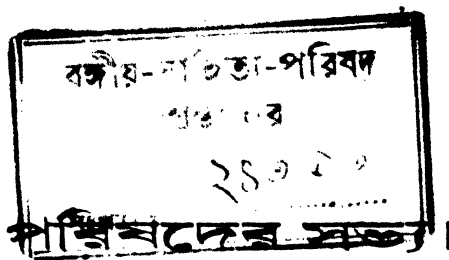
১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫২।২ পার্ক ষ্ট্রীট্।

২। " চন্দ্রনাথ বসু, এম্. এ, ৫ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৩। " নবীনচন্দ্র সেন, বি, এ, (পার্শনাল অ্যাসিষ্টাণ্ট কমিসনার) চট্টগ্রাম।

৪। " রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমিদার, ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীট্।

৫। " মনোমোহন বসু, ২০১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্।

৬। " রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর, জমিদার, শোভাবাজার রাজবাটী।

৭। " আর, সি, দত্ত, সি, আই, ই; সি, এস্, অধ্যাপক ইউনিভারসিটী কলেজ, লণ্ডন।

৮। " বিচারপতি মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯ নং ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

৯। " " " চন্দ্রমাধব ঘোষ, ৩ নং আলবার্ট রোড।

১০। " সার রমেশচন্দ্র মিত্র, নাইট্, ৭৩ নং পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর।

১১। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল, জমীদার, বরাহনগর।

১২। " রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাগলপুর।

১৩। " কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, জমিদার, ৬ নং কলেজ প্লেস, হাওড়া।

১৪। " ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী, ৫৩ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্।

১৫। " রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, ঢাকা।

১৬। " মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নৈহাটি।

১৭। " মতিলাল হালদার, বি, এল, সব জজ, ৩১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্।

১৮। " জগৎচন্দ্র সেন, বি, এ, ১৪ নং বেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা।

১৯। " মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলি-সম্পাদক, সেঁটপিপুকুর

২০। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস, সি, আই, ই, ৮৬।২ নং জানবাজার ষ্ট্রীট্।

২১। ,, এন্, এন্, ঘোষ, ব্যারিষ্টার, ইণ্ডিয়ান্ নেসন্-সম্পাদক, ৪৩ নং বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন।

২২। ,, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ১০৬ নং শ্যাম-বাজার ষ্ট্রীট্।

২৩। ,, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস, এম্ বি, ১৯ নং বৃন্দাবন মল্লিকের ১ম লেন।

২৪। ,, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৯০ নং শঙ্কর হালদারের লেন।

২৫। ,, ক্ষীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, ২৬ নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট্, বাগবাজার।

২৬। ,, চারুচন্দ্র ঘোষ, ৭ নং নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার।

২৭। ,, নন্দকৃষ্ণ বসু, এম্, এ, সি, এস, ম্যাজিষ্ট্রেট দিনাজপুর, ৬৩ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট্।

২৮। ,, দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, ১৭ নং বাবুরাম শীলের লেন, বৌবাজার।

২৯। ,, পণ্ডিত বসন্তকান্ত গুপ্ত, ২৮।১৩ নং অখিল মিস্ত্রির লেন, চাঁপাতলা।

৩০। ,, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১।৯ নং রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান।

৩১। ,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, প্রফেসার, রিপন কলেজ, ৬ নং উইলিয়মস্ লেন।

৩২। ,, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্।

৩৩। ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জমিদার, ১ নং নিমকমহল ঘাট রোড, খিদিরপুর।

৩৪। ,, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩০ নং চন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।

৩৫। ,, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, হেড মাষ্টার কির্ণাহার স্কুল, বীরভূম।

৩৬ সাতকড়ি হালদার, বি, এল, মুন্সেফ, কুষ্টিয়া।

৩৭। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল, এম্, এ, সি, এস, কালেক্টর বগুড়া।
৩৮। ,, বসন্তকুমার রায়, বেলিয়াটোর, বাঁকুড়া।
৩৯। ,, আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।
৪০। ,, পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল, প্রিন্সিপাল, রিপন কলেজ, ৪ নং গিরীশ বাড়ুর্য্যের লেন, রামকৃষ্ণপুর, হাবড়া।
৪১। ,, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, ডিপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনেরাল, বরিশাল।
৪২। ,, অবিনাশচন্দ্র দাস, এম্, এ, আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।
৪৩। ,, শরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, বেগমপুর, শ্রীহট্ট।
৪৪। ,, মথুরানাথ সিংহ, বি, এল, বাঁকীপুর, পাটনা।
৪৫। ,, পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম্, এ, বি, এল, বাঁকীপুর পাটনা।
৪৬। ,, নবীনচন্দ্র দাস, এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।
৪৭। ,, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ফরিদপুর।
৪৮। ,, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, ল্যাণ্ড একুইজিসন ডেঃ কাঃ কেরাণীটোলা, মেদিনীপুর।
৪৯। ,, রাও দীননাথ সেন, বাহাদুর, ঢাকা।
৫০। ,, দিনেশচন্দ্র সেন, বি, এ, হেড মাষ্টার, ভিক্টোরিয়া স্কুল, কুমিল্লা।
৫১। ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম্, এ, সি, এস, সবডিভিসনাল আফিসার, খড়দা, পুরী।
৫২। ,, বরদাচরণ মিত্র, এম্, এ ; সি, এস্, জজ্ ফরিদপুর, বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, কুমারটুলি।
৫৩। ,, দাশরথি ঘোষ, এম্ এ, বি, এল, উকিল, হুগলি।
৫৪। ,, রজনীনাথ রায়, এম্, এ, ডেপুটী-অডিটার জেনারেল ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট, ২৪ নং পিপুলপটী লেন, ভবানীপুর।
৫৫। ,, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ট্রিবিউন-সম্পাদক, লাহোর।
৫৬। ,, চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম্, এ, ভাগলপুর।
৫৭। ,, অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পার্সনাল আসিষ্টাণ্ট কমিশনর, বর্দ্ধমান।
৫৮। ,, বঙ্কুবিহারী সিংহ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কাটোয়া, বর্দ্ধমান।

৫৯। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সেন, ডেপুটী কালেক্টর, ঢাকা।

৬০। ,, অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, বি, সি, এস, একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, হোসেঙ্গাবাদ, সি পি।

৬১। ,, নন্দলাল বাগ্চী, বি, এ, ডেপুটী কালেক্টর, তমলুক।

৬২। ,, পণ্ডিত বীরেশ্বর পাঁড়ে, ১২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্।

৬৩। ,, অমৃতলাল রায়, হোপ-সম্পাদক, ২১ নং জেলিয়াটোলা ষ্ট্রীট্।

৬৪। ,, নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, ৮ নং ডিক্সন্ লেন, শিয়ালদহ।

৬৫। ,, গোবিন্দলাল দত্ত, ১৮ নং অক্রুর দত্তের লেন, বহুবাজার।

৬৬। ,, নৃত্যকৃষ্ণ বসু, এম, এ, হেড মাষ্টার কোন্নগর এণ্ট্রান্স স্কুল।

৬৭। ,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সাহিত্য-সম্পাদক, ৫০ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট্, হোগলকুঁড়িয়া।

৬৮। ,, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি, এল, ৩৪ নং তেলিপাড়া শ্যামপুকুর।

৬৯। ,, কুঞ্জবিহারী বসু, বি, এ, ২০ নং গে ষ্ট্রীট্।

৭০। ,, ললিতচন্দ্র মিত্র, এম, এ, ৩০।৩ নং মদন মিত্রের লেন, সিমলা,

৭১। ,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল, উকীল, ২৩ নং পঞ্চাননতলা লেন, পটলডাঙ্গা।

৭২। ,, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ নং পঞ্চাননতলা লেন, বহুবাজার।

৭৩। ,, বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম, এ, প্রফেসার প্রেসিডেন্সি কলেজ, ৩৯ নং বেচচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্।

৭৪। ,, নবকান্ত সেন গুপ্ত, ১৪ নং কলেজ স্কোয়ার।

৭৫। ,, ননীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, জমীদার, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট্।

৭৬। ,, শ্যামাধব রায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট দারভাঙ্গা।

৭৭। ,, চণ্ডীদাস লাহিড়ী, ১৭ নং ইডেন হাঁসপাতাল লেন, পটলডাঙ্গা।

৭৮। ,, এ, চৌধুরী, ব্যারিষ্টার, ১৬ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

৭৯। ,, মহামহোপাধ্যায় ন্যায়ালঙ্কার নীলমণি মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, প্রিন্সিপাল, সংস্কৃত কলেজ, ২২ নং বেটিংপুকুর ওয়েষ্ট লেন।

নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ব্যারিষ্টার, ৩ নং মদন মিত্রের লেন।

৮১। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্‌, এ, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট, ১১ নং কৃষ্ণরাম বসুর লেন।

৮২। „ কবিরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, ৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড়, গরাণহাটা।

৮৩। „ ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু, এম্‌, বি, ৪৭ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, ঝামাপুকুর।

৮৪। „ কুঞ্জলাল রায়, ৫০ নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

৮৫। „ যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, ১ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাটা।

৮৬। „ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, লেট ডিপুটী স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, ১২০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট।

৮৭। „ গোবিন্দচন্দ্র দাস, এম্‌, এ, বি, এল, উকীল, হাইকোর্ট।

৮৮। „ সারদাচরণ মিত্র, এম্‌, এ, বি, এল, ঐ ঐ ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট।

৮৯। „ অশ্বিনীকুমার দাস, বি, এ, ১৪ নং বেণিয়াটোলা লেন।

৯০। „ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌, এ, বি, এল, উকীল, আলিপুর, ২১ নং ঝামাপুকুর।

৯১। „ ভবেন্দ্রনাথ দে, এম্‌, এ, ৩৬ নং বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন, বহুবাজার।

৯২। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল, উকীল, ১২ নং শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর।

৯৩। „ মন্মথনাথ মল্লিক, ব্যারিষ্টার জমীদার, ১২ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার বহুবাজার।

৯৪। „ হেমচন্দ্র মল্লিক ঐ ঐ

৯৫। „ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, বটতলা থানা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

৯৬। „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০ নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজার।

৯৭। „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৬ নং রামহরি ঘোষের লেন, চাপাতলা।

৯৮। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৬২ নং সারকুলার রোড, বালিগঞ্জ।
৯৯। „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি, এ, জমীদার, ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
১০০। „ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ ঐ
১০১। „ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐ ঐ
১০২। „ হরিসাধন মুখোপাধ্যায় গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস, চেক ডিপার্টমেণ্ট।
১০৩। „ শরচ্চন্দ্র সরকার ৭৭।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান।
১০৪। „ পাঁচকড়ি বিদ্যাবিনোদ, বি, এ, ১৯ নং শঙ্কর ঘোষের লেন, বাহির সিমলা।
১০৫। „ প্যারীলাল হালদার, এম, এ, ১ নং গৌর লাহার ষ্ট্রীট, নিমতলা।
১০৬। „ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪ নং কৈলাস বানার্জীর লেন, পঞ্চাননতলা হাওড়া।
১০৭। „ মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ, আসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার, ইণ্ডিয়ান ট্রেজারি, ১১ নং কৃষ্ণরাম ঘোষের লেন।
১০৮। „ ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী, এল, এম, এস, ১৫০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
১০৯। „ তারাপদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বি, এল, ১৯ নং ষষ্ঠীতলা নারিকেলডাঙ্গা।
১১০। „ মন্মথনাথ মুস্তোফী, বি, এ, ৪৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
১১১। „ মতিলাল দত্ত, ইনস্পেক্টর পাঠশালা, ৩০ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট।
১১২। „ প্রফুল্লচন্দ্র বসু, ১২ নং নবাবদি ওস্তাগারের লেন, টাকেপাড়া।
১১৩। „ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৮।৭ নং চোরবাগান ২য় গলি।
১১৪। রাজা সার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সি, আই, ই, ইত্যাদি জমীদার পাথুরিয়াঘাটা।

১১৫। শ্রীযুক্ত ডাক্তার গোপালচন্দ্র মিত্র, এল. এম, এস, পঞ্চাননতলা লেন, হাওড়া।

১১৬। „ নরেন্দ্রনাথ সেন, ইণ্ডিয়ান মিরর-সম্পাদক ২৪ নং মটস্ লেন।

১১৭। „ শ্যামাচরণ মিত্র, ৭৩।১১ নং মুক্তারাম বাবুর লেন।

১১৮। „ জে, সি, দত্ত, এম্, এ, বি, এল, এটর্ণী, ১১১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

১১৯। „ হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, জমীদার, ১৪ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট, বাগবাজার।

১২০। „ রামেশ্বর মণ্ডল, বি, এল. ১৫৪ নং অপার সারকুলার রোড।

১২১। „ পণ্ডিত যাদবকিশোর গোস্বামী বিদ্যারত্ন, ৭ নং ব্রজদুলালের ষ্ট্রীট, পাথুরিয়াঘাটা।

১২২। „ বিজয়কেশব মিত্র, বি, এল, উকীল, ১৯।১ নং মদন মিত্রের গলি, সিমলা।

১২৩। „ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, এম্, এ, বি, এল এটর্ণী ১৩ নং জেলেপাড়া লেন, বহুবাজার।

১২৪। „ কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়, ২৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট।

১২৫। „ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, বঙ্গ-নিবাসী-সম্পাদক, ১৯ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট।

১২৬। „ যশোদানন্দন প্রামাণিক, এম, এ, বি, এল, উকীল হাইকোর্ট ১২২ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট।

১২৭। „ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, এম্, ডি, ২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

১২৮। „ কবিরাজ মনোমোহন সেন গুপ্ত কবিরত্ন, ১০৬ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

১২৯। „ শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষ জমীদার, পাথুরিয়াঘাটা।

১৩০। „ কুমার মন্মথনাথ মিত্র, জমীদার, ১ নং ঝামাপুকুর লেন।

১৩১। „ শ্রীযুক্ত এস, সি, বিশ্বাস, ব্যারিষ্টার, ৩৪ নং বিডন ষ্ট্রীট।

১৩২। „ পরেশচন্দ্র সোম, ১৭ নং অপার সারকুলার রোড্।

১৩৩। „ নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ-সম্পাদক, ১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর।

১৩৪। „ মদনগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ৬৪ নং আমহার্স্ট ষ্ট্রীট।

১৩৫। „ কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ১০ নং বাহির মির্জাপুর রোড্।

১৩৬। „ কুমার বসন্তকুমার রায় বাহাদুর, জমীদার, ৭৪ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

১৩৭। „ কানাইলাল দে, ২৪১ নং অপার সারকুলার রোড্, বাগবাজার।

১৩৮। „ কুমার দেবেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, জমীদার, ২।৭ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, শোভাবাজার রাজবাটী।

১৩৯। „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন, বি, এ, প্রোফেসার, ডফটন কলেজ।

১৪০। „ অমরকৃষ্ণ মিত্র, জমীদার, ১০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট দর্জ্জিপাড়া।

১৪১। „ তুলসীদাস মুখোপাধ্যায়, এম্. এ. ২৭ নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

১৪২। „ কবিরাজ মণিমোহন সেন, ১৭১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

১৪৩। „ নগেন্দ্রলাল মিত্র, এম্. এ. ৭ নং রাধানাথ বসুর লেন, গোয়াবাগান।

১৪৪। „ নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী বি. এ. জমীদার ১৬০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

১৪৫। „ পণ্ডিত পরেশনাথ বিদ্যাভূষণ, ৯২ নং হ্যারিসন রোড।

১৪৬। „ বরদাকান্ত ঘোষ, ৪২।২ নং মদন বড়ালের লেন বহুবাজার।

১৪৭ „ প্রমথনাথ মিত্র, ৫ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট।

১৪৮। „ রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়, ১৭৩।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

১৪৯। „ অভয়চরণ পাল, ২০৩।২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

১৫০। „ নৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়, ১৯ নং মধুরায়ের লেন, সিমলা।

১৫১। „ হারাণচন্দ্র রক্ষিত, ১৮ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন।

১৫২। „ যোগেন্দ্রনাথ সেন, এম্. এ. বি, এল, উকীল ২৮।১৫ নং অখিল মিস্ত্রীর লেন।

১৫৩। „ কিরণচন্দ্র দত্ত, ১ নং রামকান্ত বসুর ১ম লেন, বাগবাজার।

১৫৪। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল, ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

১৫৫। ,, বিহারীলাল সরকার, বঙ্গবাসী সহ-সম্পাদক, ১০ নং রামচাঁদ নন্দীর লেন, দর্জ্জিপাড়া

১৫৬। ,, কৃষ্ণগোপাল ভক্ত, ৮ নং বাবুরাম ঘোষের লেন, নিমতলা।

১৫৭। ,, প্রমথনাথ কর, এম্, এ, বি, এল, এটর্ণী, ৫ নং হেমচন্দ্র করের গলি, কম্বুলেটোলা।

১৫৮। ,, হরিচরণ বসু, ৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট।

১৫৯। ,, উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, প্রিন্সিপাল সিটি কলেজ, [illegible] নং এণ্টনি বাগান লেন।

১৬০। ,, মতিলাল ঘোষ, অমৃতবাজার-সম্পাদক, ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন।

১৬১। ,, কাশীনাথ নন্দী, ১৭ নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীট।

১৬২। ,, অনঙ্গমোহন ঘোষ, ৭০।১ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট।

১৬৩। ,, ক্ষেত্রমোহন বসু, বি, এ, ইঞ্জিনিয়ার ৯০।৩ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

১৬৪। ,, পণ্ডিত অতুলচন্দ্র গোস্বামী, ১১ নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা।

১৬৫। ,, মাননীয় এ, এম্, বসু, এম্ এ, ব্যারিষ্টার, ১৩৯ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

১৬৬। ,, ডাক্তার বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।

১৬৭। ,, মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, ১৭ নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার।

১৬৮। ,, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, ১৪ নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজার।

১৬৯। ,, কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়, ৭০ নং বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট, শোভাবাজার।

১৭০। ,, প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, ৬ নং মদনমোহন চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো।

১৭১। ,, অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ নং নাথের বাগান ষ্ট্রীট।

১৭২। ,, পণ্ডিত গদাধর কাব্যতীর্থ, অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ ১৯ নং ছিটি ইন্টালি রোড।

১৭৩। শ্রীযুক্ত ডাক্তার অমৃতলাল সরকার, এল্, এম, এস্, ৫১ নং শাঁখারীটোলা।

১৭৪। „ পি, এন, মিত্র, ব্যারিষ্টার, ১০৯ নং লোয়ার সারকুলার রোড।

১৭৫। „ গিরিশচন্দ্র বসু, এম এ, প্রিন্সিপাল বঙ্গবাসী কলেজ, ১৯১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।

১৭৬। „ শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, প্রফেসার বঙ্গবাসী কলেজ, হিন্দু হোষ্টেল সানকিভাঙ্গা।

১৭৭। „ নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, ভাগলপুর।

১৭৮। „ যতীন্দ্রনাথ সেন, ৯ নং ঘোষের লেন, শুঁড়িপাড়া, সিমলা।

১৭৯। „ হেমচন্দ্র সরকার, এম্, এ, প্রফেসার, রাজসাহী কলেজ।

১৮০। „ ভুবনমোহন ভট্টাচার্য, ৪।১ নং ফকিরচাঁদ বসুর লেন, বহুবাজার।

১৮১। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ১২ নং রামকান্ত বসুর ১ম গলি।

১৮২। „ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ৮।৩ কাশীঘোষের লেন, সিমলা।

১৮৩। „ সত্যচরণ মিত্র, ১০ নং ঈশ্বর মিলের লেন।

১৮৪। „ মোহনচাঁদ মিত্র, বি, এল, উকীল, ১৬ নং ভীম ঘোষের লেন হোগলকুঁড়িয়া।

১৮৫। „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৯৬ নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট।

১৮৬। „ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৫।৯ নং নটুস লেন।

১৮৭। „ কুমার প্রমথনাথ মালিয়া, জমীদার সিয়ারসোল, রাণীগঞ্জ।

১৮৮। „ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম্, এ, প্রিন্সিপাল জেনকিনস কলেজ, কুচবেহার।

১৮৯। „ অবিনাশচন্দ্র বসু এম্, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্দ্ধমান।

১৯০। „ কালিদাস মল্লিক, এম্, এ প্রফেসার, বর্দ্ধমান কলেজ।

১৯১। „ কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, ৫ নং কুমারটুলি ষ্ট্রীট।

১৯২। „ সুরেশচন্দ্র সেন, ডেপুটী কলেক্টর, বালেশ্বর।

১৯৩। „ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ, হেড মাষ্টার, হুগলী কলেজ।

১৯৪। „ বরদাচরণ চক্রবর্ত্তী, হেড পণ্ডিত, বিহার স্কুল।

১৯৫। „ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফেসার, রাজসাহী কলেজ।

১৯৬। „ ভুবনরঞ্জন খাঁ, এম্, এ, ৫১ নং কৈলাস বসুর লেন, হাওড়া।

১৯৭। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, হেড পণ্ডিত, গভর্ণমেণ্ট বঙ্গ বিদ্যালয়, মালদহ।

১৯৮। ,, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল, উকীল, ৭৭ নং রসারোড ভবানীপুর।

১৯৯। ,, প্রিয়নাথ ঘোষ, এম্, এ, কুচবেহার রাজবাটী।

২০০। ,, যোগেশচন্দ্র রায়, এম্, এ, প্রফেসার, কটক কলেজ।

২০১। ,, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৫২।১ বকুলবাগান রোড, ভবানীপুর।

২০২। ,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, উকীল, ভাগলপুর, পাণ্ডুয়াকুটি।

২০৩। ,, কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, জমীদার, সিয়ারশোল, রাণীগঞ্জ।

২০৪। ,, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ভাঙ্গামোড়া হুগলি।

২০৫। ,, কিশোরীমোহন সেন গুপ্ত, প্রফেসার হুগলী কলেজ।

২০৬। ,, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম, এ, ডেপুটী ইনস্পেক্টর, সিলেট।

২০৭। ,, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মানভূম।

২০৮। ,, নন্দলাল গোস্বামী, জমীদার, শ্রীরামপুর।

২০৯। ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নোয়াখালি।

২১০। ,, কালীপদ বসু, উকীল, মিরাট।

২১১। ,, বরীন্দ্রনাথ সিংহ, ইন্দাস, বাঁকুড়া।

২১২। ,, মধুসূদন রাও, হেড মাষ্টার, ট্রেনিং স্কুল, কটক।

২১৩। ,, শরচ্চন্দ্র মিত্র, নিমতা, বেলঘরিয়া, ই, বি, এস, রেলওয়ে।

২১৪। ,, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, উকীল, বর্দ্ধমান।

২১৫। ,, রমেশচন্দ্র দাস, ডেপুটী কালেক্টর, তমলুক।

২১৬। ,, কুমুদবন্ধু দাস গুপ্ত, ডেপুটী কালেক্টর, ময়মনসিংহ।

২১৭। ,, বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত, মুন্সেফ্, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালি।

২১৮। ,, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মেদিনীপুর।

২১৯। ,, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি, এস্, কালেক্টর, দিনাজপুর।

২২০। ,, মিঃ চিত্তরঞ্জন দাস, ব্যারিষ্টার, ২১ নং বেনিয়াপাড়া রোড।

২২১। ,, প্রমদকুমার মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী কালেক্টর, দিনাজপুর।

২২২। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়, বি, এল, উকীল, রাজসাহী।

২২৩। ,, রজেন্দ্রনাথ দে, এম, এ, বি, এল, কালেক্টর, বাঁকুড়া।

২২৪। ,, মাননীয় বি, এল, গুপ্ত, সি, এস, জজ্ হাইকোর্ট।

২২৫। ,, হেমেন্দ্রচন্দ্র সিংহ, বি, এ, ময়ূরভঞ্জ, উড়িষ্যা।

২২৬। ,, কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, গুজাদিয়া কাছারী, কিশোরগঞ্জ।

২২৭। ,, শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমীদার উত্তরপাড়া।

২২৮। ,, হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, সব্-জজ, বাঁকীপুর।

২২৯। ,, মতিলাল মল্লিক, এম, এ, ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর স্কুল, মেদিনীপুর।

২৩০। ,, মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডেপুটী কালেক্টর রঙ্গপুর।

২৩১। ,, অঘোরনাথ ঘোষ, রিটায়ার্ড সব্-জজ্, চুঁচুড়া।

২৩২। ,, নয়নরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাঁকুড়া।

২৩৩। ,, কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উকীল বাঁকুড়া।

২৩৪। ,, উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিভিল সার্জ্জন, বাঁকুড়া।

২৩৫। ,, কুমার রামেশ্বর মালিয়া, জমীদার, ৬ নং কলেন প্রেস, হাবড়া।

২৩৬। ,, রায় রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী, জমীদার, কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল।

২৩৭। ,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, এস, ৬২ নং বালীগঞ্জ, সারকুলার রোড।

২৩৮। ,, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, আড়ংঘাটা, রাণাঘাট।

২৩৯। ,, গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, মুন্সেফ, বোলপুর।

২৪০। ,, রাজবিহারী দাস, লোনসিংহ, ফরিদপুর।

২৪১। ,, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি, এ, হেড মাষ্টার হিন্দুস্কুল, নদিয়া।

২৪২। ,, কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক বিদ্যারত্ন, গুণাইগাছা, পাবনা।

২৪৩। ,, গঙ্গেশ্বর সোবার্ণ, কান্নারহাটি, আড়িয়াদহ।

২৪৪। ,, রাধানাথ রায়, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, উড়িষ্যা।

২৪৫। ,, সুদামচন্দ্র নায়েক, অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ট্রিবিউটারি মহল, কটক।

২৪৬। ,, বনমালী সিংহ, গার্ডেন রাজফ্রেট্, কটক।

২৪৭। ,, হারাধন দত্ত ভক্তনিধি, বদনগঞ্জ, হুগলী।

২৪৮। ,, তারকনাথ বিশ্বাস, সব-রেজিষ্টার, জাহানাবাদ, হুগলী।

২৪৯। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্, এ, বি, এল, উকীল, দিনাজপুর।

২৫০। „ রাজনারায়ণ বসু (বিশিষ্ট), দেওঘর, বৈদ্যনাথ।

২৫১। „ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল, (বিশিষ্ট), উকীল, হাইকোর্ট।

২৫২। Sir William W. Hunter, K. C. S. I. (বিশিষ্ট)

২৫৩। Sir Monier Williams, K. C. I. E. (ঐ)

২৫৪। Sir George Bardwood, K. C. I. E. (ঐ)

২৫৫। John Beames, Esqr. (ঐ)

২৫৬। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, ১২ নং রামধন মিত্রের লেন।

২৫৭। „ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ বসু, ৬ নং হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট্।

২৫৮। „ পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্, এ, তারক চাটুর্য্যের লেন।

২৫৯। „ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি, মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্।

২৬০। „ যোগীন্দ্রচন্দ্র বসু, বঙ্গবাসী-সম্পাদক, ৭৯ নং হ্যারিসন রোড।

২৬১। „ রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ১৬৭ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্।

২৬২। „ শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫২।১ নং চাসাধোপাপাড়া, (জোড়াসাঁকো)।

২৬৩। „ রাধানাথ মিত্র, ১ নং বেচারাম চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্।

২৬৪। „ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্, এ, ১৬ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, শ্যামাপুকুর।

২৬৫। „ চুনীলাল সেন, ৬ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান।

২৬৬। „ বিপিনবিহারী রায়, ২১০।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

২৬৭। „ ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন, ৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট। (বঙ্গবাসী প্রেস)।

২৬৮। „ বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী,, ১৫ নং মারহাটা ডিচ লেন, (বাগবাজার)।

২৬৯। „ উমাপদ রায়, (ব্যারিষ্টার), ৭ নং অক্রূর দত্তের লেন, (বহুবাজার)।

২৭০। „ শরৎচন্দ্র রায় চৌধুরী, বি, এ, বি, এল, ৪২।২ নং মদন বড়ালের লেন, (বহুবাজার)।

১৭১। শ্রীযুক্ত বিজেন্দ্রলাল সিংহ, এম, এন, পি, এস, (লণ্ডন) ১২০।১ নং মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট।

১৭২। „ অমৃতলাল বসু, ১২ নং শিকদারবাগান ষ্ট্রীট।

১৭৩। „ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১।১ নং শ্রীদাম মুদির লেন।

১৭৪। „ ডাক্তার অতুলকৃষ্ণ দত্ত, এফ, এইচ, সি, এস, ৮৯ নং বারানসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

১৭৫। „ ভূতনাথ মিত্র, ১২৯ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট।

১৭৬। „ গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বি, এল, ৪ নং কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা।

১৭৭। „ অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচুড়া, হুগলী।

১৭৮। „ নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, হেড পণ্ডিত তেলিরবাগ স্কুল, বহর, পোষ্ট আফিস ঢাকা।

১৭৯। „ অদ্বৈতচরণ চৌধুরী তর্কনিধি, জমীদার মৈনা গ্রাম, কানাই-বাজার পোষ্ট আফিস, শ্রীহট্ট।

১৮০ „ রাজীবলোচন দাস, মহাজন মৈনা গ্রাম, কানাইবাজার পোষ্ট আফিস, শ্রীহট্ট।

১৮১। „ নারায়ণচন্দ্র সেন, এম, এ, বি, এল, ডেঃ মাঃ কান্দি।

১৮২। „ হরেন্দ্রনাথ গুহ, বি, এল, মুন্সেফ ফেনি, সাতক্ষীরা।

১৮৩। „ পূর্ণচন্দ্র সরকার, বি, এল, মুন্সেফ চট্টগ্রাম।

১৮৪। „ মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়, বি, এ, সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, জাহানাবাদ, হুগলী।

১৮৫। „ ভূতনাথ শীল, ২৯ নং বসুপাড়া, বাগবাজার।

১৮৬। „ বেণীমাধব দত্ত, ১ নং অক্রূর দত্তের লেন, বৌবাজার।

১৮৭। „ কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যানিধি, ২০২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

১৮৮। „ ডাঃ চুনীলাল বসু, ২৪ নং মহেন্দ্র বসুর লেন, শ্যামবাজার।

১৮৯। „ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ৫ নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান।

১৯০। „ কুমার যতীন্দ্রকৃষ্ণ দেব, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট।

১৯১। „ মৃণালকান্তি ঘোষ, ২ নং আনন্দ চাটুর্য্যের লেন, বাগবাজার।

২৯২। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ৩২ নং কলেজ ষ্ট্রীট।
২৯৩। ,, ডাঃ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৭৯।১ নং হ্যারিসন রোড।
২৯৪। ,, ধনকৃষ্ণ সেন, ৩ নং অভয় হালদারের লেন।
২৯৫। ,, রসিকলাল ঘোষ, ২০।১ নং বেণেপাড়া লেন।
২৯৬। ,, কানাইলাল ঘোষাল, ১৪ নং যুগলকিশোর দাসের লেন, বাদুড়বাগান।
২৯৭। ,, * বসন্তকুমার বসু, ২৬ নং তালপুকুর রোড, ডুড়া।
২৯৮। ,, শ্যামাধন মুখোপাধ্যায়, খুরুট, হাবড়া।
২৯৯। ,, মন্মথনাথ দে, উকীল, শাকীপুর।
৩০০। ,, কার্ত্তিকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সূত্রাগড় শান্তিপুর।
৩০১। ,, বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, ৩০১ নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক্ রোড্, শিবপুর, হাবড়া।
৩০২। ,, শিবরতন মিত্র, নাজির, কেসিয়ার, রামপুরহাট, লুপলাইন।
৩০৩। ,, ভূপতি তর্কভূষণ, নারাপুর, থাম রবেড়িয়া গ্রাম, জেলা হুগলী।
৩০৪। ,, চন্দ্রমোহন সেন, পটিয়া, গ্রাম ছনরা, চট্টগ্রাম।
৩০৫। ,, সতীশচন্দ্র রায়, এম্, এ, ১৭ নং মদন মিত্রের লেন, সিমলা।
৩০৬। ,, জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি, এ, ১৭ নং মদন মিত্রের লেন, সিমলা।
৩০৭। ,, ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ১নং রাধানাথ বসুর লেন, গোয়াবাগান।
৩০৮। ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্, এ, ১৩১ নং আমহার্ষ্ট্ ষ্ট্রীট।
৩০৯। ,, কালিদাস নাথ, ১০ নং রামকৃষ্ণ বাগচির লেন, বীডন ষ্ট্রীট্।
৩১০। ,, বলাইচাঁদ গোস্বামী, ৬৮ নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো।
৩১১। ,, রামগোপাল সেন গুপ্ত, ২৬ নং [illegible] লেন, আহিরীটোলা।
৩১২। ,, শ্যামলাল বসু, ৮২ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।
৩১৩। ,, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।
৩১৪। ,, ত্রৈলোক্যমোহন রায় চৌধুরী, ৮৭ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
৩১৫। ,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কোল ডিপো, চিৎপুর।
৩১৬। ,, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট।
৩১৭। ,, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১১৪।১১৫ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।

৩১৮। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র কবিভূষণ সিদ্ধান্তরত্ন, ১৫৮। ১নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট্।

৩১৯। ,, শিবনাথ বসু, ৭৯। ২ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্, চোরবাগান।

৩২০। ,, শীতানন্দ কাব্যনিধি, ৬০ নং সম্ভারাম বসাকের লেন, কলুটোলা।

৩২১। ,, গিরিশচন্দ্র রায়, ৮ নং হোগলকুঁড়িয়া লেন।

৩২২। ,, জগবন্ধু মোদক, ৬৭ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট্।

৩২৩। ,, বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

৩২৪। ,, হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২ নং ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

৩২৫। ,, দুর্গানারায়ণ সেন গুপ্ত কবিভূষণ, ৫ নং কুমারটুলি ষ্ট্রীট্।

৩২৬। ,, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, ৬০ নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেন, কালীঘাট।

৩২৭। ,, শরচ্চন্দ্র সেন, মেদিনীপুর।

৩২৮। ,, রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তরপাড়া।

৩২৯। ,, জগদানন্দ রায়, কৃষ্ণনগর, নদিয়া।

৩৩০। ,, হরগোবিন্দ কাব্যতীর্থ শিরোমণি, হেড পণ্ডিত, গোয়ালন্দ হাই-স্কুল, রাজবাড়ী।

৩৩১। ,, [illegible] কাব্যতীর্থ, তারকেশ্বর মোহন্তের চতুষ্পাঠী, তারকেশ্বর।

৩৩২। ,, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, গরিবপুর, নদিয়া।

৩৩৩। ,, যোগেন্দ্রনাথ মুস্তোফী, বড়ালপাড়া, হুগলী।

৩৩৪। ,, নিত্যগোপাল সরকার, মুন্সেফ, ডায়মণ্ডহারবর।

৩৩৫। ,, দেবেন্দ্রনাথ পাল, মুন্সেফ, জাহানাবাদ, হুগলী।

৩৩৬। ,, প্রমথনাথ দত্ত এম্. এ, বি, এল, ডিঃ মাঃ চুয়াডাঙ্গা, নদিয়া।

৩৩৭। ,, সারদানন্দ গুপ্ত, ম ও. মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

৩৩৮। ,, কালীপদ বসু প্রফেসর ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

৩৩৯। ,, পাঁচকড়ি ঘোষ, দাসপাড়া, চুঁচুড়া।

৩৪০। ,, বামাচরণ বসু, সিলাইদহ, ঠাকুরবাড়ী কাছারী, জায়া–খালি, নদিয়া।

৩৪১। ,, নিখিলনাথ রায়, বহরমপুর, খাগড়া, মুরসিদাবাদ।

---

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
# চতুর্থ বার্ষি রণী।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ চতুর্থ বর্ষ অতিক্রম করিয়া পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইয়াছেন। পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি সভ্যবর্গ ও সাধারণের অবগতির জন্য চতুর্থ বর্ষ ১৩০৪ সালের কার্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

সভ্য সংখ্যা—আলোচ্য বর্ষে ৫৮ জন নূতন সভ্য পরিষদে যোগদান করিয়াছেন; ৬ জন সভ্যের মৃত্যু ঘটিয়াছে; এবং ২৪ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন। ১৩০৩ সালের শেষে পরিষদের সভ্য সংখ্যা ৩১৪ জন ছিল; আলোচ্য বর্ষের অবসানে ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৩৪২ জন হইয়াছে। ১৩০১ সালের প্রারম্ভে যখন ভূতপূর্ব্ব বেঙ্গল একাডিমি অফ্ লিটারেচার পুনর্গঠিত হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে পরিণত হয়, তখন ইহার সভ্য সংখ্যা ২৯ জন মাত্র ছিল; ১৩০৪ সালের শেষে ঐ সভ্য সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়া ৩৪২ জন হইয়াছে। ইহা যে পরিষদের প্রতিপত্তি বলোপচয় ও তৎপ্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আগ্রহাতিশয়ের নিদর্শন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উক্ত ৫৮ জন নূতন সভ্য ব্যতীত পরিষদের মাসিক অধিবেশনে আরও ১৪ জন যথারীতি সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিবর্ত্তিত নিয়মাবলীর ৯ (খ) ধারার বিধানমতে তাঁহারা নির্ব্বাচন সংবাদ প্রাপ্তির এক মাস মধ্যে প্রবেশিকা প্রদান না করাতে তাঁহাদিগকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই।

বিশিষ্ট সভ্য—আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যায় হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে নাই। বিশিষ্ট সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধে গত পূর্ব্ব বর্ষে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, আলোচ্য বর্ষে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আশা করা যায় বর্ত্তমান বর্ষে কোন কোন খ্যাতনামা লেখক সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

বিশিষ্ট সভ্যদিগের নাম যথা ;—

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বি, এল্।
২। " রাজনারায়ণ বসু।
৩। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ, বি, এল্।
৪। " নবীনচন্দ্র সেন, বি, এ।
৫। " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬। " কালীপ্রসন্ন ঘোষ রায় বাহাদুর।
৭। সার মনিয়ার উইলিয়মস্।
৮। " উইলিয়ম্ ওয়েডারবর্ণ।
৯। শ্রীযুক্ত জন বিমস্ এস্কোয়ার।
১০। সার ডবলিউ হণ্টার।

সভ্যের মৃত্যু—আলোচ্যবর্ষে পরিষদের যে ৬ জন সভ্য পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম যথা,—৺কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ৺গোসাইদাস গুপ্ত, ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺চারুচন্দ্র সরকার, ৺সুরেন্দ্রনাথ রায় ও ৺নবীনচন্দ্র সেনগুপ্ত। ইঁহাদের অভাবে পরিষদ্ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন এবং ইঁহাদের অকাল-মৃত্যুজন্য মাসিক অধিবেশনে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৺গোসাইদাস গুপ্ত, ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ৺নবীনচন্দ্র সেনগুপ্ত পরিষদের হিতৈষী ও উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ৺গোসাইদাস গুপ্ত ও ৺ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গ সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত ছিলেন। পরিষদ আলোচ্য বর্ষের চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে স্থির করিয়াছেন যে, পরিষৎ-পত্রিকায় তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইবে।

সভ্যের উপাধি প্রাপ্তি—পরিষদের অন্যতম সহকারী-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও অন্যতম সদস্য সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়দ্বয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হওয়ায়, পরিষদ্ আলোচ্য বর্ষের অষ্টম মাসিক অধিবেশনে তজ্জন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ১৩টী অধিবেশন হইয়াছে। তন্মধ্যে

মাসিক অধিবেশন ১১টী, স্থগিত অধিবেশন ১টী ও বিশেষ অধিবেশন ১টী। উক্ত অধিবেশন সমূহের কোনটীতেই উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা ৩৭ জনের অধিক এবং ২২ জনের ন্যূন হয় নাই। বিশেষ অধিবেশনে শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর হীরক জুবিলি উপলক্ষে পরিষদ্ হইতে যে অভিনন্দন প্রদত্ত হয়, সেই অভিনন্দন পত্র বিবেচিত ও অনুমোদিত হইয়াছিল; এবং শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে পরিষদ্ বিশ্ব-বিদ্যালয় সমীপে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করেন, তাহা আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছিল। স্থগিত ও মাসিক অধিবেশন কয়টীতে পরিষদের নিয়মাবলী সংশোধন, শাখা-সমিতি নিয়োগ এবং ১৩০৩ সালে প্রবর্ত্তিত প্রথানুসারে নানা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধ সমূহের প্রায় সকল গুলিই পরিষৎ-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রবন্ধের অধিকাংশ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য-সম্বন্ধীয়। ঐ প্রবন্ধ রচনা উপলক্ষে পরিষদের কয়েকজন সভ্যের গবেষণার ফলে কয়েকখানি অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের আবিষ্কার ও উদ্ধার হইয়াছে; আশা করা যায়, এই প্রবন্ধ পাঠ প্রথায় পরিষদের সভ্যবর্গের মধ্যে সাহিত্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইবে, এবং সাধারণেও পরিষদের উপকারিতা উপলব্ধি করিবেন। নিম্নে প্রবন্ধ পাঠকের নাম ও পঠিত প্রবন্ধের বিষয় লিখিত হইল।

| প্রবন্ধ পাঠক। | পঠিত প্রবন্ধের বিষয়। |
|---|---|
| শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু | ছাতনার ইষ্টক লিপি। |
| মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী | রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল। |
| শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | কৃত্তিবাস। |
| শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু | জয়ানন্দ ও চৈতন্যমঙ্গল। |
| শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল | হরিনামের শব্দতত্ত্ব। |
| মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী | খোদিত জৈন-লিপি। |
| শ্রীরসিকচন্দ্র বসু | মুকুন্দের জগন্নাথ-বিজয়। |
| শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত | সহদেবের ধর্ম্মমঙ্গল। |
| শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর | উপসর্গ বিচার। |
| শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী | রঘুনাথের অশ্বমেধ পঞ্চালিকা। |
| শ্রীতারাধন দত্ত তর্কনিধি | শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফি | শীতলামঙ্গল। |
| শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী | দ্বিজ রামচন্দ্রের দুর্গামঙ্গল। |
| শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফি | পাঁচালিকার ঠাকুরদাস। |

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—১৩০৩ সালে প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে আলোচ্য বর্ষে এই সমিতি ৮ জন নির্ব্বাচিত সভ্য এবং ৪ জন মনোনীত সভ্য লইয়া গঠিত হইয়াছিল। নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সভ্যের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

( নির্ব্বাচিত সভ্যগণ। )

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্. এ, বি, এল্।
,, চারুচন্দ্র ঘোষ।
,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল্।
,, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি. এ।
,, শরচ্চন্দ্র সরকার।
,, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এম্, এ।
,, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

( মনোনীত সভ্যগণ। )

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।
,, ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।
,, পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, এম্. এ।
,, চন্দ্রনাথ বসু, এম্, এ, বি, এল্।

বর্ষারম্ভের পর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ধনরক্ষকের পদে এবং শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অন্যতর সহকারী-সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ২ জন সদস্যের পদ শূন্য হইয়াছিল। পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়দ্বয় ঐ ঐ শূন্যপদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পরিষদের সভাপতি, সহকারী-সভাপতিত্রয়, সম্পাদক, সহকারী-সম্পাদকদ্বয়, পত্রিকা-সম্পাদক, ধনরক্ষক ও গ্রন্থরক্ষক এই সমিতির অতিরিক্ত সভ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিলেন। সুতরাং আলোচ্য বর্ষে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে সমুদয়ে ২২ জন সভ্য ছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির ১১টী অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সকল অধিবেশনের কোনটাতে উপস্থিত সভ্য সংখ্যা ১২ জনের অধিক ও ৩ জনের ন্যূন হয় নাই। সমিতি যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত কয়টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) পরিষৎ গ্রন্থালয়ের নিয়মাবলী প্রণয়ন।

(২) এফ্, এ, ও বি,এ, পরীক্ষার্থীদিগের যোগ্যতানুসারে বৃত্তি নির্দ্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পারদর্শিতা যাহাতে গণ্য করা হয়, তজ্জন্য বাঙ্গালার ডিরেক্টার মহোদয়ের সমীপে আবেদন।

(৩) আসাম প্রদেশে প্রচলিত বাঙ্গালা শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে আসামের ডিরেক্টর মহাশয়ের সমীপে আবেদন।

উক্ত দুই আবেদনের ফলাফল যথাস্থানে লিখিত হইবে। এতদ্ব্যতীত কর্ম্মচারি নিয়োগ, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ ও মুদ্রণ, পুরস্কার প্রবন্ধের নিয়মাদি স্থিরীকরণ, হীরক-জুবিলি উপলক্ষে অভিনন্দন প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

**পরিষদ রেজেষ্টরীকরণ**—এ সম্বন্ধে কাগজ পত্রাদি প্রস্তুত হইয়াছে। নানা কারণে আলোচ্য বর্ষে কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষের প্রারম্ভেই নিয়মিত সংখ্যক সভ্যের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া অনুষ্ঠান পত্র রেজেষ্টরী হইবে।

**হীরক-জুবিলি**—১৩০৩ সালের শেষ অধিবেশনে পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাব মতে হীরক-জুবিলি উপলক্ষে মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীকে সাহিত্য পরিষদ হইতে অভিনন্দন প্রদান করা স্থির হয়। উক্ত অধিবেশনে অভিনন্দন পত্র লিখিবার ভার একটী অস্থায়ী শাখা-সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত উক্ত সমিতির সভ্য ছিলেন। উপর্য্যুপরি ২টী অধিবেশনে সমিতি অভিনন্দন পত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া সাধারণ সভার বিবেচনার্থ উপস্থিত করেন। আলোচ্য বর্ষের বিশেষ অধিবেশনে পুনর্বিচারের পর সভার অনুমোদন মতে উক্ত অভিনন্দন পত্র

যথোচিত মুদ্রিত হইয়া সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। প্রতিনিধি মহাশয় অভিনন্দন পত্র মহারাজ্ঞীর সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন, এই মর্ম্মে পরিষদকে যথোচিত বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন।

নিয়মাবলী-সংস্কার—১৩০৩ সালের শেষ অধিবেশনে প্রচলিত নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন ও সংশোধন জন্য একটী অস্থায়ী শাখা-সমিতি নিযুক্ত হইয়াছিল। নিম্নোক্ত সভ্যগণ উক্ত শাখা-সমিতির সদস্য ছিলেন।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
" চন্দ্রনাথ বসু।
" হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
" মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
" রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
" মনোমোহন বসু।
" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।
" কুঞ্জলাল রায়।
" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
" শরচ্চন্দ্র সরকার।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
" কুঞ্জবিহারী বসু।

উপর্য্যুপরি ৩টী অধিবেশনে এই সমিতি প্রচলিত নিয়মাবলী ও প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সমূহের আলোচনা ও বিচার করিয়া এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন, উক্ত পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হইয়া প্রত্যেক সভ্যের গোচরার্থ প্রেরিত হয়। ২৮শে আষাঢ় ও ৩রা শ্রাবণের অধিবেশনে উক্ত পাণ্ডুলিপি সাধারণ সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়া স্থানে স্থানে সংশোধন ও পরিবর্ত্তনসহ গৃহীত হয়। ঐরূপে পরিশোধিত নিয়মাবলীই আলোচ্য বর্ষে বলবৎ ছিল। উক্ত নিয়মাবলী পরিষদের তৃতীয় বার্ষিক বিবরণীর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। নিয়মাবলী সংস্কার সমিতির সভ্যগণ

নিয়মাবলী প্রণয়নে ও সংশোধনে যেরূপ যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা পরিষদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন—বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা প্রচলন সম্বন্ধে পরিষদ ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ ঐ ঐ বর্ষের বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে। পরিষদ এ বিষয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয় সমীপে যে আবেদন প্রেরণ করেন, তাহার বিচারার্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ফ্যাকাল্টি অব আর্টস' একটী সমিতি নিযুক্ত করেন। ঐ সমিতির মন্তব্যের অনুমোদন করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় এ বিষয়ে এই স্থির করেন যে, পরীক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে এম্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবেন এবং পরীক্ষার ফলে পারদর্শিতানুসারে এক এক খানি প্রশংসা পত্র পাইবেন। আলোচ্য বর্ষে বিশ্ব-বিদ্যালয় ঐ নিয়মানুযায়ী এম্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষে ১২৭৫ জন এম্, এ, পরীক্ষার্থী ও ৫৮৮ জন বি, এ, পরীক্ষার্থী বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছেন। এ ঘটনা পরিষদের অতীব সন্তোষজনক। কারণ ইহা দ্বারা নিঃসংশয়রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি যত্ন ও অনুরাগ বদ্ধমূল হইয়াছে। আশা করা যায়, এই যত্ন ও অনুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। পরিষদের আন্দোলনের ফলে যে উক্তরূপ সুফল প্রসূত হইল ইহা পরিষদের অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে বাঙ্গালা রচনার উৎকর্ষ সাধন চেষ্টা যাহাতে বলবতী হয়, এই উদ্দেশ্যে পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আলোচ্য বর্ষে আর একটী উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় সে উপায়ে সিদ্ধিলাভ ঘটে নাই। অনেকে অবগত আছেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর পক্ষে 'ড্রয়িং' ঐচ্ছিক হইলেও বাঙ্গালার ডিরেক্টর মহোদয় উক্ত পরীক্ষার্থীদিগকে 'ড্রয়িং' শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে যত্নশীল করিবার উদ্দেশ্যে এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, বৃত্তিদান কালে অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় 'ড্রয়িং' বিষয়ে পারদর্শিতাও বিবেচিত হইবে। তদনুসারে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করেন যে, বঙ্গভাষা যে সকল এম্, এ, ও বি, এ, পরীক্ষার্থীর মাতৃভাষা, তাঁহাদিগকে বৃত্তি

দিবার সময় ডিরেক্টার মহোদয় যেন তাঁহাদের বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পারদর্শিতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ব্যবস্থা করেন। ডিরেক্টার মহোদয় এ আবেদন সঙ্গত মনে করেন নাই।

শিক্ষা সংস্কার—১৩০৩ সালের ১৯শে আষাঢ়ের অধিবেশনে তদানীন্তন অন্যতম সহকারী-সভাপতি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রস্তাব মতে বর্ত্তমান প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রণালীর সংশোধনার্থ যে শিক্ষা-সমিতি গঠিত হয়, সেই সমিতির উপর শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের নিকট ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেট সভায় উপস্থিত করিবার জন্য এক এক খানি আবেদন পত্র প্রস্তুত করিবার ভার অর্পিত হয়। উক্ত সমিতির সভ্যবর্গের নাম তৃতীয় বার্ষিক বিবরণীর ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। উক্ত সমিতির নির্দ্ধারণ মতে পরিষদ্ ১৩০৩ সালে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট নিম্ন ও উচ্চ প্রাথমিক এবং মধ্য বাঙ্গালা ও মধ্য ইংরাজী পরীক্ষা সমূহের পাঠ্যাদি সংস্কার বিষয়ে যে আবেদন প্রেরণ করেন, তাহার ফলাফল উক্ত তৃতীয় বার্ষিক বিবরণীতে বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে।

পরিষদের প্রার্থনা মতে বাঙ্গালার ডিরেক্টার মহোদয় এতৎপ্রদেশে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহার সংবাদে প্রোৎসাহিত হইয়া পরিষদের সভ্য আসাম দেশের শিক্ষা বিভাগের অন্যতম পরিদর্শক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, মহাশয় আসামে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্‌কে অনুরোধ করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এ বিষয়ে অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হয়েন যে, আসাম প্রদেশে বঙ্গভাষায় রচিত গ্রন্থাদি শিক্ষার্থিদিগের প্রায় ঃ অংশের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহাদের ইহাও ধারণা হয় যে, বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর যে যে অংশে সংস্কার আবশ্যক, আসাম প্রদেশে প্রবর্ত্তিত শিক্ষা প্রণালীও সেই সেই অংশে সংশোধিত হওয়া উচিত। তদনুসারে উক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শ মতে আলোচ্য বর্ষে সম্পাদক বাঙ্গালার ডিরেক্টার মহোদয়ের সহিত ১৩০৩ সালে বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার সম্বন্ধে পরিষদের যে পত্রাদির আদান প্রদান হইয়াছিল, সেই পত্রাদির নকল আসাম বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া আসামে স্থানোপযোগী সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। আশা করা যায়, উক্ত

ডিরেক্টার মহোদয় এ বিষয়ে যথাকর্ত্তব্য বিধান করিয়া বাঙ্গালার ডিরেক্টার মহাশয়ের সহৃদয়তার অনুকরণ করিবেন।

পরিষদের শিক্ষা-সমিতি ১৩০৩ সালে কয়েকটি অধিবেশনে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর সংশোধন বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া এণ্ট্রেন্স, এফ্, এ, বি, এ, ও এম্, এ, পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ে কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক বা প্রার্থনীয় তাহা স্থির করিয়াছিলেন। পরে সমিতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠ্যাদি পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে সিন্ডিকেট সভায় প্রেরণের জন্য একখানি আবেদন পত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। আলোচ্য বর্ষের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের বিশেষ অধিবেশনে উক্ত আবেদন পত্র সাধারণ সভা কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত যাদবকিশোর গোস্বামী মহাশয়ের সমর্থনে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। পরে উক্ত আবেদন পত্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। বিগত বার্ষিক অধিবেশনে ফ্যাকাল্টি অফ্ আর্টস্ উক্ত আবেদন পত্রের বিচার করিয়াছিলেন। বিচারে সংস্কৃত এম্, এ, পরীক্ষার পাঠ্য, সাহিত্য-প্রধান ও দর্শন-প্রধান এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ বিষয়ে পরিষদের মন্তব্য গ্রাহ্য হইয়াছে; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে প্রার্থিত পরিবর্ত্তন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদিত হয় নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিচার ফলে পরিষদ্ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। পরিষদের বিশ্বাস যে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-প্রণালীর সংশোধন না হইলে, দেশে প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষার বিস্তার হইবে না।

সুখের বিষয় এ প্রদেশের শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠাবান্ মহাশয়গণ এ বিষয়ের আলোচনায় যত্নশীল হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে পরিষদ্ ১৩০৩ সালে যে যে উদ্দেশ্যে উক্ত শাখা-সমিতি নিযুক্ত করেন, সেই সেই উদ্দেশ্য সাধনার্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য প্রবীণ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরদাস বসাক মহাশয়ের যত্নে একটি শিক্ষা-সংস্কার-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পরিষদের অনেক গণ্য মান্য সভ্য ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনেক বিশিষ্ট সদস্য উক্ত সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বঙ্গের কৃতী সুসন্তান শ্রীযুক্ত W. C. Banerjee মহাশয় উক্ত সমিতির সভাপতি এবং পরিষদের অন্যতম সদস্যদ্বয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় উক্ত সমিতির

সম্পাদকদ্বয় নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায়, এই সমিতি পরিষদের প্রবর্ত্তিত শিক্ষা-সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিয়া দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

এই প্রসঙ্গে পরিষদ্ হইতে শিক্ষা-সংস্কারের প্রবর্ত্তনা বিষয়ে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ অবিচলিত উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহকারে শিক্ষা-সংস্কার জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য পরিষদ্ তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

গত বর্ষের কর্ম্মচারিগণ।—আলোচ্য বর্ষে নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিগণ নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—

সভাপতি—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সহকারী-সভাপতিত্রয়—শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্।

সহকারী-সম্পাদকদ্বয়—শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বসু, বি, এ, ও শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ।

পত্রিকা-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।

ধন-রক্ষক—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গ্রন্থ-রক্ষক—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু।

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্, এ, ও শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।

লেখক—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মল্লিক।

সভাপতি—আলোচ্য বর্ষে বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সবিশেষ যোগ্যতা সহকারে পদোচিত কর্ত্তব্যভার বহন করিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি পরিষদের মাসিক অধিবেশনে মনোজ্ঞ ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং পরিষদের উন্নতিকল্পে যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সহকারী-সভাপতি—আলোচ্য বর্ষে সহকারী-সভাপতিগণ স্ব স্ব পদোচিত কর্ত্তব্য সাধনে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর মহাশয় পরিষদের অর্থ সংস্থানে সাহায্য করিয়া এবং সতত পরিষদের হিতার্থে সৎপরামর্শ দান ও শ্রম স্বীকার করিয়া পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ. মহাশয় বিবিধ সমিতির কার্য্যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিতে এবং সাধারণ-সভায় উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়া মাসিক অধিবেশনে নানা বিষয়ক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এবং পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা, প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ প্রভৃতি অনেক উপায়ে পরিষদের উন্নতিকল্পে যত্নশীল হইয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সম্পাদক—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, পরিষদের সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে এবং প্রত্যেক সাধারণ-সভায় উপস্থিত থাকিয়া যথাসাধ্য নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই জন্য পরিষদ্ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছেন।

পত্রিকা-সম্পাদক—আলোচ্য বর্ষে বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র-নাথ বসু মহাশয় পত্রিকা-সম্পাদকের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টায় এবং ঐকান্তিক অধ্যবসায়ের ফলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়া এবং দেশের খ্যাতনামা লেখক মহাশয়দিগের নিকট হইতে প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া যথাকালে পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশ্বকোষ সঙ্কলনরূপ গুরুতর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি পরিষৎ পত্রিকার পুষ্টিসাধনে ও উন্নতি বিধানে যেরূপ আন্তরিক যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, এবং প্রাচীন শব্দ-সমিতি ও গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সম্পাদক ও নানা শাখা-সমিতির সদস্যরূপে এবং প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের জন্য একপ শ্রম-স্বীকার ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, পরিষদ্ তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে ঋণী হইয়াছেন।

গ্রন্থ-রক্ষক—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থ-রক্ষক শ্রীযুক্ত প্রতুল-চন্দ্র বসু মহাশয়ই ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও

অধ্যবসায়ে পরিষৎ পুস্তকালয়ের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকালয়ের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা তাঁহারই শ্রম ও যত্নের সাক্ষাৎ ফল। পরিষদ্ তজ্জন্য গ্রন্থরক্ষক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতেছেন।

অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ—পরিষদের ধন-রক্ষক, আয়-ব্যয় পরীক্ষক ও সহকারী সম্পাদকদ্বয় আলোচ্য বর্ষে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালনে জাগরূক থাকিয়া পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

লেখক—আলোচ্য বর্ষে লেখক মহাশয় বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া সম্পাদককে সকল বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। পরিষদ্ তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছেন।

পুস্তকালয়—আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পুস্তকালয়ে ১৭৫ খানি পুস্তক ও পত্রিকার বিনিময়ে ৩৯ দফা সাময়িক পত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। সাময়িক পত্র বাঙ্গালা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও উৎকল ভাষায় লিখিত। ১৩০৩ সালের পুস্তকালয়ে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা ছিল ৩১৮, আলোচ্য বর্ষে এই সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ৪৯২ হইয়াছে। কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি পুস্তকালয়ের নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে যাঁহারা পরিষৎ পুস্তকালয়ে পুস্তক উপহার দিয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদিগের নাম ও প্রদত্ত পুস্তকের সংখ্যা লিখিত হইল।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীযুক্ত মহেশ্বর মণ্ডল | ... ... | ১ খানি। |
| ২। | „ তারাকুমার কবিরত্ন | ... ... | ২৪ „ |
| ৩। | „ মহেন্দ্রনাথ মজুমদার | ... ... | ২ „ |
| ৪। | „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য | ... ... | ১ „ |
| ৫। | „ বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... ... | ১ „ |
| ৬। | „ কালীপ্রসন্ন দাস | .. ... | ১ „ |
| ৭। | „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... ... | ২ „ |
| ৮। | „ অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি | ... | ১০ „ |
| ৯। | „ নবীনচন্দ্র সেন | ... ... | ১৩ „ |
| ১০। | „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | গ্রন্থাবলী ১৫ „ |
| ১১। | „ যোগেন্দ্রনাথ সেন, এম্, এ, বি, এল্, ... | | ১ খানি। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১২। | শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ... ... | ১ | খানি। |
| ১৩। | ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ. ... | ১ | ,, |
| ১৪। | ,, বিহারীলাল সরকার .. .. | ৪ | ,, |
| ১৫। | ,, রসময় লাহা ... ... ... | ১ | ,, |
| ১৬। | রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্ এ, বি এল্, | ৩ | ,, |
| ১৭। | শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র রক্ষিত ... ... | ৬ | ,, |
| ১৮। | ,, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব ... ... | ২০ | ,, |
| ১৯। | ,, অমৃতলাল বসু ... ... | ২ | ,, |
| ২০। | ,, নগেন্দ্রনাথ বসু ... ... | ১ | ,, |
| ২১। | ,, কিরণচন্দ্র দত্ত ... ... | ১ | ,, |
| ২২। | ,, বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় ... ... | ১ | ,, |
| ২৩। | ,, রসিকচন্দ্র বসু ... ... | ১ | ,, |
| ২৪। | ,, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ... ... | ১ | ,, |
| ২৫। | ,, গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ... | ১ | ,, |
| ২৬। | ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত ... ... ... | ২ | ,, |
| ২৭। | ,, কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক বিদ্যারত্ন ... | ১ | ,, |
| ২৮। | মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ... | ৩ | ,, |
| ২৯। | শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত .. ... | ৩ | ,, |
| ৩০। | মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত—C.S.C I.E.M.R.A.S. | ৯ | ,, |
| ৩১। | শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ... | ১ | ,, |
| ৩২। | ,, অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়... ... | ১ | ,, |
| ৩৩। | ,, চন্দ্রমোহন সেন ... ... | ১ | ,, |
| ৩৪। | ,, শোভাবাজার বান্ধব-সভা... ... রিপোর্ট | ৬ | ,, |
| ৩৫। | ,, কুঞ্জলাল রায় ... ... ... | ২ | ,, |
| ৩৬। | ,, বীরেশ্বর পাঁড়ে ... ... | ১১ | ,, |
| ৩৭। | ,, রোহিণীকুমার সেন গুপ্ত ... ... | ৬ | ,, |
| ৩৮। | ,, খগেন্দ্রনাথ মুখোর্জী ... ... | ১ | ,, |
| ৩৯। | ,, প্রফুল্লচন্দ্র বসু ( গ্রন্থ-রক্ষক ) ... | ২ | ,, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪০। | শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... | ৪ | খানি। |
| ৪১। | ,, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ... ... | ১ | ,, |
| ৪২। | ,, গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ... | ১ | ,, |
| ৪৩। | ,, রজনীকান্ত গুপ্ত ... | ৪ | ,, |
| ৪৪। | ,, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... | ১ | ,, |
| ৪৫। | ,, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী ... | ১ | ,, |
| ৪৬। | ,, চুনিলাল বসু, এম্, বি, এফ্, সি, এস্, | ৩ | ,, |
| ৪৭। | ,, চৈতন্য-যোগ-সমাজ ... | ১ | ,, |
| ৪৮। | ,, কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | ১ | ,, |
| ৪৯। | ,, নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক) | ১ সেট ৬ | ,, |

উপরোক্ত উপহারদাতা সকলেই পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরিষদের সভ্য নহেন, তাঁহাদের নিকট পরিষদ্ অধিকতর কৃতজ্ঞ। আশা করা যায়, পরিষদের অন্য অন্য গ্রন্থকার সভ্য মহোদয়গণ ইঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া পরিষৎ-পুস্তকালয়ের পুষ্টিসাধনে যত্নবান হইবেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্ব-প্রণীত অদ্বৈতবাদ সমালোচনা নামক দার্শনিক গ্রন্থ পরিষদের সভ্যগণকে উপহার প্রদান করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে সকল সাময়িক পত্রের পরিচালক মহোদয়গণ পত্রিকার বিনিময়ে স্ব স্ব সাময়িক পত্র পরিষৎ-পুস্তকালয়ে প্রদান করিয়াছিলেন, পরিষদ্ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পুস্তকালয় হইতে সভ্যবর্গের পাঠের জন্য ৫১ সংখ্যক পুস্তক ও ৭খানি সাময়িক পত্র বাহির হইয়াছিল, ইহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

বাঙ্গালা—২৮, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা—৪, সংস্কৃত ৪, সংস্কৃত ও ইংরাজি—১ এবং ইংরাজি—১২।

**পুঁথি-সংগ্রহ**—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও পরিষদ্ পুঁথি সংগ্রহ বিষয়ে যত্নশীল ছিলেন। সভ্য মহোদয়দিগের যত্ন ও চেষ্টায় অনেক গুলি প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। মহাভারত ও কবি-কঙ্কণ-চণ্ডীর পুঁথি ব্যতীত পরিষৎ-পুস্তকালয়ের জন্য যে যে পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

| | পুঁথির নাম। | কাহার লিখিত। | কোন্ সালে লিখিত। |
|---|---|---|---|
| ১। | রামায়ণ আদি-কাণ্ড (৮৪ পাতা) | | ১১৯১ সাল। |
| ২। | সুন্দরাকাণ্ড (সম্পূর্ণ, ৭৮ পাতা) | | ১১৭৭ সাল। |
| ৩। | অযোধ্যাকাণ্ড (৫৬ পাতা) | | ১২০৫ সাল। |
| ৪। | অদ্বৈতমঙ্গল | | শক ১৭১৩। |
| ৫। | দুর্গামঙ্গল | | ১২৩৫। |
| ৬। | নলরাজার প্রসঙ্গ | | ১২৩৮। |
| ৭। | সূচক (সম্পূর্ণ) | কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত | |
| ৮। | চম্পক কলিকা | জীব গোস্বামী রচিত | |

এতদ্ব্যতীত পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া বহুল আয়াস ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া নানা বিষয়ে ৬০০ শতের অধিক পুঁথি সংগৃহীত করিয়াছেন। উক্ত পুঁথির মধ্যে ২৪৩ খানির বিস্তৃত তালিকা ১৩০৪ সালের পরিষৎ পত্রিকার শেষ সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে। পরিষদের অনুরোধ এই যে, পরিষদের অন্যান্য সভ্য মহোদয়গণ নগেন্দ্র বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া পুঁথি সংগ্রহ বিষয়ে যত্নশীল হয়েন এবং সংগৃহীত পুঁথির সবিস্তার বিবরণ পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যেই পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্ব স্ব সংগৃহীত পুঁথির তালিকা পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রণের জন্য পাঠাইয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পত্রিকা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্বসংগৃহীত সকল পুঁথিই পরিষদের কার্য্যে নিয়োজিত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিয়া পরিষদের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তিনি এবং অন্যান্য মহোদয়গণ পরিষৎ-পুস্তকালয়ে যে যে পুঁথি উপহার দিয়াছেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

| পুঁথির নাম। | কাহার লিখিত। | কোন্ সালের। | উপহারদাতার নাম। | প্রাপ্তি তাং। |
|---|---|---|---|---|
| ১। চণ্ডী | কবিকঙ্কণের | ১২২০ | জে, সি টোসি | ১৩০৪, চৈত্র। |
| ২। পদাবলী | চণ্ডী দাসের | ,, | শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু | ১৩০৪, ২৩শে মাঘ। |
| ৩। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা | নরোত্তম দাসের | | ,, | ,, |
| ৪। উদ্ধবসংবাদ (২ খণ্ড) | কবিচন্দ্রের | ,, | ,, | ,, |
| ৫। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল | ঐ | ,, | ,, | ,, |
| ৬। [illegible] | ঐ | ,, | ,, | ,, |
| ৭। দানখণ্ড পালা | ঐ | ১০৮৪ | ,, | ,, |
| ৮। যোগাদ্যার বন্দনা (২ প্রস্থ) | ঐ | ,, | ,, | ,, |
| ৯। সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা | ঐ | ,, | ,, | ,, |
| ১০। ভক্তিচিন্তামণি (২ প্রস্থ) | বৃন্দাবনদাসের | ,, | ,, | ,, |
| ১১। সুদামচরিত্র | পরশুরামের | ,, | ,, | ,, |
| ১২। বৈষ্ণববন্দনা (২ প্রস্থ) | দৈবকীনন্দনের | ,, | ,, | ,, |
| ১৩। গুরুদক্ষিণা | কবিচন্দ্রের | ,, | ,, | ,, |
| ১৪। চণ্ডিকামঙ্গল | কবিকঙ্কণের | ,, | ,, | ,, |
| ১৫। মনশিক্ষা | গিরিধর দাসের | ,, | ,, | ,, |
| ১৬। দণ্ডাত্মিকা | ঐ | ,, | ,, | ,, |
| ১৭। হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান | ঐ | ,, | ,, | ,, |
| ১৮। মনসামঙ্গল | ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাসের | ,, | ,, | ,, |
| ১৯। মনসামঙ্গল | কেতকাদাসের | ,, | ,, | ,, |
| ২০। ষষ্ঠীমঙ্গল | রাধাচরণের | ,, | ,, | ,, |
| ২১। মনসামঙ্গল | ক্ষেমানন্দের | ,, | ,, | ,, |
| ২২। শঙ্খ পরার পালা | দ্বিজ রামেশ্বরের | ,, | ,, | ,, |

বলা বাহুল্য এখনও অনেক বাঙ্গালা পুঁথি অজ্ঞাত অবস্থায় জীর্ণ শীর্ণ হইয়া কীটদষ্ট হইতেছে। পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যের এই সূত্রপাত মাত্র এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। এই কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আলোচ্য বর্ষের অগ্রহায়ণ মাসে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া ছয় মাসের জন্য একজন পুঁথি সংগ্রাহক নিযুক্ত করিবার মন্তব্য করিয়াছিলেন। উপযুক্ত লোকের অভাবে এ মন্তব্য এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

আয়—ব্যয়—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মোট ১৮৩৫৸৵১৫ টাকা আয় ও ১৭৮৫।৶০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ১৩০৩ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪০১।০ আয়, ও ১৩০২৸৵১৭॥ ব্যয় হইয়াছিল। সর্ব্ববিধ ব্যয় বাদে বর্ষশেষে ৪৬।৶১৫ টাকা মজুত ছিল। আয়-ব্যয়ের সবিশেষ বিবরণ (ক) চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে দ্রষ্টব্য।

হীরক-জুবিলি উপলক্ষে অভিনন্দনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ পরিষদের সভ্যদিগের নিকট বিশেষ চাঁদা প্রার্থনা করা হইয়াছিল। সেই প্রার্থনানুসারে যাঁহারা এককালীন চাঁদা প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাঁহাদিগের নাম ও চাঁদার পরিমাণ লিখিত হইল।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর | ... | ২৫৲ |
| ,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী | ... | ২০৲ |
| ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত | ... | ১০৲ |
| মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ১০৲ |
| শ্রীযুক্ত কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া | ... | ১০৲ |
| ,, অমৃতলাল বসু | ... | ৫৲ |
| ,, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী | ... | ৫৲ |
| ,, গোবিন্দলাল দত্ত | ... | ৪৲ |
| ,, প্রমথনাথ মিত্র | ... | ১৲ |
| ,, যাদবকৃষ্ণ গোস্বামী | ... | ৫৲ |
| ,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক | ... | ২৲ |
| ,, চারুচন্দ্র ঘোষ | ... | ১৲ |
| ,, চন্দ্রনাথ বসু | ... | ৫৲ |
| ,, জয়কৃষ্ণ মিত্র | ... | ৫৲ |
| ,, কুমার মন্মথনাথ মিত্র | ... | ২০৲ |
| ,, নগেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী | ... | ২৲ |
| ,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ... | ১০৲ |

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ভাওয়াল জয়দেবপুরের বিদ্যানুরাগী রাজা এককালীন ২০০৲ দুই শত টাকা এবং পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর এককালীন ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য পরিষদ্ ষণ্মাসিক-অধিবেশনে তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির তহবিল হইতে সমিতির ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর প্রাচীন পুঁথি মুদ্রণের জন্য গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে ২০০৲ দুই শত টাকা দিয়াছিলেন। ঐ ব্যয় বাদে উক্ত তহবিলে সম্প্রতি ৮৭।৵০ মজুত আছে।

আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ-পুস্তকালয়ের জন্য সম্পাদক এককালীন ১০৲ টাকা এবং গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু মহাশয় এককালীন ৬৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। উক্ত দানের জন্য পরিষদ্ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

পারিতোষিক প্রবন্ধ—

(ক) যতীন্দ্রনাথ পুরস্কার—এই পুরস্কারের কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণীতে উল্লিখিত আছে। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ঐ নামে দুইটি পুরস্কার দিয়াছিলেন। পুরস্কার দুইটির পরিমাণ যথাক্রমে ৫০০৲ ও ২৫০৲ টাকা। প্রথম পুরস্কারটি অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টি প্রাচীন ও নব্য ন্যায় সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকের প্রাপ্য। আলোচ্য বর্ষে প্রাচীন ও নব্য ন্যায় সম্বন্ধে একটি মাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধ লেখকের নাম শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তর্কতীর্থ। ন্যায় বিষয়ক প্রবন্ধের পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্, ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়গণের মতানুসারে উক্ত ন্যায় বিষয়ক পুরস্কার প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে প্রদত্ত হইবে স্থির হইয়াছে। পুরস্কার প্রদানের জন্য পরিষদ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

অদ্বৈতবাদ বিষয়ে সর্ব্বসমেত চারিটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধলেখকগণের নাম যথাক্রমে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, এম্, এ, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থ ও শ্রীযুক্ত তারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

উক্ত প্রবন্ধ কয়টি পরীক্ষকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি, এল্ ও শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় কর্তৃক পরীক্ষিত হইয়াছে। অপর তিনজন পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, ডি, এস্, সি ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বি, এল্ মহাশয়গণের পরীক্ষার ফলাফল অবগত হইলে যে প্রবন্ধ অধিকাংশ পরীক্ষকের মনোনীত হইবে, পরিষদ্ সেই প্রবন্ধ-লেখককে উক্ত পারিতোষিক প্রদান করিবেন। আশা করা যায়, পরীক্ষক মহাশয়গণ যথাসম্ভব শীঘ্র পরীক্ষার ফলাফল পরিষদের গোচর করিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন। পরীক্ষক মহোদয়গণ শ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়া উক্ত প্রবন্ধ সমূহ পরিষদের পক্ষ হইতে পরীক্ষা করিয়া দিয়াছেন বলিয়া, পরিষদ্ তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(খ) কৃষ্ণভাবিনী বসু মল্লিক পুরস্কার—এই পুরস্কার প্রবন্ধের বিষয় "আর্য্য হিন্দুজাতির সমাজ-বন্ধন"। পুরস্কারের পরিমাণ ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা এবং পরীক্ষক মহাশয়দিগের মতানুসারে প্রবন্ধ মুদ্রণের ব্যয় স্বরূপ ১৫০৲ দেড় শত টাকা। আলোচ্য বর্ষে উক্ত বিষয়ের ৫টি প্রবন্ধ সম্পাদকের হস্তগত হইয়াছে। কয়েকজন প্রবন্ধলেখকের প্রার্থনা মতে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি উক্ত প্রবন্ধ রচনার কাল ১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসাবধি বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উক্ত প্রবন্ধের পরীক্ষকরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, বি, এল।
২। মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্।
৩। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই,।
৪। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।
৫। ,, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ।
৬। ,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। ,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্।

পারিতোষিকদাতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু মল্লিক মহাশয়ের বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতা জন্য পরিষদ্ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

**পরিষদের শাখা-সমিতি**—পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনার্থ নানা বিষয়ে কয়েকটি বিভিন্ন শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেকের নাম,

উদ্দেশ্য, গঠন ও সংক্ষিপ্ত-কার্য্য-বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে পরিষদের সাধারণ-সম্পাদকই প্রত্যেক শাখা-সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে এই নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া এ বিষয়ে এইরূপ বিধান হইয়াছে যে, প্রত্যেক শাখা-সমিতির আবশ্যক মত স্বতন্ত্র সভাপতি ও সম্পাদক পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে নিয়োজিত হইবেন। তদনুসারে আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন শাখা-সমিতি সমূহের ভিন্ন ভিন্ন সম্পাদক নিয়োজিত হইয়াছেন। কোন সমিতির ফলাফলের জন্ত সেই সমিতির সম্পাদকই এখন দায়ী।

(১) গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি—১৩০২ সালের ২৪শে আষাঢ়ের মাসিক অধিবেশনে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত প্রাচীনকাব্য ও অন্যান্য সারগর্ভ গ্রন্থ প্রকাশের নিমিত্ত এই সমিতির সৃষ্টি হয়। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইহার ধন রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এই সমিতির বর্ত্তমান সভ্যগণের নাম—

সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, সহ-সভাপতিত্রয়, সম্পাদক, সহ-সম্পাদকদ্বয়, শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি-এল্, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (ব্যারিষ্টর,) শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদক।)

আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতির মন্তব্যানুসারে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় "অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল," ও "বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের" সম্পাদন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই মহাভারতের দুই খানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে সংগৃহীত তিন খানি পয়াগলি মহাভারতের সহিত উক্ত দুই খানি পুঁথির মেলন করিয়া সম্পাদন করা হইয়াছে। ঐ মহাভারতের প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়া দ্রোণপর্ব্ব পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। বোধ হয় ১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসের মধ্যে এই প্রাচীনতম মহাভারত মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইবে। দুর্গামঙ্গলের প্রতিলিপি মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। মুদ্রণের পূর্ব্বে একবার আদর্শ পুঁথির সহিত পাঠের মেলন করিয়া দেখা আবশ্যক। আদর্শ-পুঁথি সম্প্রতি হস্তান্তরিত হওয়ায় দুর্গামঙ্গলের মুদ্রণকার্য্য

স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দুর্গামঙ্গল ও মহাভারতের সম্পাদন কার্য্যের ভার গ্রহণ করাতে পরিষদ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, রামমোহনের রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনের ভার ভিন্ন ভিন্ন শাখা-সমিতির উপর অর্পিত হইয়াছে। সম্পাদনকার্য্য অগ্রসর হইয়া মুদ্রণের উপযুক্ত হইলে গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতি ঐ ঐ গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যবস্থা করিবেন।

(২) কৃত্তিবাসী রামায়ণ-সমিতি—কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি বিশুদ্ধ ও পাঠবিবেকযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত করিবার জন্য ১৩০২ সালের ২৪শে আষাঢ় এই সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সমিতির বর্ত্তমান সভ্যগণের নাম :—

১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্।
২। „ শারদারঞ্জন রায় এম্, এ।
৩। „ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।
৪। „ অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্।
৫। „ নরেন্দ্রনাথ মিত্র বি, এল্।
৬। „ মনোমোহন বসু।
৭। „ নগেন্দ্রনাথ বসু।
৮। „ গোবিন্দলাল দত্ত।
৯। „ চারুচন্দ্র ঘোষ।
১০। „ শরচ্চন্দ্র সরকার।
১১। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ।
১২। „ পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
১৩। „ কুঞ্জলাল রায়।
১৪। „ বিজয়কেশব মিত্র।
১৫। „ অমৃতলালবসু।
১৬। „ হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
১৭। „ ধনকৃষ্ণ সেন বি, এ

এই সমিতির সভ্যগণের যত্নে রামায়ণের অনেকগুলি প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি ও প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৮০২ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রিত রামায়ণ গ্রন্থ ও বহু প্রাচীন কয়েক কাণ্ডের হস্তলিখিত পুঁথি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রাচীন পুঁথির মধ্যে ২ খানি উত্তরাকাণ্ডের পুঁথি, ১ খানি অযোধ্যাকাণ্ড ও ১ খানি লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথি যথাক্রমে ১৫০২ শক, ১০০৯ সন ও ১০০৮ সনে লিখিত। আলোচ্য বর্ষে শ্রীরামপুরের রামায়ণ সম্পাদক কর্ত্তৃক ও উক্ত বহু প্রাচীন পুঁথি গুলি সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত হয়। ১৩০৩ সালে সমিতির হস্তে ১২৫ বৎসরের অপেক্ষা প্রাচীন পুঁথি ছিল না। আলোচ্য বর্ষে নগেন্দ্রবাবু কর্ত্তৃক সংগৃহীত ৩০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন পুঁথিগুলি হস্তগত হওয়াতে সমিতি সম্পাদনকার্য্যে বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ ৪৫০ সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ রচনা করেন। এই ৪৫০ সাড়ে চারি শত বৎসরে তাঁহার রচিত রামায়ণ এতই রূপান্তরিত হইয়াছে যে, কৃত্তিবাসের প্রকৃত পাঠোদ্ধার অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। কারণ কোন দুই খানি পুঁথিতে পরস্পর পাঠের মিল নাই। সমিতি সম্প্রতি চারি শত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত কয়েক খণ্ড পুঁথির সন্ধান পাইয়াছেন, এবং তাহা সংগ্রহের জন্য সবিশেষ যত্ন করিতেছেন। সম্পাদন কার্য্য দ্রুততর সম্পন্ন করিবার জন্য সম্পাদক গত ফাল্গুন মাস হইতে এক জন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছেন। আশা করা যায় আগামী বর্ষে রামায়ণের কয়েক কাণ্ড মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইবে।

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত তারাণচন্দ্র রক্ষিত, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও শ্রীযুক্ত ধনকৃষ্ণ সেন মহাশয়গণ এই সমিতিতে যোগ দান করিয়াছেন।

(৩) কাশীদাসী মহাভারত-সমিতি—কাশীদাসী মহাভারতের প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করিয়া একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা এই সমিতির উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সমিতির সম্পাদক। ১৩০২ সালে মহাভারত সম্পাদনের ভার পরিষদ প্রফুল্ল বাবুর উপর অর্পিত করিয়া তাঁহার সহকারীরূপে শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল দত্ত ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়দ্বয়কে নিযুক্ত করেন। এই তিন জন সভ্য লইয়া এই সমিতি গঠিত। আলোচ্য বর্ষে সমিতি ৩ খানি প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছেন। গত চৈত্র মাসে এক

খানি ৩২৫ বৎসরের প্রাচীন পুঁথি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা ও অনবকাশ-বশতঃ সমিতির কার্য্য অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। আশা করা যায় আগামী বর্ষে নগেন্দ্রবাবুর প্রাচীন পুঁথির সাহায্য পাইয়া সমিতির কার্য্য অনেকাংশে সুকর ও বহুদূর অগ্রসর হইবেক।

(৪) কবিকঙ্কণচণ্ডী সমিতি—১৩০৩ সালে কবিকঙ্কণচণ্ডীর বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রণয়নের ভার প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের উপর অর্পিত হয় ও তাঁহার সাহায্যার্থ একটি সমিতি গঠিত হয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।—

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি। (সম্পাদক)
২। ,, ,, অতুলচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ।
৩। ,, বাবু অম্বিকাচরণ গুপ্ত।
৪। ,, ,, শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল্।
৫। ,, ,, ব্যোমকেশ মুস্তফী।
৬। ,, ,, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। ,, ,, বীরেশ্বর পাঁড়ে।
৮। ,, ,, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী।
৯। ,, ,, নগেন্দ্রনাথ বসু।
১০। ,, ,, চারুচন্দ্র ঘোষ।
১১। ,, ,, হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
১২। ,, ,, বাণীনাথ নন্দী।
১৩। ,, ,, অতুলচন্দ্র গোস্বামী।
১৪। ,, ,, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
১৫। ,, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

পূর্ব্ব সংগৃহীত পুঁথি ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে আর ৩ খানি প্রাচীন পুঁথি ও ১ খানি সুপ্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক সমিতির হস্তগত হইয়াছে। সমিতি সম্পাদন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আরও কয়েক খানি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহের চেষ্টা

করিতেছেন। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট যে প্রাচীন পুঁথি আছে, তাহার প্রতিলিপির সহিত অন্যান্য প্রাচীন পুঁথির পাঠের মেলন করিয়া সমিতি সম্পাদন কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবে আলোচ্য বর্ষে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এই সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই সমিতির ব্যবহারের জন্য শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয় পুঁথি দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

(৫) রামমোহনের রামায়ণ সমিতি—এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্,এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্,এ, ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় সম্পাদন কার্য্যে রামেন্দ্র বাবুর সহায়তা করিতেছেন। রামমোহনের রামায়ণের ২ খানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। এক খানি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেলডাঙ্গা গ্রামে ৺গোবিন্দজীবন হাজরার বাটী হইতে পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। দ্বিতীয় খানি গ্রন্থ-প্রণেতার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এই সমিতির সম্পাদক কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ২য় গ্রন্থ খানি এক সময় গ্রন্থ-প্রণেতার নিজস্ব ছিল। ২য় পুঁথি খানি অবলম্বনে সম্পাদক উক্ত রামায়ণের মুদ্রণোপযোগী এক প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। উহা পরিষৎ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে। রামমোহনের রামায়ণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ। পরিষদ্ অনেকগুলি প্রাচীনতর গ্রন্থের উদ্ধার সাধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থের অবিলম্বে প্রচার অত্যাবশ্যক। রামমোহনের রামায়ণ মুদ্রণে আপাততঃ পরিষদের অর্থ ব্যয় করা উচিত কি না, এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য সম্পাদক শীঘ্রই গ্রন্থ প্রকাশ সমিতির মত গ্রহণ করিবেন।

(৬) ঐতিহাসিক-সমিতি—১৩০৩ সালে পরিষদের পঞ্চম-মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রস্তাবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে উল্লিখিত মুসলমান সম্রাটগণের নামের প্রকৃত বাঙ্গালা বর্ণযোজনা ও ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের কাল নিরূপণ করিবার নিমিত্ত এই সমিতির সৃষ্টি হয়। এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়। ইহার বর্ত্তমান সভ্য-সংখ্যা ১৬ ষোল জন। নিম্নে সভ্যদিগের নাম প্রদত্ত হইল

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
২। „ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী এম্, এ।
৩। „ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।
৪। „ নগেন্দ্রনাথ বসু।
৫। „ রজনীকান্ত গুপ্ত।
৬। „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। „ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৮। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী।
৯। „ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
১০। „ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্।
১১। „ যত্নগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
১২। „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়।
১৩। „ কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়।
১৪। „ প্রমথনাথ মিত্র।
১৫। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
১৬। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

আলোচ্য-বর্ষে এই সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে স্থির হয় যে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্তৃক সঙ্কলিত তালিকা অবলম্বনে মূল পারস্য গ্রন্থাদির সহিত ঐক্য করিয়া একটি নূতন তালিকা প্রস্তুত করা হইবে। আর ঐ তালিকা সঙ্কলনে পারস্য ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাহায্য গ্রহণ করা হইবে। এই সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা ও অনবসর হেতু আলোচ্য-বর্ষে সমিতির কার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

আলোচ্য-বর্ষে সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব মতে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়দ্বয় এই সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

(৭) পরিভাষা-সমিতি—পরিষদের প্রথম বর্ষের তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে বিজ্ঞান, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয়ের পারিভাষিক শব্দ প্রণয়নের নিমিত্ত এই সমিতির সৃষ্টি হয়। ইহার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্ মহাশয় ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, মহাশয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সমিতির সভ্য আছেন—

১। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল, (সভাপতি)।
২। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।
৩। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪। ,, বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্, এ।
৫। ,, শারদারঞ্জন রায় এম, এ।
৬। ,, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
৭। ,, রজনীকান্ত গুপ্ত।
৮। ,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৯। ,, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ।
১০। ,, মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।

সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা ও অনবকাশ জন্য আলোচ্য-বর্ষে এই সমিতির কার্য্য অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। আগামী বর্ষে যাহাতে কার্য্য সুচারুরূপে চলে, তাহার জন্য সম্পাদক মহাশয় ব্যবস্থা করিয়াছেন। আগামী বর্ষের জন্য যে কর্ত্তব্য ও কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। আলোচ্য-বর্ষে পরিভাষা সঙ্কলন কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহা নিম্নোক্ত বিবরণে দৃষ্ট হইবে।

(ক) ১৩০৩ সালে প্রচারিত ভৌগোলিক পরিভাষা আলোচ্য-বর্ষে অনেক স্থলে সমালোচিত হইয়াছিল সমালোচনার বিচার ও তদনুসারে উক্ত ভৌগোলিক পরিভাষার সংশোধন সমিতির, প্রথম কার্য্য হইবে।

(খ) বৈদেশিক ভৌগোলিক নাম অক্ষরান্তরিত করিবার ব্যবস্থা-নির্দ্দেশ, সমিতির দ্বিতীয় কার্য্য হইবে।

(গ) সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় আলোচ্য-বর্ষে পরিষৎ পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষেরই বিবিধ ভৌগোলিক নাম বাঙ্গালায় বিকৃত ভাবে উচ্চারিত ও লিখিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ, সমিতির তৃতীয় কার্য্য।

(ঘ) রাসায়নিক পরিভাষা সম্বন্ধে সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত প্রস্তাবের দুইটি সমালোচনা আলোচ্য-বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কটক কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বৈজ্ঞানিক

পরিভাষা সঙ্কলন বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন। পরিষদ্ তজ্জন্ত তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার প্রণীত রসায়ন বিষয়ক নূতন গ্রন্থ এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবে, সম্পাদক এইরূপ আশা করেন।

(ঙ) পদার্থবিদ্যা বিষয়ক পরিভাষা সঙ্কলনে সম্পাদক মহাশয় সম্প্রতি নিযুক্ত আছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাব শীঘ্র সমিতির বিবেচ্য হইবে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থালয় হইতে এই বিষয়ের দুই খানি পুরাতন গ্রন্থ সম্পাদককে ব্যবহারের জন্য দিয়া তাঁহাকে ও সাহিত্য-পরিষদকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম গ্রন্থখানি— জন মার্ক সাহেব কর্তৃক শ্রীরামপুর প্রেস হইতে ১৮০৪ সালে প্রকাশিত 'কিমিয়া বিদ্যার সার', সম্ভবতঃ রসায়ন শাস্ত্রে বাঙ্গালা ভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। দ্বিতীয় গ্রন্থ খানি ১৮২৫ সালে গভর্ণমেণ্ট লিথোগ্রেফিক যন্ত্রে মুদ্রিত— পিটার ব্রেনটন কর্তৃক সঙ্কলিত 'বৈজ্ঞানিক-অভিধান'।

(চ) জ্যোতির্ষিক পরিভাষা সম্বন্ধে সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিবিধ মাসিক পত্রে লিখিত প্রবন্ধ সমূহে জ্যোতিষিক পারিভাষিক শব্দের তালিকা প্রকাশিত করিয়া এ বিষয়ে সমিতির কার্য্য অনেকটা অগ্রসর করিয়াছেন। পরিষদ্ তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

(ছ) সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয় সম্পাদকের অনুরোধে ভাস্করাচার্য্য ব্যবহৃত গণিত পারিভাষিক শব্দের একটি তালিকা সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন এবং গণিতের একটি বিস্তৃত পরিভাষা সঙ্কলনে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তজ্জন্য পরিষদ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। সম্পাদক মহাশয় স্বয়ংও গণিতের পরিভাষা সঙ্কলনে যত্নপর হইয়াছেন।

(৮) উদ্ভিদ্-পরিভাষা-সমিতি—১৩০২ সালের দশম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে উদ্ভিদ্ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় পরিভাষা স্থির করিবার জন্য এই সমিতি গঠিত হয়। এ সমিতির বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই সমিতির সভ্য আছেন—

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বসু এম্, বি।
২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।
৩। কবিরাজ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।
৪। ,, ,, মনোমোহন সেন গুপ্ত কবিরত্ন।
৫। শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।
৬। ,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, (সম্পাদক)।

নিকুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয় ইংরাজিতে ব্যবহৃত উদ্ভিদ্ শাস্ত্র প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ সমূহের একটি তালিকা সঙ্কলিত করিয়া এবং তাহার মধ্যে অনেক গুলি শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নির্দ্দেশ করিয়া সমিতির কার্য্য অপেক্ষাকৃত সুকর করিয়া দিয়াছেন। পরিষদ্ তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। ত্রিবেদী মহাশয় সম্পাদক হইবার পর এ বিষয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য উদ্ভিদ্ বিষয়ক গ্রন্থাদি ও অভিধান সংগ্রহ করিতেছেন। আশা করা যায় আগামী বর্ষে এ সমিতির কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইবে।

(৯) ভাষা ও ব্যাকরণ-সমিতি—আলোচ্য-বর্ষের চতুর্থ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে উক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা, বিশেষ বিশেষ শব্দের বর্ণ-বিন্যাস যাহাতে একরূপ হয় তাহার ব্যবস্থা করা, ভাষার গাম্ভীর্য্য, লালিত্য ও বিশুদ্ধি কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে তাহার সমালোচনা করা, যে সকল বৈদেশিক শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং যে সকল প্রাদেশিক শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রচলিত আছে, তাহার তালিকা সঙ্কলন করা—প্রধানতঃ এই সমিতির উদ্দেশ্য। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়। যাঁহারা এই সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল—

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২। ,, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।
৩। ,, অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
৪। ,, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৫। ,, চন্দ্রনাথ বসু।
৬। ,, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। ,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৮। ,, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

৯। শ্রীযুক্ত মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০। " চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ।
১১। " মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
১২। " বীরেশ্বর পাড়ে।
১৩। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
১৪। " শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
১৫। " অমৃতলাল বসু।
১৬। " উমেশচন্দ্র বটব্যাল।
১৭। " মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন
১৮। " চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
১৯। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
২০। " রজনীকান্ত গুপ্ত।
২১। " রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
২২। " নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

আলোচ্য-বর্ষে এই সমিতির একটি অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ অধিবেশনে সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাব মতে যে নির্দ্ধারণ হয়, তদনুসারে ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া সদস্য মহোদয়গণের মতামতের জন্য পাঠান হইয়াছে। ঐ সঙ্গে সমিতির সদস্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক লিখিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ বিষয়ক একটি প্রস্তাব প্রেরিত হইয়াছে। বিচার্য্য বিষয় কয়টি সম্বন্ধে সদস্য মহোদয়গণ অভিমত প্রকাশিত করিলে, সে গুলির মীমাংসা হইবে। তৎপরে সমিতি ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে।

**(১০) প্রাচীন-শব্দ-সমিতি**—আলোচ্য-বর্ষের ষষ্ঠ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমিতির উদ্দেশ্য, সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক শব্দ সঙ্কলন করিয়া প্রাচীন কালে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির নাম বিবরণ পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি নির্ণয় করা। সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। যাঁহারা সমিতির সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন নিম্নে তাঁহাদিগের নাম লিখিত হইল।

১। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু।
২। " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩। শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
৪। „ রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।
৫। „ অক্ষয়চন্দ্র সরকার।
৬। „ চন্দ্রনাথ বসু।
৭। „ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
৮। „ মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
৯। „ অতুলচন্দ্র গোস্বামী।
১০। „ হারাণচন্দ্র রক্ষিত।
১১। „ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।
১২। „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
১৩। „ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।
১৪। „ ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।
১৫। „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।
১৬। „ কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।
১৭। „ কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়।
১৮। „ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৯। „ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২০। „ ডাক্তার চুণীলাল বসু।
২১। „ ব্যোমকেশ মুস্তফি।
২২। „ কানাইলাল ঘোষাল।
২৩। „ দীনেশচন্দ্র সেন।
২৪। „ প্রমথনাথ মিত্র।
২৫। „ রসিকলাল ঘোষ।
২৬। „ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।
২৭। „ ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত বিদ্যারত্ন
২৮। „ বীরেশ্বর পাঁড়ে।

আলোচ্য বর্ষের ১৮ই মাঘ তারিখে এই সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে সমিতির কার্য্য-প্রণালী স্থির হইয়া কোন্ সদস্য কোন্ বিষয়ে শব্দ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিবেন, তাহা জানিবার ব্যবস্থা করা হয়। সমিতির সদস্য মহোদয়গণ স্ব স্ব রুচি অনুসারে কিরূপে বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, তাহা নিম্নোক্ত তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে। আশা করা যায় আগামী বর্ষে সমিতির কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(দার্শনিক শব্দ)।
,, শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—(সংস্কৃত ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে সকল প্রকার শব্দ)।
,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—(সংস্কৃত ও বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে দার্শনিক শব্দ)।
,, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—(অধুনা অপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দ)।
,, রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ—(সকল প্রকার শব্দ)।
,, রসিকলাল ঘোষ—(কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক শব্দ)।
,, কুমুদকুমার মুখোপাধ্যায়— ,, ,,
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি এল্—(দার্শনিক শব্দ)
,, কানাইলাল ঘোষাল—(দেশজ শব্দ এবং Phrase & idioms.

শাখা-সমিতির সম্পাদক ও সদস্য মহাশয়গণ পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনার্থ শ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়া পরিষদ্‌কে ঋণী করিয়াছেন। পরিষদ্ এই অবসরে গ্রন্থ প্রকাশ ও প্রাচীন শব্দ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে, কৃত্তিবাস-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে, কাশীদাসী-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে, পরিভাষা উদ্ভিদ ও রাম-মোহনের রামায়ণ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে, ঐতিহাসিক এবং কবিকঙ্কণ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়কে ও ভাষা ও ব্যাকরণ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতেছেন।

উপসংহার—পরিশেষে পরিষদের সভ্য, কষ্টকারক, সহানুভূতি কারক ও অনুগ্রাহকবর্গকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ ও প্রীতি সম্ভাষণ করিয়া চতুর্থ বৎসরের কার্য্য বিবরণ সমাপ্ত করা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর আশ্রয় দান ও নানা বিষয়ে সহায়তা করিয়া এই সাহিত্য পরিষদকে রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও উৎসাহের ফলে ইহা দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার নিকট পরিষদ্ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ আছেন এবং এই অবসরে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছেন।

পরিষদ এখনও শিশুকাল অতিক্রম করেন নাই। ইহারই মধ্যে পরিষদ্ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নানা হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র অনন্ত বিস্তৃত। বিবিধ শাস্ত্রের পরিভাষা সঙ্কলন, প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ, বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন, ভাষান্তর হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সকল প্রকার

সাহিত্যের আলোচনা, এ সকলই পরিষদের বিরাট উদ্দেশ্যের অন্তর্ভূত। পরিষদ্ এ পর্য্যন্ত যে কয়টি বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার প্রত্যেকটিই বহু শ্রম, ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। তাহাদিগের অনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হইলে যে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের অজস্র কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। এখনও যে পরিষদ আরব্ধ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সাধন করিতে পারেন নাই, বিবিধ কার্য্য প্রযুক্ত চেষ্টার সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই তাহাতে ক্ষোভ বা বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। পরিষদ অক্ষুণ্ণ উৎসাহে নব অনুরাগে ও উদ্যম সহকারে পঞ্চম বর্ষের কার্য্যারম্ভ করিতেছেন। এক্ষণে দেশের বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী মহোদয়গণ এই পরিষদের প্রতি সস্নেহ ও সানুকূল দৃষ্টিপাত করেন এবং পরিষদের প্রবর্ত্তিত সদনুষ্ঠান সমূহে উৎসাহ ও ঐকান্তিকতার সহিত যোগদান করেন ইহাই তাঁহাদিগের নিকট সবিনয় প্রার্থনা।

সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়
১০৯।১ নং গ্রেষ্ট্রীট
৩০শে চৈত্র, ১৩০৪ সাল।

কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অনুমতিক্রমে
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
অবৈতনিক সম্পাদক।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩০৪ সালের বার্ষিক আয় ব্যয় বিবরণী।

| আয় | | ব্যয় | |
|---|---|---|---|
| মাসিক চাঁদা প্রাপ্তি ... | ১২১৭॥০ | বেতনের ব্যয় ... | ২৮২ /১৫ |
| প্রবেশিকা প্রাপ্তি ... | ৬১৲ | পত্রিকা মুদ্রণের ব্যয় ... | ৭৪২।৵৫ |
| পত্রিকার মূল্যপ্রাপ্তি ... | ৩৭৲ | বিবিধ বিষয় মুদ্রণের ব্যয় | ১৩৭॥৶১০ |
| হীরক জুবিলির চাঁদা ... | ৯৯৲ | ডাকমাশুল ... | ১৭৩/১৫ |
| খরচ জমা ... | ৪৯।৴০ | পুস্তক ক্রয়ের ব্যয় ... | ৪২৲ |
| গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির তহবিল হইতে প্রাপ্তি ... | ২০০৲ | সরঞ্জামী ... | ১০৫৶১০ |
| গত বর্ষের মজুত টাকা | ১৭৮/১৫ | হাওলাতি ... | ৩৲ |
| | | গ্রন্থ প্রকাশ সমিতির ব্যয় | ২০০৲ |
| | ১৮৩২৸৵১৫ | ফেরত খরচ ... | ১০৩৸৵৫ |
| | | | ১৭৮৯।৶০ |
| | | ১৩০৪ সালের শেষে মজুত | ৪৩৸৶১৫ |
| | | | ১৮৩২৸৵১৫ |

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
আয় ব্যয় পরীক্ষক।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সম্পাদক।

# বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের

## ষষ্ঠ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।

১৩০৬ বঙ্গাব্দ।

---

**বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ** ষষ্ঠ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। ১৩০১ সালের প্রথমে যখন ভূতপূর্ব্ব "বেঙ্গল একাডেমী অফ্ লিটারেচার" পুনর্গঠিত হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পরিণত হয়, তখন ইহার সভ্যসংখ্যা ২৯ জন মাত্র ছিল। গত ছয় বর্ষে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া আলোচ্য ১৩০৬ বঙ্গাব্দের শেষে ৩৫২ জন হইয়াছে। ইহা-দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, দিন দিন দেশের গণ্য, মান্য, শিক্ষিত, বিদ্যানুরাগী, রাজা ও জমীদার শ্রেণীর লোকে পরিষদের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। পরিষৎকর্ত্তৃক ক্রমে মাতৃভাষার উন্নতি ও পরিপুষ্টি-পক্ষে কিছু না কিছু কাজ যে হইবে, তাহাও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেছেন। এই ছয় বৎসরে, পরিষদের উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য আশানুরূপ সাধিত না হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে পরিষদের আদর দিন দিন বর্দ্ধিতই হইতেছে। এক্ষণে আশা করা যায়, পরিষৎ দিন দিন স্বীয় কার্য্য-সাধনে অধিকতর তৎপর হইয়া, সাধারণের নিকট অধিকতর অনুগ্রহ-ভাজন হইবার উপযুক্ত হইবেন।

**বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ** শুভ সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করায় পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সভ্যবর্গের ও সাধারণের হস্তে পরিষদের ষষ্ঠ বর্ষের ( ১৩০৬ সালের ) নিম্নলিখিত কার্য্যবিবরণ অর্পণ করিতেছেন।

**কার্য্যালয় পরিবর্ত্তন,**—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের কার্য্যালয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিষদের জন্মাবধি, এমন কি, তাহার পূর্ব্বাবস্থা

"বেঙ্গল একাডেমী অফ্ লিটারেচার" যে দিন প্রথম স্থাপিত হয়, সেই দিন হইতেই, তাহা শোভাবাজারের রাজবংশীয়, বিদ্যোৎসাহী রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়-কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে অবস্থিত ছিল। আলোচ্য বর্ষের শেষাংশে অর্থাৎ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ৩রা ফাল্গুন (১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯০০), বুধবার সাড়ে পাঁচটার সময় পরিষদের পূর্ব্ব কার্য্যালয় ১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট, রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ একাদশ জন সভ্যের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষৎ কার্য্যালয় সম্প্রতি ১৩৭।১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ভাড়াটিয়া বাটীতে উঠিয়া আসিয়াছে। তদবধি পরিষদের কার্য্য এই স্থানেই হইতেছে।

**সভ্যসংখ্যা,**—আলোচ্য বর্ষের প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৩০৬ সালের প্রথমে ৩৪৮ জন সভ্য লইয়া পরিষৎ কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে আলোচ্য বর্ষের বিভিন্ন মাসিক অধিবেশনে ৩১৮ জন সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচিত হন; তন্মধ্যে ১৩০৫ সালের নিয়মাবলীর ৯ম নিয়মানুসারে ২৫১ জনের নিকট প্রবেশিকা না পাওয়ায়, এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয় নাই। এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বর্ষে ৫৯ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন ও ৪ জন পরলোকগত হইয়াছেন, সুতরাং আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মোট ৬৩ জন সভ্য হ্রাস হইয়াছে। এই ৬৩ জনকে বাদ দিয়া ও প্রবেশিকা-প্রদাতা ৬৭ জনকে ধরিয়া আলোচ্যবর্ষের শেষে পরিষদের সভ্যসংখ্যা মোট ৩৫২ জন হইয়াছে। যে ২৫১ জনের নিকট এখনও প্রবেশিকা পাওয়া যায় নাই বলিয়া, তাঁহাদিগকে বিধিসিদ্ধ সভ্য বলিয়া ধরা হইল না, তাঁহাদিগের মধ্যে ২৩৭ জন পরিষদের শেষ দুই মাসিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মফস্বলবাসী; কাজেই আলোচ্য বর্ষের শেষ কয়েক দিনের মধ্যে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রবেশিকাদি আসিয়া পৌঁছায় নাই এবং অনেক সভ্যকে ১৩০৬ সালের মধ্যে নির্ব্বাচন-সংবাদ প্রেরণ করা হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষের অর্থাৎ ১৩০৭ সালের প্রথমেই তাঁহারা প্রবেশিকাদি পাঠাইয়া দিবেন এবং নববর্ষের প্রারম্ভেই পরিষদের একবারে অনেকগুলি সভ্য বাড়িয়া যাইবে। (সভ্যগণের নামের তালিকা "ক" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

**সভ্যের মৃত্যু,**—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের ৪ জন সভ্যের

মৃত্যু হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট সভ্য এবং দুইটি সাধারণ সভ্য। বিশিষ্ট সভ্যের মধ্যে ৺রাজনারায়ণ বসুর ও সার্ উইলিয়ম হাণ্টারের মৃত্যু হইয়াছে। বাঙ্গালা-সাহিত্য-সংসারে চির-সুপরিচিত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যুতে পরিষদের এবং বাঙ্গালা-সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে পূর্ণ হইবে না। যখন বাঙ্গালা-সাহিত্য কেবল গঠিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সময় হইতে মরণকালপর্য্যন্ত ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ঋণ বঙ্গদেশ কোন দিন পরিশোধ করিতে পারিবে না। ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস-সঙ্কলনের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব "বেঙ্গল একাডেমী অফ্ লিটারেচার"কে বর্ত্তমান "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আকারে গঠিত করিবার পক্ষে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও একজন বিশেষ উদ্‌যোক্তা ছিলেন। পরিষদের নিকট এজন্যও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। সার্ উইলিয়ম হাণ্টার ঐতিহাসিক সাহিত্যে সমস্ত জগতে সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া তিনি শিক্ষিত ভারত-বাসিমাত্রকেই কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ সভ্যের মধ্যে সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। সার্ রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের মৃত্যুতে পরিষৎ যে কেবল এক হিতৈষী ও উৎসাহী বন্ধু হারাইয়াছেন, এমন নহে; তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবর্ষ এক অতি উজ্জ্বল রত্ন ও গৌরবস্থল হারাইয়াছেন। ৺বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অল্পবয়সে অকালমৃত্যুও পরিষদের পক্ষে এক দুঃখের বিষয় হইয়াছে। তিনি অল্প বয়সেই সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ যশ উপার্জ্জন করিতেছিলেন, দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি যে অনেক কাজ করিয়া যাইতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই সকল সভ্যের মৃত্যুতে পরিষৎ অতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন এবং পরিষদের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

**বিশিষ্ট সভ্য,**—পরিষদের নিয়ম আছে, পরিষদে বারজন বিশিষ্ট সভ্য থাকিতে পারেন। আলোচ্য বর্ষে একাদশ জন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং একটি পদ শূন্য ছিল। আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্বোক্ত দুইজন বিশিষ্ট

সভ্যের মৃত্যু হওয়ায় আরও দুইটি পদ শূন্য হইয়াছে। অবশিষ্ট আট জন বিশিষ্ট সভ্যের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি, এল।
২। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল্।
৩। " নবীনচন্দ্র সেন বি, এ।
৪। " রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।
৫। সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ্।
৬। মিঃ জন বীম্স্।
৭। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।
৮। " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

**সভ্যের পদত্যাগ,**—আলোচ্য বর্ষে যে ৫৯ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আলোচ্য বর্ষের শেষাংশেই ২৮ জনের পদত্যাগ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরিষদের হিতৈষী ও উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের পদত্যাগ পরিষদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হইয়াছে। যাঁহারা পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্, এ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি এবং শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা যত দিন পরিষদের সভ্য ছিলেন, ততদিন পরিষদের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন; এজন্য পরিষৎ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন।

**অধিবেশনাদি,**—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের এগারটী মাসিক অধিবেশন, সাতটি বিশেষাধিবেশন এবং সমস্ত শাখা-সমিতির একটি সমবেত অধিবেশন হইয়াছিল। মাসিক অধিবেশনগুলির কোনটিতে উপস্থিত সভ্য সংখ্যা ৪৮ জনের অধিক এবং ১৬ জনের কম হয় নাই। বিশেষ অধিবেশন গুলির কোনটিতে উপস্থিতির সংখ্যা ২৪ জনের কম হয় নাই। শাখাসমিতি-গুলির সাধারণ অধিবেশনে সকল সমিতিরই সভ্য অল্প-বিস্তর উপস্থিত ছিলেন।

মাসিক অধিবেশন কয়টিতে পরিষদের উদ্দেশ্যসাধক অনেক কার্য্য

এবং ১৩০৩ সালের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে নানাবিষয়ক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। মাসিক কার্য্যবিবরণীতে সে সকলের বিশেষ বিবরণ ও ঐ সকল প্রবন্ধের অনেকগুলি পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ সকল প্রবন্ধের মধ্যে অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্বন্ধে একটি, পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধে দুইটি, প্রাচীন সাহিত্য-সম্বন্ধে দুইটি, প্রাচীন কবির জীবনী-সম্বন্ধে তিনটি, বিজ্ঞান-সম্বন্ধে একটি এবং দর্শন-সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। নিম্নে প্রবন্ধরচয়িতা, প্রবন্ধ ও কোন্ অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

| | রচয়িতা। | প্রবন্ধ। | কোন্ অধিবেশনে পঠিত। |
|---|---|---|---|
| ১। | শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী | অলঙ্কারশাস্ত্র | ১ম অধিবেশন। |
| ২। | " হেমচন্দ্র দেব কবিরাজ | মেঘ ও বৃষ্টি | ২য় " । |
| ৩। | " শিবচন্দ্র শীল | [illegible]<br>গোবিন্দচন্দ্র গীত | ৩য় " । |
| ৪। | " অম্বিকাচরণ গুপ্ত | [illegible]গ্রামের পুরাতত্ত্ব | ৪র্থ " । |
| ৫। | " আনন্দনাথ রায় | কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ<br>সেনের বাল্যপরিচয় | ৫ম " । |
| ৬। | " ব্যোমকেশ মুস্তফী | আদিশূর ও [illegible] | ৬ষ্ঠ " । |
| ৭। | " আনন্দনাথ রায় | যদুনন্দন ও নরহরি ঠাকুর | ৭ম " । |
| ৮। | " দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ | সেকালের কলিকাতার<br>ইংরাজ সমাজ | ৮ম " । |
| ৯। | " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ | বুদ্ধদেবের জীবনী | ৯ম " । |
| ১০। | " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ, বি এল | অপর প্রকৃতি | ১০ম " । |

এই সকল প্রবন্ধ-রচয়িতার মধ্যে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব কবিরাজ ও শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র শীল পরিষদের সভ্য নহেন, অথচ তাঁহারা দুইটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পরিষৎকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন; তজ্জন্য পরিষৎ তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলেন।

বিশেষ অধিবেশন কয়টির মধ্যে পাঁচটিতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টি-সাধক কার্য্য এবং দুইটিতে পরিষদের বিশেষ বিশেষ কার্য্য হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষের ৮ই জ্যৈষ্ঠ এক বিশেষ অধিবেশন হয়। ঐ দিন পরিষদের সভ্য ৫১ জন এবং অন্যান্য শ্রোতা প্রায় ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত

চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল, মহাশয় "বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধ তিনি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রবন্ধে অনেক সারগর্ভ কথার আলোচনা ছিল। তৎপরে ১২ই আশ্বিন আর একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। ঐ দিন ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মৃত্যু উপলক্ষে শোকপ্রকাশ এবং বর্ত্তমান বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য যে নূতন প্রস্তাব শিক্ষা-বিভাগে উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে পরিষৎ হইতে সংশোধন-প্রস্তাব করিয়া যে আবেদন প্রেরিত হইবে স্থির হয়, তাহার পাণ্ডুলিপি অনেক আলোচনার পর গৃহীত হইয়াছিল। (আবেদন পত্রের প্রতিলিপি "দ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।) তৎপরে তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিবেশন যথাক্রমে ১৮ই অগ্রহায়ণ, ৮ই মাঘ, ১১শে ও ২৫শে চৈত্র তারিখে হইয়াছিল। এই চারিটি অধিবেশনের মধ্যে তৃতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিবেশন ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে এবং চতুর্থ অধিবেশন রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে হইয়াছিল। এই সকল অধিবেশনে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "একালের দর্শন" নামক প্রবন্ধের তিনটি প্রস্তাব ও অপরটিতে প্রথম দুই বক্তৃতার অনুবৃত্তি পাঠ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবে একালের পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র হইতে ডারউইন, কাণ্ট ও স্পেন্সারের মত, তিনি সাধারণ ভাবে আলোচনা করেন। তৃতীয় প্রস্তাবে প্রথম দুই প্রস্তাবের অনুবৃত্তি এবং চতুর্থ প্রস্তাবে স্পেন্সারের মতের বিশেষ আলোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে। এই সকল অধিবেশনে পরিষদের সভ্যগণ ভিন্ন আরও বহুতর গণ্য, মান্য, বিদ্বান্ শ্রোতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন ৩রা ফাল্গুন তারিখে পরিষদের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যালয়ে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, এই একাদশ জনের অনুরোধে, ঐ বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। ঐ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরিষদের কার্য্যালয় ও অধিবেশন যাহাতে কোন সাধারণ

স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্ত ও তৎসম্পর্কে নিয়মাবলীর আবশ্যকমত পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করেন। ঐ দিন সভাস্থলে প্রায় শতাবধি সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে প্রস্তাব-সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয় এবং সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। অবশেষে স্থানান্তরের বিরুদ্ধবাদী কতিপয় সভ্য সভাভঙ্গের পূর্ব্বেই সভাস্থল ত্যাগ করায়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থানান্তর করাই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

**কর্ম্মচারিগণ**—আলোচ্য বর্ষে বার্ষিক নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিষদের কর্ম্মচারিরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন।—

| | | |
|---|---|---|
| ১। | শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ... | সভাপতি। |
| ২। | মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ | সহকারী সভাপতিগণ। |
| ৩। | শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এ | |
| ৪। | " প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | |
| ৫। | " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্ ... | সম্পাদক। |
| ৬। | " ব্যোমকেশ মুস্তফী | ... সহকারী সম্পাদক। |
| ৭। | " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, | |
| ৮। | " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ, ... | পত্রিকা-সম্পাদক। |
| ৯। | " প্রতুলচন্দ্র বসু ... ... ... | গ্রন্থরক্ষক। |
| ১০। | " বাণীনাথ নন্দী | আয়ব্যয়-পরীক্ষক। |
| ১১। | " চারুচন্দ্র ঘোষ | |
| ১২। | " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, ... ... | ধনরক্ষক। |

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মল্লিকই পরিষদের বেতনভুক্ লেখকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। আলোচ্য বর্ষে কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তনও ঘটিয়াছিল। গত শ্রাবণ মাসে গ্রন্থরক্ষক শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু মহাশয় গ্রন্থরক্ষকের পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থানে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হন; কিন্তু তিনিও গত ফাল্গুন মাসে পরিষদের সভ্যপদ ত্যাগ করায়, শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী তাঁহার স্থানে গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। বেতনভুক্ লেখক শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মল্লিক গত ফাল্গুন মাসে পদত্যাগ করায়, তাঁহার স্থানে প্রথমে অল্পদিনের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সেন নিযুক্ত হন, পরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

**কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি,**—১৩০৩ সালের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে আলোচ্য বর্ষে ৮ জন নির্ব্বাচিত ও ৪ জন মনোনীত সভ্য লইয়া এই সমিতি গঠিত হয়। নিম্নে উভয়বিধ সভ্যের নাম দেওয়া হইল।

### নির্ব্বাচিত সভ্যগণ।

১। কুমার শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর মালিয়া।
২। শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্, এ।
৩। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক বি, এল্।
৪। " গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৫। " যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬। " গোবিন্দলাল দত্ত।
৭। " মনোমোহন বসু।
৮। " চারুচন্দ্র ঘোষ।

### মনোনীত সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম, এ, বি, এল।
২। " রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ।
৩। " নগেন্দ্রনাথ বসু।
৪। " সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

এতদ্ব্যতীত ১৮শ নিয়মানুসারে পরিষদের কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে আয়ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় এবং বেতনভুক্ লেখক ব্যতীত আর সকলেই এই সমিতির সভ্যরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ কর্ম্মচারী (সহকারী সভাপতিদ্বয়) রাজকার্য্যে সর্ব্বদা মফস্বলে বাস করায়, একটি অধিবেশনেও উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অন্য সকলে অবসর মত যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহে সহায়তা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির ১৩শটী অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সকল অধিবেশনের মধ্যে দুইটিতে সভার কার্য্য চালাইবার উপযোগী ৩১শ নিয়মানুযায়ী সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় কার্য্য স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। যে সকল অধিবেশনে কার্য্য হইয়াছে, তাহার কোনটিতেই উপস্থিতি সংখ্যা ১২ জনের বেশী হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এই সমিতি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য ;—

(১) মফস্বলের প্রাপ্তি স্বীকার,—মফস্বলের চাঁদা-প্রাপ্তির বিবরণ পত্রিকার মলাটে মুদ্রিত করা স্থির হইয়াছে। (আলোচ্য বর্ষে এই নূতন নিয়মানুসারে কার্য্য হয় নাই, আগামী বর্ষ হইতে হইবে, এরূপ আশা করা যায়।)

(২) হেমবাবুর সাহায্য,—কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ পরিষৎ স্বীয় সভ্যগণের মধ্য হইতে অর্থসাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ বৈশাখমাসে তাহীরপুরের রাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায় মহোদয় শোক পাঠাইয়া এই সম্বন্ধে পরিষৎকে উদ্যোগী হইবার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। পরে তাঁহার সহিত এই সম্বন্ধে পরিষদের সম্পাদকের পত্র-ব্যবহার হয়। তাহার পর ১লা শ্রাবণের মাসিক অধিবেশনে হেমবাবুকে কি উপায়ে পরিষৎ হইতে সাহায্য করিতে পারা যায়, তাহা অবধারণ করিবার জন্য একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয় এবং গবর্মেণ্ট হইতে রাজবৃত্তি দেওয়াইবার প্রস্তাবের পোষকতা করিবার জন্য গবর্মেণ্টে আবেদন করা স্থির হয়। তৎপরে ২২শে শ্রাবণের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে উক্ত শাখা-সমিতির প্রস্তুত আবেদন-পত্রের এবং চাঁদা-সংগ্রহের বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি গৃহীত হয়। পরে ঐ বিজ্ঞাপন পরিষদের সমস্ত সভ্যের নিকট এবং ঐ আবেদন-পত্র গবর্মেণ্টে পাঠান হয়। বিজ্ঞাপন পাইয়া কুমার শ্রীযুক্ত দক্ষিণেশ্বর মালিয়া-প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি হেমবাবুকে এককালীন কিছু অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় মাসিক ১০৲ দশ টাকা সাহায্য করিতে স্বীকার করেন। গবর্মেণ্ট হইতেও হেম বাবুর মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (আবেদন পত্রের প্রতিলিপি "খ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

(৩) ষাণ্মাসিক সম্মিলন,—পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে বি, এল্, মহাশয়, আলোচ্য বর্ষের আষাঢ় মাসে, পরিষদের সমস্ত সভ্যের মধ্যে দেখা শুনা ও আলাপ পরিচয় হইয়া, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধন হয় এজন্য, একটি উদ্যান-সম্মিলনের প্রস্তাব করেন। ১লা শ্রাবণের মাসিক অধিবেশনে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ষাণ্মাসিক সম্মিলন নামে প্রতি বৎসর দুইটি করিয়া প্রীতিসম্মিলনের আয়োজন করা হইবে, এইরূপ স্থির হয়।

আলোচ্য বর্ষে শারদীয় পূজার পরই এইরূপ একটি প্রীতিসম্মিলনের ব্যবস্থা করিবার জন্য, পরিষদের অন্যতর সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ, মুদ্রাকর শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে বি, এল্, ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, কবিরাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ এবং শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ইঁহাদিগকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত করা হয়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ উহার আয়-ব্যয়, আমোদ-আনন্দ এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য একটী পরামর্শ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ও হেমেন্দ্রবাবু ব্যতীত আর কেহ উপস্থিত না হওয়ায় উহার কিছুই হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে এ সম্বন্ধে তৎপরে আর দ্বিতীয় চেষ্টা হয় নাই। আশা করা যায়, আগামী বর্ষের নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ইহার জন্য অন্য কোন সুগম উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

( ৪ ) পারিতোষিক প্রবন্ধ,—পূর্ব্ব বর্ষের নির্দ্ধারণ অনুসারে আলোচ্য বর্ষে, পরীক্ষকদিগের অভিপ্রায়মত, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ( ক ) অদ্বৈতবাদ-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের জন্য "যতীন্দ্রনাথ" পুরস্কারের ৫০০৲ পাঁচশত টাকা ভবানীপুর ভাগবত-চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থকে এবং হাইকোর্টের অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন এম, এ, বি, এল্-কে তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন আর ( খ ) "আর্য্যজাতির সমাজ-বন্ধন" নামক প্রবন্ধের জন্য "কৃষ্ণভাবিনী বসুমল্লিক" পুরস্কারের ৫০০৲ টাকা শ্রীতারাধাম তরফে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে প্রদান করিয়াছেন।

( ৫ ) ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহ,—আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্ মহাশয় পরিষদের অন্তর্গত গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতির প্রথম অধিবেশনে প্রস্তাব করেন,—ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাতের সময় এ দেশের কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান রাজপুরুষের জীবনী এবং তৎকালীন দেশের অবস্থা-সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের বিভিন্ন আপিস হইতে আসল কাগজ-পত্র দেখিয়া বৃত্তান্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিলে পরিষৎ ইতিহাস-সঙ্কলন-বিষয়ে একটী মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব

বাহাদুর অবগত হইয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি-বিশেষকে এই সকল কাগজ-পত্র দেখিতে দিবার আদেশ গভর্মেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক দিতে পারেন। অতএব ফারসী দলিলাদি নকল ও অনুবাদ করাইবার জন্য একজন মৌলবী এবং ইংরাজী কাগজ-পত্র দেখিয়া, বাছিয়া লইবার জন্য একজন সুনিপুণ, চতুর, কৃতবিদ্য লোকের প্রয়োজন। ইঁহাদের পারিশ্রমিকস্বরূপ আপাততঃ পরিষৎ গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির তহবিল হইতে কিছু ব্যয় অনুমোদন করিলে, কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় এবং প্রথমতঃ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পরিষৎ স্বীকার পান। তৎপরে উক্ত কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, তাহার ব্যবস্থা করিবার ভার, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ও হীরেন্দ্র বাবুর উপর অর্পণ করেন। ক্রমে তাঁহারা মৌলবী আরসাদউদ্দীন আহাম্মদ এবং বসুমতী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ-কে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। তৎপরে পাঁচকড়ি বাবু ও মৌলবীসাহেব কতকগুলি কাগজের নকলও করিয়াছিলেন। সেই সকল কাগজপত্র রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট আছে। নানা বিশেষ কারণে এইকার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হয় নাই।

(৬) উদ্দেশ্য-সাধন—প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থের উদ্ধার করা পরিষদের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার সুবিধার্থ, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও আনুকূল্যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি সাময়িক পত্রের ন্যায় প্রতি দুই মাস পরে এক এক খণ্ড প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশ করিবার এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির বিবরণ-স্থলে উহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

(৭) গৃহসজ্জা ক্রয়,—পরিষৎ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলেও পরিষদের নিজের গৃহসজ্জা যৎসামান্যই ছিল। নিজের নূতন কার্য্যালয়েই যাহাতে পরিষদের মাসিক অধিবেশন নির্ব্বাহ হইতে পারে, কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আলোচ্য বর্ষে তদুপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া পরিষদকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। পরিষদের নিয়মিত আয় হইতে ইহার ব্যয় দিতে হয় নাই। পরিষদের কতিপয় হিতৈষী বন্ধু এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

**শাখা সমিতি,**—আলোচ্যবর্ষে পরিষদের বিশেষ বিশেষ

কার্য্যনির্ব্বাহার্থ নিম্নলিখিত ১৬টি শাখাসমিতি ছিল ;—(১) গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (২) কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতি, (৩) কাশীদাসী মহাভারত সমিতি, (৪) কবি কঙ্কণ চণ্ডী সমিতি, (৫) রামমোহনের রামায়ণ সমিতি, (৬) ঐতিহাসিক সমিতি, (৭) পরিভাষা সমিতি, (৮) উদ্ভিদ্-পরিভাষা সমিতি, (৯) ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতি, (১০) প্রাচীন শব্দ সমিতি,(১১) প্রাচীন সাহিত্য সমিতি, (১২) গ্রন্থসমিতি, (১৩) হেমবাবুর সাহায্যোপায়-নির্দ্ধারণ সমিতি, (১৪) শিক্ষা সমিতি, (১৫) বাণ্মাসিক সম্মিলনোপায়-নির্দ্ধারণ সমিতি,(১৬ নিয়মাবলী-সংস্কার সমিতি।

ইহার মধ্যে প্রথম ১২টির গঠন ও উদ্দেশ্য-বিষয়ে বিশেষ বিবরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত আছে। ১৩শ ও ১৫শ শাখাসমিতির কার্য্যবিবরণ ইতিপূর্ব্বেই কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির বিবরণ-মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। অপরগুলির মধ্যে আলোচ্য বর্ষে যাহাদের কার্য্য কিছু কিছু অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদের বিবরণ যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

( ক ) গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি,—আলোচ্য বর্ষে এই সমিতির চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রস্তাবিত শ্রীমদ্ভাগবতের ৮ সনাতন চক্রবর্ত্তীকৃত প্রাচীন বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ মুদ্রিত করার প্রস্তাব আলোচিত হয়। উক্ত অনুবাদ মূলানুযায়ী কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার ভার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হয়। তিনি পরীক্ষাদে উহা মূলানুযায়ী অনুবাদ বলিয়া প্রকাশ করায়, উহা মুদ্রিত করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে। সম্পাদন-বিষয়ে প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের পত্র এখনও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ও গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ঐ অধিবেশনেই রাজকীয় প্রাচীন কাগজপত্র হইতে ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় অধিবেশনে এসিয়াটিক সোসাইটির ( *Bibliothica Indica*র ) ন্যায় খণ্ডশঃ প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থ প্রকাশ করিবার প্রস্তাব আলোচিত হয়। তৃতীয় অধিবেশনে বিশেষ কোন কার্য্য হয় নাই। চতুর্থ অধিবেশনে "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" নাম দিয়া সাময়িক পত্রের আকারে প্রতি দুই মাস অন্তর প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী-প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। উহা প্রকাশার্থ নিম্নলিখিত নিয়মগুলিও গৃহীত হইয়াছে।

(১) "প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থাবলী" নামে অনূন ৮ ফর্ম্মা করিয়া ত্রৈমাসিক পুস্তকাকারে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থসকল প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ ১৮ পাউণ্ড কাগজে প্রতি সংখ্যা ১০০০ করিয়া ছাপা হইবে।

(২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্, এ মহাশয় এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের সর্ব্ব প্রধান সম্পাদক হইবেন।

(৩) গ্রন্থাবলীতে প্রতি সংখ্যায় একাধিক পুস্তক প্রকাশিত হইবে এবং প্রত্যেক পুস্তকের জন্য প্রয়োজন হইলে স্বতন্ত্র সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন।

(৪) সমস্ত গ্রন্থের শেষ মুদ্রণাদেশ সর্ব্বপ্রধান সম্পাদক দিবেন এবং তাঁহার পরামর্শ মত সমস্ত গ্রন্থের সম্পাদন-কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে।

(৫) বিভিন্ন পুস্তকের সম্পাদকেরা প্রত্যেক ১০ দশ খণ্ড করিয়া স্ব স্ব সম্পাদিত পুস্তকাংশ বিনা মূল্যে পাইবেন।

(৬) ১৩০৭ সালে এই কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য আপাততঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তত্তৎপুস্তকের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন।

| গ্রন্থ ও তাহার পরিচয়। | সম্পাদক। |
|---|---|
| ১। গোবিন্দচন্দ্র গীত, ৺দুর্লভ মল্লিক কৃত। (বাঙ্গালায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম্মমূলক গ্রন্থ) | মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু। |
| ২। মনসা মঙ্গল, ৺বিজয়গুপ্ত কৃত। (সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মনসা মঙ্গল।) | শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ। |
| ৩। চৈতন্য-মঙ্গল,—৺জয়ানন্দ মিশ্র কৃত। (চৈতন্য-জীবনী-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণপূর্ণ গ্রন্থ।) | শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ। |
| ৪। বিদ্যাপতির পদাবলী। (নেপালরাজের পুস্তকাগারে প্রাপ্ত ৪৫০ বৎসরের প্রাচীন পুঁথি, ২৭৫টী নূতন পদযুক্ত) | মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ। |
| ৫। কালিকামঙ্গল, ৺কৃষ্ণরাম দাস প্রণীত। (বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান।) | শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ। |
| ৬। বাসু ঘোষের পদাবলী,—(চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা গানে রচিত।) | শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ। |

| | |
|---|---|
| ৭। জৈমিনী ভারত,—<br>(ছুটি খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী কৃত।) | শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ। |
| ৮। জয়দেব চরিত,—<br>(জয়দেবের জীবনী-সম্বন্ধে নবাবিকৃত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ।) | শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। |
| ৯। কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিনী,—<br>৺ ভাগবতাচার্য কৃত<br>(শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাচীন পদ্যানুবাদ) | শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। |

(৭) কোন পুস্তক এক বর্ষার কম প্রকাশিত হইবে না এবং প্রত্যেক পুস্তকের স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দেওয়া হইবে।

(৮) পরিষদের সভ্যগণ এই গ্রন্থাবলী বিনামূল্যে পাইবেন, কিন্তু যিনি পরিষদের মাসিক চাঁদা নিয়মিত না দিবেন, তিনি ইহা বিনামূল্যে পাইবেন না।

(৯) পরিষদের সভ্য-ব্যতীত সাধারণের পক্ষে এই গ্রন্থাবলীর বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত সর্ব্বত্র ২৲টাকা।

এতদ্ভিন্ন গ্রন্থ-সম্পাদন-বিষয়ক কতকগুলি নিয়মও ঐ অধিবেশনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে গ্রন্থপ্রকাশসমিতির পূর্ব্বারব্ধ বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়াছে। উহার মূল্য পরিষদের সভ্যপক্ষে ১।০ এবং সাধারণের পক্ষে ১।০ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীও আলোচ্যবর্ষে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন দুই একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পরিষৎপত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছে।

**(খ) কৃত্তিবাসী রামায়ণসমিতি,**—আলোচ্যবর্ষে এই সমিতির যত্নে পরিষদের আজন্ম-আরব্ধ-কার্য্য আংশিক প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে অযোধ্যাকাণ্ড পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। উত্তরাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ড মুদ্রণযোগ্য হইয়া প্রস্তুত আছে; আগামী বর্ষে অর্থাৎ ১৩০৭ সালে তাহাও প্রকাশিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

**(গ) পরিভাষাসমিতি,**—আলোচ্যবর্ষে সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকার ষষ্ঠ ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় ভৌগোলিক পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পত্রিকায় প্রকাশিত ভৌগোলিক পরিভাষা-সংশোধনের আবশ্যকতা অনেকেই দেখাইয়াছিলেন। পরিভাষা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তদনুসারে পূর্ব্ব-প্রকাশিত পরিভাষার সংস্কার করিয়া

পরিভাষা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এল্, মহাশয়কে দেখান। তিনি অনুমোদন করায় উহা পত্রিকায় ষষ্ঠ ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় সাধারণের সমালোচনার জন্য পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহা স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত করাইয়া পরিভাষা সমিতির সভ্যগণ ও অন্যান্য অভিজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট প্রেরিত হইয়াছে; আগামী বৎসরে ভৌগোলিক পরিভাষা সুসংশোধিত আকারে উপস্থিত করিতে পারা যাইবে, এরূপ আশা করা যায়। এতদ্ভিন্ন পত্রিকার ষষ্ঠ ভাগ তৃতীয় সংখ্যায় জ্যোতিষিক পরিভাষা ও চতুর্থ সংখ্যায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিভাষা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথমটির জন্য শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি, এলের এবং দ্বিতীয়টির জন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিষৎ কৃতজ্ঞ। এতদ্ভিন্ন আলোচ্য বর্ষে পরিভাষা-সঙ্কলন-সম্বন্ধে আর একটি প্রস্তাব পরিষদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। কাশীতে হিন্দী ভাষার উন্নতির জন্য "নাগরী প্রচারিণী সভা" নামে একটি সভা স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস উহার সম্পাদক। উক্ত সভাও হিন্দীতে পরিভাষা সঙ্কলনে ব্রতী হইয়া পরিষদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। উভয় সভা পরস্পর সাহায্য করিলে পরিভাষা-সঙ্কলন-কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

(ঘ) প্রাচীন শব্দসমিতি,—এই সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত কানাইলাল ঘোষাল মহাশয় দেশজ শব্দসংগ্রহের ভার লইয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে তিনি কৃষিসম্বন্ধে অনেকগুলি শব্দ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতি,—পূর্ব্ব বৎসরে এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত এই সমিতির সভ্য ও অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ব্যাকরণ ও ভাষাগত কতকগুলি প্রশ্ন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আলোচ্য বর্ষে কয়েক জনের নিকট হইতে উহার উত্তর পাওয়া গিয়াছিল। এই সমিতির সম্পাদক ঐ সকল উত্তরের মর্ম্ম অবগত হইয়া আপাততঃ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, উপস্থিত প্রণালীতে কোন কাজ হইবে না। যাবৎ পরিষৎ হইতে কতকগুলি ভাল গ্রন্থ প্রকাশিত না হইতেছে, তাবৎ বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা ব্যাকরণের আদর্শ সাধারণের গোচর হইতেছে না। এই কারণে তিনি এই সমিতির কার্য্য স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

* (প্রশ্ন ও উত্তরের সারাংশ যথাক্রম "খ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

(চ) প্রাচীন সাহিত্যসমিতি,—আলোচ্য বর্ষেও এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষের যত্নে কতকগুলি নূতন পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে এবং এই সমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ তাঁহার পূর্ব্ব-সংগৃহীত "জগদানন্দ পদাবলী" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পরিষৎ হইতে স্বাধীনভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন।

(ছ) গ্রন্থ সমিতি,—এই সমিতির উদ্দেশ্য অনুসারে সমিতির অন্যতম সভ্য এবং পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্য-দর্শনের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য "একালের দর্শন" নাম দিয়া প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়াছেন। উহা হইতে তিনটী প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষের তিনটি বিশেষ অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। তদ্বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল, সাংখ্যদর্শন-সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিবার ভার লইয়াছেন, তাহার অন্তর্গত "অপরা প্রকৃতি" নামক প্রস্তাব আলোচ্য বর্ষে পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার বিবরণও পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

(জ) শিক্ষা সমিতি,—শ্রাবণের মাসিক অধিবেশনে গভর্মেণ্টের নূতন প্রস্তাবিত বাঙ্গালা শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধন-প্রস্তাব করিবার জন্য যে শিক্ষাসমিতি গঠিত হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল,

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... ... ... সভাপতি।
মাননীয় „ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ডি, এল্।
„ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্।
„ সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল্।
মাননীয় „ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্।
„ আনন্দমোহন বসু এম্ এ, ব্যারিষ্টার।
„ সারদারঞ্জন রায় এম্ এ।
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্ এ।
„ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বি, এল।
„ নগেন্দ্রনাথ বসু।
„ ব্যোমকেশ মুস্তফী।
„ অমৃতলাল বসু।
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্ সম্পাদক।

এই সমিতির সাতটি অধিবেশন হইয়াছিল। গভর্মেণ্টের প্রস্তাবিত

নূতন প্রণালীর বিশেষ আলোচনা করিয়া উহার সংশোধনার্থ এই সমিতি গভর্মেণ্টে পাঠাইবার জন্য আবেদনের এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন এবং তাহা পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির হস্তে দিয়া সমিতি ভঙ্গ করেন। ঐ আবেদনের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

(ঝ) নিয়মাবলী-সংস্কার সমিতি,—কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির নবম অধিবেশনে আগামী বর্ষের জন্য নিয়মাবলী সংশোধন, পরিবর্জ্জন, পরিবর্দ্ধনাদি করিবার জন্য এই সমিতি গঠিত হয়। ইহাতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভ্য গৃহীত হন,

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি, এল্।
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি, এল।
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ।
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি, এ।
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
" ব্যোমকেশ মুস্তফী।

এই সমিতির এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীকৃত এক পাণ্ডুলিপি আলোচিত হয়। তৎপরে আর এক অধিবেশনে রামেন্দ্র বাবুর প্রস্তাবিত কয়েকটি নূতন নিয়ম এবং হেমেন্দ্র বাবুর কয়েকটি চূর্ণক হীরেন্দ্র বাবুকে দেওয়া হইয়াছে। হীরেন্দ্রবাবু উহার আবশ্যকমত পরিবর্ত্তনাদি করিয়া স্বীয় মন্তব্যসহ মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন।

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য শাখাসমিতিগুলির কার্য্য আলোচনার্থে বিশেষ কিছু অগ্রসর না হওয়ায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সপ্তম অধিবেশনে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রস্তাবমতে ২০ চৈত্র সোমবার অপরাহ্ণ ৫।০টার সময় পরিষদের নূতন কার্য্যালয়ে সমস্ত শাখাসমিতির এক সমবেত অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে বহু আলোচনার পর এবং পরিষদের ২৮শে চৈত্রের দশম মাসিক অধিবেশনের অনুমোদনে সমস্ত শাখাসমিতি নিম্নলিখিত ভাবে পুনর্গঠিত হওয়া অবধারিত হয়। একজাতীয় বিভিন্ন শাখাসমিতি মিলিত করিয়া, তৎসমস্তের সভ্যগণকে লইয়া এক একটী মূল শাখাসমিতি গঠিত করিলে শাখাসমিতির উদ্দেশ্য অধিকতর সুবিধার সহিত সাধিত হইবে বিবেচনায়, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে,—

(১) গ্রন্থ-প্রকাশ সমিতি, প্রাচীন সাহিত্যসমিতি, কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমিতি, কাশীদাসী মহাভারত সমিতি, কবিকঙ্কন চণ্ডীসমিতি এবং রামমোহনের রামায়ণ সমিতি মিলিত হইয়া "গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি" নামক একটি মূল শাখা-সমিতি গঠিত হয়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ যথা-ক্রমে তাহার সম্পাদক ও সহকারী-সম্পাদক নিয়োজিত হন এবং প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষা ও প্রকাশ করাই ঐ শাখাসমিতির কার্য্য নির্ণীত হয়। প্রয়োজন হইলে কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ, নিজেদের মধ্য হইতে একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠন করিবার পক্ষে এই সমিতির সভ্যগণের অধিকার আছে।

(২) পরিভাষা সমিতি ও উদ্ভিদ্ পরিভাষা সমিতি মিলিত হইয়া "পরি-ভাষা সমিতি" নামক একটি মূল শাখা সমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ, তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হন।

(৩) বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই বিবেচনায়, ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতি নামের পরিবর্ত্তে ঐ সমিতির নাম "ভাষাবিজ্ঞান সমিতি" হয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ, বি, এল্, তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হন এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক বিভিন্নতা এবং ঐতিহাসিক ক্রম অনুসন্ধান ও আলোচনা করা ঐ শাখাসমিতির কার্য্য নির্ণীত হয়।

(৪) ঐতিহাসিক সমিতির কার্য্য কিছু সঙ্কীর্ণ করিয়া এবং প্রাচীন শব্দ সমিতির কার্য্য কিছু বৃদ্ধি করিয়া উভয়ের পরিবর্ত্তে "শব্দসমিতি" নামক একটি মূল শাখাসমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হন। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফীর প্রস্তাবে

(৫) গ্রন্থসমিতি নামের পরিবর্ত্তে, ঐ সমিতির নাম "গ্রন্থ-রচনা সমিতি" হয় এবং নিয়মাবলীর ২৭ ও ২৬ ধারা অনুসারে কার্য্য করিবার ভারসহ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত তাহার সম্পাদক নিয়োজিত হয়।

এইরূপে একণে পরিষদের মোট পাঁচটি শাখাসমিতি একপ্রকার স্থায়ীভাবে গঠিত হইয়াছে,—(১) গ্রন্থপ্রকাশ সমিতি, (২) পরিভাষা সমিতি, (৩) ভাষা-বিজ্ঞান সমিতি, (৪) শব্দ সমিতি ও (৫) গ্রন্থরচনা সমিতি। নিয়মাবলীর

সংস্কার হইয়া গেলে, নিয়মাবলী-সংস্কার সমিতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় ভঙ্গ হইবে।

**পরিষৎ পুস্তকালয়,**—আলোচ্য বর্ষের শেষে পুস্তকালয়ে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৫৮ খানি পুস্তক ও ১৮ খানি পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে এবং নিয়মিত ভাবে ৪২ খানি সাময়িক পত্র আসিতেছে। ১৩০৩ সালের শেষে পুস্তকের সংখ্যা ৭৯২ খানি ছিল, আলোচ্য বর্ষে আর ৬৬ খানি পুস্তক বাড়িয়াছে, ইহার মধ্যে ৪ খানি ক্রীত এবং ৬২ খানি উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে ৯ খানি হিন্দী, ১৩ খানি ইংরাজী, ১ খানি সংস্কৃত ও ৪০ খানি বাঙ্গালা পুস্তক। আলোচ্য বর্ষে যিনি যতগুলি পুস্তক উপহার দিয়াছেন, পরিশিষ্টে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল ( ঙ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য )। আলোচ্য বর্ষে পুস্তকালয় হইতে সভ্যগণ ২১৪ খানি পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠ করিতে লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ পরিষৎ পুস্তকালয়ের উন্নতি-বিধানার্থ আলোচ্যবর্ষে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, পরিষদের বর্ত্তমান কার্য্যালয়ে ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র প্রাতে ও অপরাহ্নে সাধারণের পাঠের জন্য রাখা হউক। অমৃত-বাজার পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী মহাশয়েরা তাঁহাদের কার্য্যালয়ের নানাবিধ বিদেশীয়, ভারতের অন্য প্রদেশীয় ইংরাজী এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র এতদুদ্দেশ্যে দান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।

**পুঁথি-সংগ্রহ,**—আলোচ্য বর্ষে পরিষৎ হইতে পুঁথিসংগ্রহ কার্য্যবিশেষ অগ্রসর হয় নাই, কেবল পরিষদের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত কাশীদাসী মহাভারতের কয়েক পর্ব্ব শতাধিক বর্ষের পুঁথি অতি সামান্য মূল্যে সংগ্রহ করায় উহা পরিষৎ হইতে ক্রীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহাশয়ও স্বসংগৃহীত প্রায় ৪।৫ শত বাঙ্গালা পুঁথি পরিষদের কার্য্যে নিয়োজিত করিতে এবং প্রয়োজন হইলে এসিয়াটিক সোসাটির লাইব্রেরী হইতে বাঙ্গালা পুঁথি আনাইয়া দিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া স্বীকৃত হইয়াছেন; এজন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট অনুগৃহীত হইয়া রহিলেন।

আগামী বর্ষে নব-প্রস্তাবিত "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" প্রকাশ-কল্পে মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ই নিজ পুঁথি হইতে ৫ খানি পুঁথি দিয়াছেন।

**বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা,**—পরিষদের চেষ্টায় এফ, এ, ও বি, এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনার পরীক্ষা লইবার যে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বার্ষিক বিবরণীতে আছে। বৎসর বৎসর এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে। গত ইংরাজী ১৮৯৮ সালে যে পরীক্ষা হয়, তাহার বি, এ, পরীক্ষায় বাঙ্গালা রচনায় শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্ব প্রথম হন। আলোচ্যবর্ষে রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর তাঁহাকে এককালীন ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। গত ১৮৯৯ সালের বি এ পরীক্ষায় যিনি সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় (ঢাকা কলেজ।) ১৮৯৯ সালে মোট ২৮০০ জন এবং গত ১৯০০ সালের পরীক্ষায় ৩১৩৩ জন পরিক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল।

**রাজবৃত্তি লাভ,**—এতদিন এদেশে সাধারণ সাহিত্য সেবিগণ গভর্মেণ্ট হইতে কোনরূপ রাজ-সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন না। টোলের অধ্যাপকেরা উপাধি-পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাইয়া ছাত্রকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিতে পারিলে কিছু কিছু অর্থ পুরস্কারস্বরূপ এককালীন দান পাইতেন মাত্র। আলোচ্য বর্ষে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপলক্ষ করিয়া দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীকে রাজ-বৃত্তি দিবার প্রস্তাব রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গভর্মেণ্টে উপস্থিত করেন। পরে গভর্মেণ্ট হইতে ঐরূপ বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদক, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে মাসিক ১০৲ টাকা এবং পরিষদের অন্যতম সভ্য বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন, বি, এ, এবং কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া রাজ-বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। পরিষৎ এই সকল সংবাদে আন্তরিক আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন। কবিবর হেমচন্দ্রের বৃত্তি-নির্দ্ধারণ জন্য পরিষদের আবেদন গভর্মেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহ্য করিয়াছেন জানিয়া গভর্মেণ্টকে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিতেছেন। (গভর্মেণ্ট হইতে উক্ত আবেদনের যে উত্তর আসিয়াছে, তাহা "খ। ১" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

**আয় ব্যয়,**—আলোচ্য বর্ষে পরিষদের মোট আয় ২৮৯৮৵১৫ হইয়াছে, তন্মধ্যে পূর্ব্ববৎসরের উদ্বৃত্ত ১৬১৸৵১৫ ছিল। উহা বাদে আলোচ্য বর্ষের সর্ব্বপ্রকারে আয় ২৭৩৬॥০ টাকা। আলোচ্য বর্ষে মোট ব্যয় ২৫১৬৸৵১৫ টাকা হইয়াছে। উহা বাদে বর্ষশেষে মোট ৩৮১।৵০ টাকা মজুত আছে। ইহার মধ্যে সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ২২৫৲ টাকা ও ধনরক্ষকের নিকট ১৫৬।৵০ টাকা আছে। (বিশেষ বিবরণ "চ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

**গ্রন্থপ্রকাশ তহবিল,**—আলোচ্য বর্ষের প্রথমে এই তহবিলে ৮৯৬৸৵০ মজুত ছিল। ইহার ধনরক্ষক রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর আলোচ্য বর্ষে প্রাচীনগ্রন্থ প্রকাশের জন্য এই সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুকে ৫৭৫৲ টাকা এবং ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহের ব্যয় ৭৫৲ টাকা দেওয়ায় বেঙ্গল ব্যাঙ্কে ১৭৫৲ ও ধনরক্ষক রাজা বাহাদুরের নিকট ৭১৸৵০ মজুত আছে। (বিশেষ বিবরণ "ছ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

**পরিষৎ-কার্য্যালয়ে স্থানান্তর-করিবার চাঁদা,**

পরিষৎ স্থানান্তরিত করিবার অতিরিক্ত ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ পরিষদের হিতৈষী কতিপয় বন্ধু আলোচ্য বর্ষে কিছু টাকা এককালীন দান করেন। উহা হইতে চেয়ার টেবিল ইত্যাদি ক্রয়ে এ পর্য্যন্ত ৩৫০৲ খরচ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পরিষদের-কতিপয় বন্ধু কতকগুলি প্রয়োজনীয় আসবাব পরিষৎকে দান করিয়াছেন। ঐ সকলের মূল্যও ২০০৲ শত টাকার ন্যূন নহে। ইহাদের নাম ও দানের পরিমাণ প্রকাশ করিতে নিষেধ থাকায় তাহা প্রকাশিত হইল না।

**এনসাইক্লোপিডিয়ার চাঁদা,**—পূর্ব্ববর্ষে এনসাইক্লো-পিডিয়া ক্রয় করিবার জন্য একটি বিশেষ চাঁদা সংগৃহীত হয়। ১০জন লোকে ১৮০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে পূর্ব্ব বর্ষে ৯॥০ ও আলোচ্য বর্ষে ৬৫৲ টাকা, মোট ৭৪॥০ টাকা মাত্র আদায় হইয়াছে। সকলে চাঁদা দেন নাই; যাঁহারা দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আর ২০৲ টাকা বাকী আছে। উহা আদায় হইলে এই পুস্তক ক্রয় করিতে যে ৩০০৲ টাকা খরচ পড়িয়াছে, উহার মধ্যে পরিষদের তহবিল হইতে ২০৫॥০ টাকা লাগিয়াছে বলিতে হইবে।

**বেণ্ডল পার্টির চাঁদা,**—পূর্ব্ববর্ষে বেণ্ডল সাহেবের অভিনন্দনের অতিরিক্ত ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অতিরিক্ত চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। ১৪ জনে ৯৫॥৹ টাকা চাঁদা স্বাক্ষর করেন; কিন্তু পূর্ব্ববর্ষের ৮৩॥৹ ব্যতীত বাকী ১২৲ টাকা আলোচ্য বর্ষেও আদায় হয় নাই।

**পুস্তকালয়ের এককালীন চাঁদা,**—পরিষৎ-পুস্তকালয়ের উন্নতি কল্পে ৮ জন লোকে ৬৩৲ টাকা এককালীন দান করিতে স্বীকৃত হন। পূর্ব্ববর্ষে তন্মধ্যে ৫৯৲ টাকা আদায় হয়। আলোচ্যবর্ষে বাকী ৮৲ টাকা আদায় হয় নাই।

**কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ,**—আলোচ্যবর্ষে পরিষৎ অনেকের নিকট নানাবিধ প্রকারে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদিগের যত্ন ও সাহায্যে পরিষৎ আর এক বৎসর নির্ব্বিঘ্নে স্বকার্য্যসাধন করিয়া উন্নতি-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। বর্ষশেষে পরিষৎ বিনীত-ভাবে তাঁহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন। আলোচ্যবর্ষে পুরস্কার-দাতা শ্রীযুক্ত মন্মথচন্দ্র মল্লিক, শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ ও রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের নিকট পরিষৎ অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছেন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী কেবল পুরস্কার নহে, নব-প্রস্তাবিত প্রাচীন গ্রন্থাবলী-প্রকাশের অর্দ্ধেক ব্যয় দিতে প্রস্তুত হওয়ায় পরিষৎ তাঁহার নিকট আরও ঋণী। আলোচ্য বর্ষে যাঁহারা পরিষদে গ্রন্থ, পুঁথি, সাময়িক পত্র প্রভৃতি উপহার বা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পরিষৎ অন্তরের সহিত অসংখ্য ধন্যবাদ দিতেছেন এবং যাঁহারা পরিষদের পুস্তকালয়ে পরিষদের পাঠকবর্গের জন্য নানাবিধ সংবাদ-পত্র নিয়মমত প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট পরিষৎ চির-কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলেন। তাঁহাদের বদান্যতাতেই পরিষৎ-পুস্তকালয়ের এতটা উন্নতি হইয়াছে। পরিষৎ আশা করেন, বাঙ্গালা গ্রন্থকার, সম্পাদক ও পুস্তকাদি-প্রকাশকগণের এই অনুগ্রহ আগামী বর্ষেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যে সকল ইংরাজী বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র পরিষদের কার্য্য-বিবরণী ও বিজ্ঞাপনাদি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া পরিষদের কার্য্য সম্পাদনে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারাও পরিষৎকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া-

ছেন, বলিয়া পরিষদের ধন্যবাদার্হ। তৎপরে পরিষদের অবৈতনিক কর্ম্মচারি-গণ কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ, শাখা-সমিতির সম্পাদকগণ ও সভ্যগণ এবং সাধারণ সভ্যগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বদা মাসিক সভায় উপস্থিত হইয়া পরিষদের কার্য্য-সম্পাদনে অশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, পরিষৎ তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী। এই স্থলে পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। গত তিন বৎসর কাল তিনি বৃদ্ধ বয়সে, অসুস্থ-দেহে যেরূপ অশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। তাঁহার ন্যায় ধীর, স্থির, গম্ভীর ও শান্ত-প্রকৃতিক অথচ গভীর-বুদ্ধিশালী সভাপতি পাইয়া পরিষৎ গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

**পরিষদের গৃহ-নির্ম্মাণ;**—উপসংহার কালে একটী বিশেষ আনন্দকর সংবাদ শুনাইয়া এই কার্য্য-বিবরণ সমাপ্ত করা যাইতেছে। বিষয়টি যদিও আলোচ্য বর্ষে ঘটে নাই, তথাপি কার্য্যবিবরণ-প্রকাশের পূর্ব্বেই ঘটায়, উহার ন্যায় প্রয়োজনীয় ও আনন্দকর সংবাদ ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। পরিষদের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট কোন সময়ে পরিষদের নিজের বাটী-নির্ম্মাণের জন্য একটু জমী চাহিয়া-ছিলেন। সদয়-হৃদয়, বিদ্যোৎসাহী মহারাজও তাহাতে সম্মত হন। পরে গত গুড্ ফ্রাইডের ছুটীতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কাশীমবাজারে গিয়াছিলেন। মহারাজও পরিষদের বাটী-নির্ম্মাণার্থ তাঁহার কলিকাতার জমী হইতে পরিষদের গৃহোপযোগী জমী দান করিয়াছেন। তৎপরে হীরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি নসীপুরের রাজা মাননীয় শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, মুরসিদাবাদের নবাব বাহাদুর, মাননীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন, রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করায়, তাঁহারাও পরিষদের বাটী-নির্ম্মাণার্থ অর্থ-সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা দিয়া-ছেন। পরিষৎ বিশেষ কৃতজ্ঞভাবে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরকে এবং অন্যান্য সহৃদয় ব্যক্তিকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। চারুবাবু-প্রভৃতি যে পাঁচ-

জনের আন্তরিক যত্নে ও পরিশ্রমে এতদিন পরে পরিষদের নিজের একটী আশ্রয় স্থান হইবার সূত্রপাত হইল, তাঁহারাও পরিষদের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র। ইঁহাদের নিকট ও ভূমি-দাতা মহারাজ বাহাদুরের নিকট পরিষৎ চির-ঋণী রহিলেন।

উপসংহার ;—পরিষৎ যথাসাধ্য স্বীয় উদ্দেশ্যে লক্ষ্য রাখিয়া আজ ছয় বৎসর কাল অল্প-বিস্তর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইহার স্বতঃ পরতঃ চেষ্টায় আজকাল বাঙ্গালার প্রাচীন লুপ্ত-প্রায় গ্রন্থোদ্ধারের প্রতি সাধারণের মন আকৃষ্ট হইয়াছে। এখন প্রায় সমস্ত মাসিক পত্রেই কিছু না কিছু প্রাচীন-বাঙ্গালা-সাহিত্যের সংবাদ থাকে। পুরাতন কবির বিবরণ দিতে পারিলে, পড়িতে পাইলে, সাময়িক পত্রের লেখক ও পাঠক যেন মহাতৃপ্ত হন। পরিষদের প্রভাবে এখন মফঃস্বলেও অনেক স্থান হইতে পুরাতন গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য সভা-সমিতি হইয়াছে। অনেক মাতৃভাষানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি অনেকগুলি পুরাতন বাঙ্গালাগ্রন্থের উদ্ধার করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়েও উচ্চ পরীক্ষায় বাঙ্গালা-ভাষায় রচনা-পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুরূহ পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র বাঙ্গালী কৃতবিদ্যগণকর্তৃক কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ছাত্রগণের সমক্ষে বাঙ্গালাভাষায় আলোচিত হইতেছে। পরিষদের প্রতি মাসিক অধিবেশনে এখন অনেক সমবেত হইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য লইয়া দু'দণ্ড কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, ইহাও কম সুলক্ষণ নহে। ইহার উপর দেশের মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত রাজা-জমিদারগণও দিন দিন পরিষদের ধীর স্থির কার্য্য-প্রণালীতে প্রীত হইয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন, ইহাও পরিষদের কৃত-কার্য্যতার একটা পরিচয় বটে। যাহা হউক, অবশেষে উপসংহার স্থলে এই সপ্তম বর্ষে নব অনুরাগে ও উৎসাহে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরিষৎ বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছেন যে, এই শিশু সাহিত্যালোচনী সভার ইহার প্রবর্ত্তিত সদনুষ্ঠান-সমূহে যেন আন্তরিক উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া, ইহার উদ্দেশ্য সফল করেন।

| সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয়, | কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অনুমত্যনুসারে |
|---|---|
| ১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, | শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, |
| ৩০শে চৈত্র, ১৩০৬ সাল। | অবৈতনিক সম্পাদক। |

"ক" পরিশিষ্ট।

# সভ্যবর্গের নাম ও ঠিকানা।

১। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ( বিশিষ্ট ), ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

২। " রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, ( বিশিষ্ট ), বান্ধব-কুটীর, ঢাকা।

৩। " চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, ( বিশিষ্ট ), ৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বাদুড়বাগান, কলিকাতা।

৪। " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্ এ, বি এল্, ( বিশিষ্ট ), পদ্মপুকুর রোড, খিদিরপুর।

৫। " নবীনচন্দ্র সেন, বি এ, ( বিশিষ্ট ), ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, কুমিল্লা ত্রিপুরা।

৬। " রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, ( বিশিষ্ট ), অধ্যাপক, ইউনিভারসিটি কলেজ, লণ্ডন।

৭। Sir George Biadwood K. C. I. E. ( বিশিষ্ট ), ইংলণ্ড।

৮। Jhon Beams. Esqr. ( বিশিষ্ট ), ইংলণ্ড।

৯। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৯নং ষ্টোর রোড বালীগঞ্জ।

১০। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, শোভাবাজার রাজবাটী, ১০৬।১ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১১। " কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ, ( দিঘাপতিয়া রাজবাটী ) ৮৬নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

১২। " " হেমেন্দ্রকুমার রায়, ( দিঘাপতিয়া রাজবাটী ) ৮৬নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

১৩। " " মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর, কামাপুকুর রাজবাটী, ১ নং কামাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৪। " " দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, সিয়ারশোল রাজবাটি, রাণীগঞ্জ বৰ্দ্ধমান।

১৫। " " প্রমথনাথ মালিয়া, সিয়ারশোল রাজবাটী, রাণীগঞ্জ, বৰ্দ্ধমান।

১৬। " " শরদিন্দুনারায়ণ রায়, জেমো রাজবাটী, কান্দী, মুরশিদাবাদ।

১৭। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

১৮। " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৯ নং বালীগঞ্জ ষ্টোর রোড, কলিকাতা।

১৯। " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমীদার, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

২০। " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি এ, তত্ত্বনিধি, জমিদার, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

২১। " রমানাথ ঘোষ, জমীদার, ৪৭ নং পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২২। " রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ; বি এল্, জমীদার, ( টাকী ২৪ পরগণা ), কুটিঘাটা, বরাহনগর।

২৩। " হেমচন্দ্র বসু মল্লিক, জমীদার, ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ডিঙ্গাভাঙ্গা, কলিকাতা।

২৪। " অমরকৃষ্ণ মিত্র, জমীদার, ১০ নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, দরজী-পাড়া, কলিকাতা।

২৫। " অমরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, বি এ, জমীদার ( রাণাঘাট ) ২৮ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।

২৬। " দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, জমীদার ( চৌগাছা, খুলনা ), ৮২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৭। " যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জমীদার, ১নং নিমকমহল রোড, খিদিরপুর।

২৮। " অচ্যুতচরণ চৌধুরী, তত্ত্বনিধি, জমীদার, মৈনা, কানাইবাজার, শ্রীহট্ট।

২৯। " মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, জমীদার, সদ্য-পুষ্করিণী, পোঃ আঃ শ্যাম-পুর, জেলা রঙ্গপুর।

৩০। " নন্দলাল গোস্বামী, জমীদার, শ্রীরামপুর, হুগলী।

৩১। " নৃসিংহদেব চক্রবর্ত্তী, জমিদার, গুজাদিয়া, কিশোরগঞ্জ, ময়মন-সিংহ।

৩২। " রমণীমোহন মল্লিক, জমীদার, মেহেরপুর, নদীয়া।

৩৩। " নৃত্যগোপাল দত্ত, জমীদার, মজিলপুর, জয়নগর।

৩৪। " প্রিয়নাথ মিত্র, জমীদার, ঐ ঐ।

৩৫। " বিনোদবিহারী বসু, বি এ, জমীদার ৬১।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩৬। " বিপিনবিহারী বসু, বি এ, জমীদার, ৬১।২ বাগবাজার ষ্ট্রীট,

৩৭। " নরনাথ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, হোমিহোম, ২৯নং বেনিয়াপুকুর রোড, ইটালী, কলিকাতা।

৩৮। " হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ, জমীদার (চৌগাছা), ৮২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩৯। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; ডি এল্, ১৯নং ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

৪০। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ, ৩নং আলবার্ট রোড, খিদিরপুর।

৪১। মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ; ডি এল্; এফ্, আর, এস্, ই, ৭৭ নং রসা রোড, ভবানীপুর।

৪২। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, ১২।১।৪ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪৩। রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, ১৬৭নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান, কলিকাতা।

৪৪। রায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনিলাল বসু বাহাদুর, এম বি; এফ, সি, এস, ২৪ নং মহেন্দ্রনাথ বসুর লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

৪৫। শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু এম্ এ; সি, এস্, ম্যাজিষ্ট্রেট (নদীয়া), ৬৩নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া, কলিকাতা।

৪৬। " বরদাচরণ মিত্র এম্ এ; সি, এস্, জজ, রঙ্গপুর।

৪৭। এ, চৌধুরী, স্কোয়ার, এম এ, ব্যারিষ্টার, ৭৬নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

৪৮। এম, সি, মল্লিক স্কোয়ার, ১১নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪৯। পি, এন, মিত্র স্কোয়ার, ব্যারিষ্টার, ২০৯ নং লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

৫০। সি, আর, দাস স্কোয়ার, ব্যারিষ্টার, ১১নং বেদিয়াপাড়া রোড, ভবানীপুর।

৫১। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্ এ; বি এল্, এটর্ণী, ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতিবাগান, কলিকাতা।

৫২। " সারদাচরণ মিত্র এম্ এ;বি এল্, উকীল, ৮৫নং গ্রে ষ্ট্রীট, হাতি-বাগান, কলিকাতা।

৫৩। " হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ; বি এল্, উকীল, ও অধ্যাপক রিপণ কলেজ, ১৯ নং ষষ্ঠীতলা রোড, নারিকেলডাঙ্গা।

৫৪। " যোগীন্দ্রচন্দ্র দত্ত এম্ এ; বি এল্, এটর্ণী, ১৭১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, রামবাগান, কলিকাতা।

৫৫। " ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এম্ এ; বি এল্, উকীল, ৭নং রাধানাথ বসুর লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।

৫৬। " প্রমথনাথ দত্ত এম্ এ; বি এল্, ৭১নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫৭। " নলিনীনাথ সেন এম এ; বি এল, উকীল, ৫৭ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৫৮। " ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম্ এ; বি এল্, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, গয়া!

৫৯। অক্ষয়কুমার ঠাকুর, এম্ এ; এটর্ণী, ২৯নং দর্জ্জিহাটা, পোস্তা, কলিকাতা।

৬০। রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, এটর্ণী, ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

৬১। " শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি এল্, উকীল, ১৭।৪ কেম্বিজ্রাম বিশ্বাস লেন, কলিকাতা।

৬২। " অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি এল, উকীল, ২নং শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, জানপুকুর, কলিকাতা।

৬৩। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী, জমীদার, এটর্ণী ১১৩ গ্রে ষ্ট্রীট, শোভাবাজার কলিকাতা।

৬৪। " তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, উকীল, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৬৫। " অবিনাশচন্দ্র দাস, এম্ এ; বি এল্, উকীল আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ।

৬৬। " পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ, এম্ এ; বি, এল্, উকীল, বাঁকীপুর, পাটনা।

৬৭। " মথুরানাথ সিংহ, এম্ এ; বি এল্, উকীল বাঁকীপুর, পাটনা।

৬৮। " নিখিলনাথ রায় বি এল্, বহরমপুর, খাগড়া, মুরশিদাবাদ।

৬৯। " মন্মথনাথ দে, বি, এল্, উকিল, বাঁকীপুর।

৭০। " কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ; বি এল্, উকীল, বাঁকুড়া।

৭১। " যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম এ; বি এল, উকীল, দিনাজপুর।

৭২। " কিশোরীমোহন রায় চৌধুরী, বি এল্, উকীল, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।

৭৩। " কালীপদ বসু, বি এল্, উকীল, মীরাট।

৭৪। " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ, অধ্যাপক জিঃ, এঃ, ইন্‌ষ্টিঃ ২৬নং হরলাল মিত্রের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

৭৫। " রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম এ, অধ্যাপক রিপণ কলেজ, ৬নং উইলিয়মস্ লেন, জেলেপাড়া, বহুবাজার কলিকাতা।

৭৬। " রাধেশচন্দ্র শেঠ, বি এল্, উকীল, গঙ্গর্ম্মপুর, মালদহ।

৭৭। " বিপিনবিহারী গুপ্ত, এম্ এ, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, ৩৯নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৭৮। " জি, সি, বসু, স্কোয়ার, এম্ এ; এফ্, আর, এ, এস্; বঙ্গবাসী কলেজের, অধ্যক্ষ, ১৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৭৯। " কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক, সেণ্ট্রাল কলেজ, ৭৯নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কাঁসারিপাড়া, কলিকাতা।

৮০। " অনাথনাথ পালিত এম্ এ, অধ্যাপক, সেণ্ট্রাল কলেজ, ৩নং ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।

৮১। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র গোস্বামী, এম্ এ, অধ্যাপক, রিপণ কলেজ, ২৬নং স্কটস্ লেন, জেলেপাড়া, বহুবাজার, কলিকাতা।

৮২। „ কৃষ্ণচন্দ্র দে, এম্ এ, অধ্যাপক, হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজ, কাশী।

৮৩। „ কালীপদ বসু, এম্ এ, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

৮৪। „ ব্রজেন্দ্রলাল শীল, এম্ এ অধ্যক্ষ জেঙ্কিন্স্ কলেজ, কুচবিহার।

৮৫। „ যোগেশচন্দ্র রায়, এম্ এ, অধ্যাপক, কটক কলেজ, কটক।

৮৬। „ কিশোরীমোহন সেনগুপ্ত, এম্, এ, অধ্যাপক, হুগলী ট্রেনিং স্কুল, হালিসহর।

৮৭। „ তাড়িৎকান্তি বক্সী, এম্, এ, অধ্যাপক, জব্বলপুর কলেজ, জব্বলপুর।

৮৮। „ ললিতচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, ৩০।৩ নং মদন মিত্রের লেন, সিমলা, কলিকাতা।

৮৯। „ ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ, ৬৭।৯ বলরামদের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯০। „ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম্,এ,১১নং গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা।

৯১। „ ফণীভূষণ বসু, এম্ এ, এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্স্পেক্টার, অফ স্কুল, বর্দ্ধমানবিভাগ, হুগলী।

৯২। „ মন্মথমোহন বসু, এম্ এ, ৪নং গোকুল মিত্রের লেন, বাগ-বাজার কলিকাতা।

৯৩। „ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ,অধ্যাপক রাজসাহী কলেজ।

৯৪। „ যোগীন্দ্রনাথ সেন, এম্ এ, কবিরাজ, ৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা।

৯৫। „ ব্রজলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, নাট্যমন্দির, হরিতকী-বাগান লেন।

৯৬। „ খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম এ, ৮২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৯৭। „ প্রিয়নাথ ঘোষ, এম্ এ, কুচবিহার রাজবাটী।

৯৮। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্ এ, ডেপুটী ইন্স্পেক্টর, শ্রীহট্ট।

৯৯। „ অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, অধ্যাপক, ডি, এ, ইন্‌ষ্টিটিউশান, রাধামাধব সাহার লেন, শুঁড়িপাড়া কলিকাতা।

১০০। „ গৌরীশঙ্কর দে, এম এ, অধ্যাপক ডি এ, ইন্‌ষ্টিটিউশন; নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া, কলিকাতা।

১০১। „ সুন্দরীমোহন দাস, এম্ বি, ডাক্তার, ১৯।১ বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, বাদুড়বাগান, কলিকাতা।

১০২। „ সরসীলাল সরকার, এল এম এস, ডাক্তার ১১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০৩। „ চন্দ্রশেখর কালী, এল্ এম্ এস, ডাক্তার, ১৫০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, হাতিবাগান, কলিকাতা।

১০৪। „ বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন, কবিরাজ, ৫নং কুমারটুলি, কলিকাতা।

১০৫। „ শশিভূষণ মিত্র এম্ বি, ডাক্তার, ৩৮নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০৬। „ উপেন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ, ২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১০৭। „ উপেন্দ্রনাথ মিত্র, এম বি, ডাক্তার, ১১০নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কাঁসারীপাড়া কলিকাতা।

১০৮। „ বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম বি, ডাক্তার, দিঘাপাতিয়া রাজসাহী।

১০৯। „ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, কবিরাজ, ১০২নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা কলিকাতা।

১১০। „ বঙ্কুবিহারী সিংহ, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

১১১। „ নিত্যগোপাল সরকার, বি এল্, মুন্সেফ, মাগুরা, যশোহর।

১১২। „ দেবেন্দ্রনাথ পাল, বি এল, মুন্সেফ মুরশিদাবাদ।

১১৩। „ অক্ষয়কুমার সেন, ডেপুটি কলেক্টর, ঢাকা।

১১৪। „ মোহিনীমোহন দত্ত, বি এল্ মুন্সেফ, পাবনা।

১১৫। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বি এল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, জামালপুর ময়মনসিংহ।
১১৬। „ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসার, বারিপদা, ময়ূরভঞ্জ উড়িষ্যা।
১১৭। „ হেমাঙ্গচন্দ্র বসু, বি এল্‌, সবজজ, হুগলী।
১১৮। „ মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইঞ্জিনিয়ার, ১০৬নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১১৯। „ চারুচন্দ্র ঘোষ, ৭নং নবীন সরকারের লেন, বাগবাজার।
১২০। „ পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, ২৮।১৬নং অখিল মিস্ত্রীর লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা।
১২১। „ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮নং রামমোহন সাহার লেন, শুঁড়িপাড়া, কলিকাতা।
১২২। „ হরিচরণ বসু, ৭১নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১২৩। „ গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, সাবিত্রী লাইব্রেরীর সম্পাদক, ১১নং অক্রূর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।
১২৪। „ রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, ২২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১২৫। „ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ইন্‌স্পেক্টর, হজুরীমলস্‌ লেন, বহুবাজার কলিকাতা।
১২৬। „ যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১নং শ্রীনাথ দাসের ব্যারাক, বহু-বাজার কলিকাতা।
১২৭। „ শরচ্চন্দ্র সরকার ৭।১নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।
১২৮। „ শান্তশীল বিদ্যাবিনোদ বি এ, কলিকাতা, কাষ্টম হাউস এক্‌-সাইজ ডিপার্টমেণ্ট।
১২৯। „ মন্মথনাথ মুখার্জী বিএ, ৪৯ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩০। „ ব্যোমকেশ মুস্তফী, ১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩১। „ পরেশচন্দ্র সোম, ৭৬নং আপার সার্কুলার রোড, শ্যামবাজার, কলিকাতা।

১৩২। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ সঙ্কলয়িতা, ১৪নং হেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

১৩৩। „ বরদাকান্ত ঘোষ, ৪২নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

১৩৪। „ প্রমথনাথ মিত্র, ৫নং হেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

১৩৫। „ বাণীনাথ নন্দী, ১৭নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৬। „ পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, ১১নং মহেন্দ্র গোস্বামীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।

১৩৭। „ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, অধ্যক্ষ, কলিকাতা শিল্প বিদ্যালয়, ১৭নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা

১৩৮। „ যজ্ঞেশ্বর ঘোষ, ১৬নং মদন বড়ালের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

১৩৯। „ প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, ৬নং মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

১৪০। „ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ৮।১ কালী ঘোষের লেন, সিমলা, কলিঃ।

১৪১। „ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, ৪৭, বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, শ্যামাপুকুর, কলিকাতা।

১৪২। „ তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, ২৭।৯ মটস্ লেন, তালতলা, কলিকাতা।

১৪৩। „ শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি এ, ২৭।৯ মটস্ লেন, তালতলা।

১৪৪। „ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৫২।২ চাষাধোপাপাড়া ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

১৪৫। „ রাধানাথ মিত্র, ১নং বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেন, দরজীপাড়া, কলিকাতা।

১৪৬। „ চুনিলাল সেন, ৬নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।

১৪৭। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্, এন্, পি, এস (লণ্ডন), ১২০।২ মসজীদ বাড়ী ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া, কলিকাতা।

১৪৮। „ ভূতনাথ মিত্র, ২৪৯ আহীরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৪৯। শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পাল, বিএ, ২৯নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
১৫০। „ মৃণালকান্তি ঘোষ, ২নং আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
১৫১। „ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, ১১নং গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা।
১৫২। „ কানাইলাল ঘোষাল, ১৬নং যুগলকিশোর দাসের লেন, শুঁড়ীপাড়া, কলিকাতা।
১৫৩। „ কালীদাস নাথ, ১০নং রামকৃষ্ণ বাগচীর লেন, রামবাগান, কলিকাতা।
১৫৪। „ বলাইচাঁদ গোস্বামী, ৬৮নং বলরাম দের ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
১৫৫। „ রামগোপাল সেন গুপ্ত, ২৩নং হরতোলের লেন, আহীরীটোলা, কলিকাতা।
১৫৬। „ শ্যামলাল বসু, ৮২নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৫৭। „ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
১৫৮। „ শিবনাথ বসু, ৭৯।২নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।
১৫৯। „ গিরীশচন্দ্র রায়, ৮নং হোগলকুড়িয়া লেন, কলিকাতা।
১৬০। „ বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।
১৬১। „ ক্ষেত্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৭নং শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।
১৬২। „ ললিতমোহন মল্লিক, দে মল্লিক এণ্ড কোং, ২০নং লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১৬৩। „ মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ২৮।৩ অখিল মিস্ত্রীর লেন, চাঁপাতলা, কলিকাতা।
১৬৪। „ রমেশচন্দ্র বসু, ৭নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান, কলিকাতা।

১৬৫। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৫নং হালদারপাড়া লেন, কালীঘাট, কলিকাতা।

১৬৬। „ বসন্তকুমার বসু, ২৩ তালপুকুর রোড, মুঁড়া।

১৬৭। „ রুড়মল্ল গোয়েনকা, ৫৭নং বড়তলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১৬৮। „ অশ্বিনীকুমার ঘোষ, ৭৫নং বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৬৯। „ রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়, ১৭৩।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।

১৭০। „ রামদয়াল দে বি এ, ২নং নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট, সিমলা, কলিকাতা।

১৭১। „ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, ৬নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।

১৭২। „ কিরণচন্দ্র দত্ত, ১নং রামকান্ত বসুর ফার্ষ্ট লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৭৩। „ খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০।১ তালতলা লেন, কলিকাতা।

১৭৪। „ সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, ৩৭ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৭৫। „ নগেন্দ্রকুমার বসু, ২৭ চূণাপুকুর লেন, কলিকাতা।

১৭৬। „ মৌলবী আবদুল করিম, বি এ, ১৩।১ ওয়েলেসলি স্কোয়ার, কলিকাতা।

১৭৭। „ অক্ষয়কুমার বড়াল, ১০নং যুগলকিশোর দাসের লেন, শুঁড়ী-পাড়া, কলিকাতা।

১৭৮। „ অনুকূলচন্দ্র শেঠ, ৬৮ ময়রাহাটা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

১৭৯। „ যতীশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর।

১৮০। „ বিজয়লাল দত্ত, ২৩।৩ চক্রবেড় রোড, ভবানীপুর।

১৮১। „ প্রকাশচন্দ্র দত্ত, ৭নং রামমোহন সাহার লেন, শুঁড়িপাড়া, কলিকাতা।

১৮২। „ আনন্দনাথ রায়, ৩১নং প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট, পাথুরেঘাটা, কলিকাতা।

১৮৩। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ঘোষ, ১১ রামকৃষ্ণ দাসের লেন, বাদুড়বাগান, কলিকাতা।

১৮৪। " শশিভূষণ দে বি এ, ৬১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৮৫। " সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

১৮৬। " চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ, ১৯১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।

১৮৭। " সত্যচরণ শাস্ত্রী, দক্ষিণেশ্বর, পোঃ আঃ এঁড়েদহ।

১৮৮। " ললিতমোহন ঘোষাল, কাশীপুর, চিৎপুর।

১৮৯। " মদনমোহন দত্ত, ৪৮ নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

১৯০। " পরেশনাথ বসু, ৫নং রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, বাদুড়বাগান, কলিকাতা।

১৯১। " সুরেশচন্দ্র দত্ত, বি এ, ২৩।১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, সিমলা, কলিকাতা।

১৯২। " রমণীমোহন ঘোষ বি এ, পোঃ আঃ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, রঙ্গপুর।

১৯৩। " ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হাতীবাগান, কলিকাতা।

১৯৪। " বিজয়েন্দ্রনাথ দত্ত, " " "

১৯৫। " কেদারনাথ মিত্র, ১৪ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, দরজীপাড়া, কলিকাতা।

১৯৬। " নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, ৮৩।১ নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিকাতা।

১৯৭। " নিবারণচন্দ্র দত্ত, " " "

১৯৮। " অনঙ্গমোহন পাল, ৪৮।৫৯ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

১৯৯। শ্রীযুক্ত ছন্নুলাল রায়, ১৪ নং শ্রীনাথ রায়ের লেন, চোরবাগান কলিকাতা।

২০০। „ ক্ষীরোদবিহারী পাল, ৩৪৪ নং আপার চিতপুর রোড, গরাণ-হাটা, কলিকাতা।

২০১। „ শরচ্চন্দ্র মল্লীক, ৩৫০ নং আপার চিতপুর রোড, গরাণহাটা, কলিকাতা।

২০২। „ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার, কঙ্কনী কোল কোং, পোষ্ট কাটগ্রাম।

২০৩। „ বসন্তরঞ্জন রায়, বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

২০৪। „ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল, ঢাকা।

২০৫। „ কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, গুজাদিয়া কাছারী, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

২০৬। „ নিবারণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রধান পণ্ডিত, দীনহাটা বাঙ্গালা বিদ্যালয়, কুচবিহার।

২০৭। „ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, খাসবাটী, হালিসহর।

২০৮। „ বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়, ৩০১নং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, হাওড়া।

২০৯। „ শিবরতন মিত্র, কালেক্টরী চৌকী আফিস সিউড়ী, বীরভূম।

২১০। „ চন্দ্রমোহন সেন, বান্দেল রোড, চট্টগ্রাম।

২১১। হরগোবিন্দ কাব্যতীর্থ, প্রধান পণ্ডিত, গোয়ালন্দ হাইস্কুল, রাজবাড়ী, ই, বি, এস, আর।

২১২। „ খগেন্দ্রনাথ মুস্তফী, বড়ালপাড়া, হুগলী।

২১৩। „ পাঁচকড়ি ঘোষ, দাসপাড়া, হুগলী।

২১৪। „ যাদবানন্দ গুপ্ত, মঠ, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

২১৫। „ সুখরঞ্জন বসু, প্রধান শিক্ষক, ত্রিপুরাসুন্দরী স্কুল, ভাত্রা, ময়মনসিংহ।

২১৬। „ বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বি এ, প্রধান শিক্ষক, নবদ্বীপ।

২১৭। „ প্রভাসচন্দ্র দে, রেলপার, আসানসোল।

২১৮। শ্রীযুক্ত বনমালী সিংহ, গার্জ্জেন রাজ-এষ্টেট, কটক।
২১৯। " এস্, কে, এম, মহম্মদ্, রওশন আলী, কোহিনুর সম্পাদক, পাংশা, ফরীদপুর।
২২০। " রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী, পোষ্টমাষ্টার, মতিহারী।
২২১। " নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কুঠিঘাট, বরাহনগর।
২২২। " অনঙ্গমোহন বসু, নায়েব, গড়হাট কাছারী, জয়নগর।
২২৩। " জয়দয়াল সিংহ, ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনেরালের আপীস, দানাপুর।
২২৪। " অমরনাথ দত্ত, বি এ, কেদারপুর, পোঃ বাজিতপুর।
২২৫। " চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জিরাট, বলাগড়।
২২৬। " বিষ্ণুচরণ বসু, গড়ূপ, আমতা।
২২৭। " শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৩।৪ আরমাণিটোলা, ঢাকা।
২২৮। " বসন্তকুমার বসু, ২৪ রায়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২২৯। " শশিভূষণ সিদ্ধান্তচক্রবর্ত্তী, বেলঘরিয়া; পোঃ পাটুল, নাটোর।
২৩০। " নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রভাত সম্পাদক, ৪৮নং গ্রেষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৩১। " প্রসাদ দাস গুঁই, ১৩।১নং হিদারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
২৩২। " হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। } ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
২৩৩। " ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। } যোড়াসাঁকো কলিকাতা।
২৩৪। " সতীশচন্দ্র ঘোষ, ১নং নিমকমহল রোড্, গার্ডেনরীচ্।
২৩৫। " ডাঃ দেবেন্দ্রনাথ রায়, হলওয়েলস্ লেন কলিকাতা।
২৩৬। " কুমুদনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল, এটর্ণী, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৩৭। " ভুবনমোহন বসু, ৭৭।৫ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান কলিকাতা।
২৩৭। " নগেন্দ্রনাথ সেন, বি, এ, কবিতত্ত্ব সম্পাদক। খুলনা।

২২৮। শ্রীযুক্ত যোগেশচরণ সেন, জমিদার বহরমপুর, খাগড়া পোষ্ট, মুরশিদাবাদ।
২২৯। „ রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ, কাঁটালপাড়া, নৈহাটী।
২৩০। „ বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ, ভাটপাড়া, ২৪ পরগণা।
২৩১। „ মণিমোহন সেন, জমিদার বহরমপুর, খাগড়া পোষ্ট, মুরশিদাবাদ।
২৩২। „ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, নেপাল রাজকুমারের শিক্ষক। কাট্‌মাণ্ডো, নেপাল।
২৩৩। „ প্রসন্নকুমার রায়, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম।
২৩৪। „ রায় বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার সাহেব, ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ঢেঁকানল, পোষ্ট কটক।
২৩৫। „ রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর, পোষ্ট খাগড়া, বহরমপুর মুর্শিদাবাদ
২৩৬। „ দুর্গাদাস রায় চৌধুরী জমিদার বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
২৩৭। „ শরচ্চন্দ্র মজুমদার এম্, এ, ২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
২৩৮। „ কালীপ্রসন্ন ঘোষ, জমিদার ৭২নং বীডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
২৩৯। „ রায় নীরদ কৃষ্ণ দত্ত, ৩২নং বাগবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
২৪০। „ রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৬।১ নং কাঁটাপুকুর লেন বাগবাজার, কলিকাতা।
২৪১। „ ব্রজলাল মিত্র ১৮১।১ আপার সার্কুলার রোড্, কলিকাতা।
২৪২। „ অন্নদাচরণ সেন, বি, এ, ৮২, সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৪৩। „ নগেন্দ্রনাথ নাগ মিত্র, উকীল, হাইকোর্ট, ১৩নং সিমলা ষ্ট্রীট্ ঐ।
২৪৪। „ চারুচন্দ্র জ্যোতিষী, অশোক কুটীর, ৫নং শ্রীনাথ দাসের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
২৪৫। „ যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার, ১১৪।১১৫ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৪৬। „ অমূল্যচন্দ্র গোস্বামী, ৩১নং এলগিন রোড, ভবানীপুর।
২৪৭। „ রায় প্রমথনাথ চৌধুরী, জমীদার, ৩৫।২ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
২৪৮। „ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২নং ষ্টোর রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা।

২৪৯। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার, ১০নং বালিগঞ্জ, সার্কুলার রোড, কলিকাতা

২৫০। " ক্ষিরোদচন্দ্র বসু, ৩৫নং বসুপাড়া লেন, বাগবাজার কলিকাতা।

২৫১। " সত্যেন্দ্রনাথ রায়, ১।২৭নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৫২। " জীবনকৃষ্ণ ভড়, ৪৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৫৩। " সূর্য্যপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৯।১নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৫৪। " মন্মথনাথ ঘোষ, ৭৫নং বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৫৫। " দীননাথ কবিরত্ন, ৬১।৩নং বাশতলা ষ্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা।

২৫৬। " জগদীশচন্দ্র বসু, ৪৬নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কালিঘাট।

২৫৭। " রামচন্দ্র মিত্র, ২৩নং নেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৫৮। " নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৭নং ব্রাহ্মসমাজ লেন, শাঁখারীটোলা।

২৫৯। " নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বি এল, এটর্ণী, ৩৪নং তেলিপাড়া লেন,

২৬০। " পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, ২২৩নং অপার সার্কুলার রোড, শ্যামবাজার কলিকাতা।

২৬১। " দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ৮২নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৬২। " নলিনীভূষণ গুহ, ক্যেশিয়ার, লেসলী কোং, চৌরঙ্গীরোড, কলিকাতা।

২৬৩। " অঘোরনাথ শাস্ত্রী কবিরাজ, ১২১নং অপার চিৎপুর রোড, বটতলা, কলিকাতা।

২৬৪। " প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি কবিরাজ, ১৫০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৬৫। " ইন্দুভূষণ মজুমদার, বি এল, উকীল হাইকোর্ট, ৪২নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৬৬। " সুরেন্দ্রকুমার রায় বি এ, ১নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৬৭। শ্রীযুক্ত আনন্দময় মিত্র, ৩২নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৬৮। „ পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, ২।৭নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

২৬৯। „ দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, ৬নং রাজাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৭০। „ জিতেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ২।৭নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৭১। „ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (খ) ১০৭নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৭২। „ নগেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক, ২নং শিবশঙ্কর মল্লিকের লেন, শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

২৭৩। „ গুণেন্দ্রনাথ রায়, ৬নং রাজাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৭৪। „ লাড়লীমোহন ঘোষ, ১নং হারিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৭৫। „ মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, কাশীপুর।

২৭৬। „ বিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাশীপুর।

২৭৭। „ কুমার সত্যবাদী ঘোষাল, কাশীপুর।

---

২৭৮। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি ন্যায়লঙ্কার এম, এ, ২২নং নিয়োগী-পুকুর ওয়েষ্ট লেন, তালতলা, কলিকাতা।

২৭৯। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সরকার, ডাক্তার, ৫৩নং শাঁখারীটোলা লেন, কলিকাতা।

২৮০। „ অতুলকৃষ্ণ দত্ত, এম, ডি, ডাক্তার, ৮৯নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট।

২৮১। „ অমৃতলাল দে, বি, এল, উকীল, ৪০নং দর্জ্জীপাড়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

২৮২। „ নবীনচন্দ্র দাস এমএ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, চট্টগ্রাম।

২৮৩। „ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, এমএ, „ „ ফরিদপুর।

২৮৪। „ অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত বি, সি, এস, এক্‌ষ্ট্রা আসিষ্টাণ্টকমিসনার, হোসেঙ্গাবাদ সি, পি।

২৮৫। „ নন্দলাল বাগচী, বি এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তমলুক।

২৮৬। „ রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ; বি, এল; উকীল ময়মনসিংহ।

২৮৭। „ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এম্ এ; ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ।

২৮৮। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৪নং কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, পঞ্চাননতলা, হাবড়া।
২৮৯। " গোপালচন্দ্র মিত্র এল, এম, এস্, ব্যাটরা, হাবড়া।
২৯০। " রাজা সার্ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কেটি, সি, আই, ই, হরকুমার ভবন, পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী, কলিকাতা।
২৯১। " যশোদানন্দন প্রামাণিক এম, এ, বি এল্, উকীল, হাইকোর্ট, ৩৮নং মথুরায়ের লেন, কলিকাতা।
২৯২। " নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, ভাগলপুর।
২৯৩। " হেমচন্দ্র সরকার, এম এ, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ।
২৯৪। " কালিদাস মল্লিক, এম এ, অধ্যাপক, বর্দ্ধমান কলেজ।
২৯৫। " সুরেশচন্দ্র সেন, ডেপুটীকালেক্টর, বালেশ্বর।
২৯৬। " ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম এ, অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হুগলী কলেজ।
২৯৭। " বরদাচরণ চক্রবর্ত্তী, ভস্তর গ্রাম পোঃ রূপদী, ঢাকা।
২৯৮। " কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক, রাজসাহী কলেজ।
২৯৯। " ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি এল, উকীল ভাগলপুর, পাণ্ডুয়া।
৩০০। " অম্বিকাচরণ গুপ্ত, ১৯নং গঙ্গাধরবাবুর লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
৩০১। " জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, নোয়াখালী
৩০২। " মধুসূদন রাও, হেডমাষ্টার ট্রেনিংস্কুল, কটক,।
৩০৩। " রমেশ চন্দ্র দাস ডেপুটি কলেক্টর, বীরভূম।
৩০৪। " কুমুদচন্দ্র দাস গুপ্ত, ডেপুটি কালেক্টর, ময়মনসিংহ।
৩০৫। " বিপিনবিহারী দাস গুপ্ত, বি এল, মুন্সেফ, লক্ষীপুর নোয়াখালী
৩০৬। " গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ মেদিনীপুর।
৩০৭। " শ্যামাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী কালেক্টর, দিনাজপুর।
৩০৮। " শরচ্চন্দ্ররায়, বিএল, উকীল, রাজসাহী।
৩০৯। " ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এমএ, সি, এস্; বিএল, কলেক্টর, বাঁকুড়া।
৩১০। " শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তরপাড়া।
৩১১। " মহেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডেপুটী কলেক্টার, কানপুর।

৩১২। শ্রীযুক্ত নয়নরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, বাঁকুড়া।
৩১৩। ,, কুমার রামেশ্বর মালিয়া জমীদার, শিয়ারশোল রাজবাটী।
৩১৪। ,, রায় রোহিণীকুমার চৌধুরী, জমীদার, কীর্ত্তিপাশা, বরিশাল
৩১৫। ,, রাজবিহারী দাস, লোনসিংহ, ফরীদপুর।
৩১৬। ,, কৃষ্ণনারায়ণ ভৌমিক, বিদ্যারঞ্জন, গুণাইগাছা, পাবনা।
৩১৭। ,, যজ্ঞেশ্বর ঘোষাল, কামারহাটী, এঁড়েদহ।
৩১৮। ,, রাধানাথ রায়, স্কুল ইন্সপেক্টার, বর্দ্ধমান।
৩১৯। ,, যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১১।১ শ্রীদামমুদীর লেন, দর্জ্জিপাড়া,
কলি

৩২০। ,, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চুঁচড়া হুগলী।
৩২১। ,, রাজীবলোচন দাস, মহাজন, মৈনা, কানাইবাজার,শ্রী
৩২২। ,, সুরেন্দ্রনাথ গুহ, বি এল, মুন্সেফ, সাতক্ষীরা।
৩২৩। , ধনকৃষ্ণ সেন, ৫৬নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাত
৩২৪। ,, মন্মথনাথ দে, বি এল, উকীল, বাঁকীপুর।
৩২৫। ,, সতীশচন্দ্র রায়, এম এ, ১৭নং মদনমিত্রের লেন, সিমলা।
৩২৬। ,, জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিএ, ১৭ মদনমিত্রের লেন, সিমলা
৩২৭। ,, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ৫৩নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩২৮। ,, রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, জমীদার, উত্তরপাড়া।
৩২৯। ,, যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ, ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট, দিনাজপুর।
৩৩০ ,, কৃষ্ণচন্দ্র দে, এম, এ, সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ, কাশী।
৩৩১ মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঙ্গলী সম্পাদক, ৬১নং
নিয়োগীপুকুর ইষ্টলেন, তালতলা, কলিকাতা
৩৩২। ,, রায় শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই বাহাদুর, ৮৬।২নং জানবাজার
ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৩৩। ,, দেবকিশোর মুখোপাধ্যায় এম এ, ১১নং বাবুরাম শীলের
লেন বহুবাজার।
৩৩৪। ,, মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১।২নং দুকিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা।
৩৩৫। ,, নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩০নং চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেন,
ভবানীপুর, কলিকাতা

৩৩৬। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ সিংহ, এম এ, ভাগলপুর।
৩৩৭। „ অমৃতলাল রায়, হোপ সম্পাদক, ২১নং জেলিয়াটোলা লেন।
৩৩৮। „ বরদাকান্ত সেন গুপ্ত, ১৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৩৯। „ শ্যামাধব রায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আলীপুর।
৩৪০। „ দুর্গাদাস লাহিড়ী, ১১নং শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা।
৩৪১। „ লক্ষ্মীনারায়ণ রায়, কবিরাজ, ৭নং কাসারী পাড়া।
৩৪২। „ কুঞ্জলাল রায়, ২।১নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৩৪৩। „ অশ্বিনীকুমার দাস, বি এ, ২৪নং বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
৩৪৪। „ ভূপেন্দ্রনাথ দে, এম, এ, ৩৬নং বাঞ্ছারাম অক্রূরের লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।
৩৪৫। „ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, দৈনিক সমাচার সম্পাদক, ৫নং রামহরি ঘোষের লেন, কলিকাতা।
৩৪৬। „ নরেন্দ্রনাথ সেন, ইণ্ডিয়ান মিরার সম্পাদক, ২৭নং মট্‌স্‌লেন।
৩৪৭। „ শ্যামাচরণ মিত্র ৭৩।১।২ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, চোরবাগান, কলিঃ।
৩৪৮। „ কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ ১০নং বাহির মির্জ্জাপুর রোড, কলিকাতা।
৩৪৯। „ কুমার বসন্তকুমার রায় বাহাদুর, ৭৪নং লোয়ারসার্কুলার রোড।
৩৫০। „ অবিনাশচন্দ্র বসু, এম, এ, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বর্দ্ধমান।
৩৫১। „ লোকেন্দ্রনাথ পালিত, সি, এস, জজ, যশোহর।
৩৫২। „ বিহারীলাল গুপ্ত সি এস, লিগাল রিমেমব্রান্সার, হাইকোর্ট।
৩৫৩। „ উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সিভিলসার্জ্জন, বাকুড়া।
৩৫৪। „ প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, আমুলিয়া, রাণাঘাট।
৩৫৫। „ তারকনাথ বিশ্বাস, সাবরেজিষ্ট্রার, জাহানাবাদ, হুগলী।
৩৫৬। „ ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, ১২নং রামধন মিত্রের লেন।
৩৫৭। „ নারায়ণচন্দ্র সেন, বি, এল, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কান্দী।
৩৫৮। „ পূর্ণচন্দ্র সরকার, বি এল, মুন্সেফ, চট্টগ্রাম।
৩৫৯। „ বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়, ৭৯।১ হারিসন রোড।
৩৬০। „ বেণীমাধব কাব্যতীর্থ, তারকেশ্বর মোহান্তের চতুষ্পাঠী তারকেশ্বর, হুগলী।
৩৬১। „ গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, গরীবপুর; যশোহর।

( "খ" পরিশিষ্ট। )

FROM

# Raya Yatindra Nath Chowdhury M.A., B.L.,

*Secretary, Bangiya Sahitya Parishad.*

To

# The Secretary to the Government of Bengal,

*General Department, Education.*

SIR,

1. On behalf of the BANGIYA SAHITYA PARISHAD, I beg leave to submit this representation, for the consideration of His Honor the Lieutenant-Governor of Bengal.

2. The Bangiya Sahitya Parishad is a literary association, established on the 23rd July, 1893, chiefly for the improvement of the Bengali Language and Literature, and it includes amongst its members many of the best writers in Bengali and other leading members of the native community of Bengal.

3. At a meeting of the Parishad held on the 16th July 1899, a Sub-Committee, consisting of the members named in the margin, was appointed in view of the Resolution of the Government of Bengal, General Department, Education, dated Darjeeling, the 1st July 1899, and No. 1921 (by which the Government was pleased to invite any one, who might desire to do so, to submit to Government on or before the 1st of October, 1899, any criticisms, he had to make on the proposals before Government, for the reform of the system of Vernacular Education in Bengal) to consider and report on the Scheme of Education,

Babu Dwijendra Nath Tagore, Hon'ble Justice Guru Das Banerjee M. A., D. L., A. M. Bose Esq. Babus Sarada Charan Mitra, M.A. B.L., Sarada Ranjan Ray M.A. Umes Chandra Dutt B.A. Hon'ble Dr. Ashutosh Mukerjee M.A., D.L., Babus Amrita Lal Bose, Hirendra Nath Dutt M.A., B.L., Sivaprasanna Bhattacharyya B. L. Nagendranath Bose, Mati Lal Ghosh, Panchkari Banerjee, B. A., Byomkesh Mustaphi and Raya Yatindra Nath Chowdhury M.A., B.L.

formulated by the Committee of Experts, presided over by the Director of Public Instruction, Bengal. The Sub-Committee held several meetings and drew up a Memorial which, after circulation among the members, was adopted by the Parishad at a special meeting held on the 28th September, 1899, and is now submitted to you.

4. The Parishad feels deeply grateful to the Gevernment for having taken action for the purpose of reforming the present system of Vernacular Education, which stood in urgent need of reform and it is a matter of great congratulation to the Parishad that the Scheme, formulated by the Committee appointed by the Government, is, to some extent, based on the lines indicated by the Parishad in its memorial to the Director of Public Instruction, dated the 16th December, 1896. At the same time the Parishad begs leave to observe that, having regard to the importance of the work entrusted to it, it would have been more desirable, if the Government had made the Committee more representative in its character and instructed it to call for the opinion of the educated public of Bengal, especially of those, who are interested in the subject of Vernacular Education.

5. While generally agreeing with the principles laid down by the Committee, the Parishad ventures to differ from the Committee in matters of detail and begs to offer certain criticisms in respect thereof.

6. In framing its Scheme, the Committee seems to have kept mainly in view the agricultural population of those provinces and does not seem to have paid sufficient attention to the needs of the pupils, belonging to the higher castes, who avail to a large extent of the system of Vernacular Education. The fact is that in Town Schools as well as in Schools in the remotest Villages, pupils, belonging to the higher castes are sent in large numbers to the Lower Primary and the Upper Primary Schools and in still larger numbers to the Middle Schools. The major portion of the school-going population is made up of higher caste pupils, who are not agriculturists at

all and who belong to what is called the "Bhadralok" class. The systsm of Vernacular Education, therefore, should be such that it may prove suitable to the pupils belonging to the higher castes, (who for the most part make use of the Primary and Middle Schools as stepping-stones to pass on to the High English Schools, recognised by the Senate of the University of Calcutta) as well as to the pupils belonging to the agricultural population, whose Education does not proceed further than the Upper Primary stage and except in very few cases, beyond the Middle Vernacular stage. The Parishad ventures to think that the Scheme, formulated by the Committee, seems to have been framed on the assumption that the pupils, who avail themselves of Vernacular Education, do not intend to prosecute their studies further than the Middle Vernacular standard.

7. The Parishad thinks that, in order that the system of Vernacular Education may yield the largest benefit to all classes of the community, it is necessary that it should be such that it may assimilate itself with the system of education in vogue in High English Schools. This may be done in either of two ways or perhaps better, by a combination of both : viz, by introducing the teaching of English as a second language in higher classes of all Middle Vernacular Schools or by assimilating the standards for the different classes in High English Schools, below the third, with those of the different classes, of Middle Vernacular Schools, English being taught in the former, as in the case of Middle English Schools, as a second language. In this connection I venture to quote from the report of the Officiating Director of Public Instruction, Appendix A. pp. 143 and 144, for 1871-72, an extract from an opinion recorded by the late Babu Bhudev Mukerjee, C. I. E, a High Educational Officer under Government, of vast experience : **"I have always thought that it would be an improvement in the schools, if the medium of instruction in such subjects as Geography, History, Mathematics &c., were the Vernacular and not English. In these, as in the Middle-Class English Schools, English should be taught as a language only."**

8. The Parishad begs to draw attention to the fact that, one by one the avenues of employment, open to Middle Vernacular Scholars, have been closed,—a step which has proved detrimental to the cause of Vernacular Education. Such Scholars cannot now join the Medical Schools, nor can they go up for the Muktearship Examination. It is, therefore, of the utmost impartance, that facilities should be provided for them, to pass on to the High English Schools and follow up their Vernacular Education imparted in English Schools, recognised by the Senate of the Calcutta University. These facilities, in the opinion of the Parishad, may best be provided, by giving effect to the suggestion, contained in the next preceeding paragraph.

9. The Parishad fails to see, why the improved system of education, formulated in the Committee'e report, the introduction of which is designed more to develop the minds of the boys than to practise and strengthen their memories and which is expected to lead to a harmonious and complete development of the whole of the pupils' faculties and to their general enlightenment and intellectual expansion, should be confined within the narraw limits of Vernacular Schools and why that system should not be introduced into High English Schools, from which candidates for University Honours are recruited in large numbers. The Parishad can well understand that the Committee, which was appointed to submit proposals for remodelling the existing system of Vernacular Education in Bengal, did not fell itself probably called upon to offer any criticism of the system of education in vogue in High English Schools or submit any proposal for the impovement thereof, but now that Government has accepted the principles, enunciated by the Committee, as sound and practicable ones and calculated to lead to the harmonious and complete development of the student's mind, the Parishad ventures to submit, for the careful consideration of the Government, the claims of the school-going population, receiving their education in High English Schools, who for the most part belong to the higher classes.

10. The Parishad further begs to observe that, having regard to the opposition that the proposed Scheme has evoked in the country, inevitable result of giving effect to the Scheme only in respect of Vernacular Education, without at the same time extending its operation to the High English Schools will be, that the system will be evaded by converting Middle Vernacular Schools into Middle English Schools or (in case the system should be enforced in the last named schools also,—a point, which is not clear from the report of the Committee) into High English Schools, and the effect of this will be that the scope and extent of Vernacular Education will be considerably narrowed.

11. The Parishad ventures to think, that in the proposed scheme the importance of Literature as distinguished from Science has been ignored. The Parishad is aware that there is room for considerable difference of opinion, as to the respective merits of a Scientific as opposed to a Literary education. The Parishad, however, begs leave to observe that, inasmuch as the human mind is not made up of intellect alone but that emotion has an important part therein and inasmuch as the study of Literature is more calculated to develop, purify and strengthen the latter than a system of mere Scientific education, the proposed Scheme, in so far as it underrates the importance of Literature as a subject of study, is open to adverse criticism.

12. With the view of supplementing the general observations hereinbefore made, I now proceed to a detailed criticism of the proposed Scheme.

13. (*a*) For the Middle Vernacular Examination, it is proposed to prescribe a Literature book, for the 5th and 6th standards of Middle Vernacular Schools, of 150 pages inclusive of 50 pages of poetry which is to include Grammar and Composition. The Parishad ventures to think that, having regard to the importance to students of the teaching of Grammar, not only as a means of mental discipline, but as a valuable aid to the writing and speaking of the language correctly, a separate Text-book in Grammar should be prescribed, consisting of

about 50 pages and containing the simpler rules on "Sandhi," "Karak," "Samas," "Taddhita." "Kridanta," &c.

(b) That History and Geography, instead of being taught by a single Reader written on the model of Sir W. Lee-Warner's "Citizen of India," should be taught by separate Text-books, as in the system of Vernacular Education prevalent in the Central Provinces which has met with the Committee's approval. In the opinion of the Parishad, the Historical Text-book should contain a connected account of the History of India and the Geographical Text-book should give the students a general knowledge of the four quarters of the Globe and a special knowledge of India.

(c) The Parishad is further of opinion, that regard being had to the fact, that students reading in the Middle Vernacular Schools (the 5th and 6th standards) mostly belong to the upper classes, manual training, viz., bamboo-work and wood-work, which are occupations appropriated to some of the lower castes, should be omitted altogether and its place taken by drawing, which forms a part of the curriculum of the Middle Vernacular course, as being fitted to develop the power of the hands and the eye. In this connection, Government will be pleased to consider, whether, in order to meet the opposition, that the proposed inclusion of manual training in the curriculum in the form proposed by the Committee, viz., of leaf-manipulation, basket-weaving, string-weaving and bamboo-work, is likely to evoke, and has already evoked it would not be advisable to substitute, for such occupations, other occupations, such as paper-folding &c. which are more suited to the social ideas and prejudices of the higher castes.

(d) It should be further considered whether, having regard to the fact, that the subordinate officers of Zemindars and Mahajans are mainly recruited from the class of people whose education terminates with the Middle Vernacular Examination, Zemindari and Mahajani Accounts should not form a part of the curriculum for this Examination.

**14.** For the Upper Primary Examination, it is proposed

to prescribe one single Reader for the purpose of teaching History, Geography and Literature (prose and poetry). The Parishad ventures to think that a separate Text-book on Literature, should, as in the Middle Vernacular Examination, be prescribed and that instead of compressing History and Geography into one Reader, two separate Text-books (the Historical Book containing a connected account of the History of Bengal and the Geographical Book giving the student a general knowledge of Asia and a special knowledge of Bengal) should be prescribed, as suggested before, in the case of the Middle Vernacular Examination. Elementary principles of Grammar should also be prescribed for the students who would go up for the Upper Primary Examination. They may not read a separate Text-book on Grammar but a certain portion of the book prescribed for the Middle Vernacular Examination may be taught in the Upper Primary class.

15. The Science Primer now proposed to be prescribed for the Lower Primary Examination, should be replaced by a Reader to consist partly of moral lessons and partly of lessons on scientific subjects as recommended by the Committee appointed by the Government; and the entire book is to be treated as a Literature book and taught as such.

16. The introduction of Kindergarten and Object Lesson teaching in the infant class of the Lower Primary Schools and of Object Lessons in the 1st and 2nd standards of the Primary Schools, is an innovation of far-reaching consequence and if successfully carried out, cannot fail to prove of the greatest benefit to the pupils, for whom they are intended. At the same time the Parishad is bound to observe that, unless the necessary means are adopted to insure the success of the proposed Scheme in this respect, it would prove worse than useless. The Parishad is persuaded that the Gurus, now in charge of Lower Primary Schools, who are, for the most part, recruited from a class, possessing very indifferent education, would be wholly incompetent to teach after the Kindergarten method or to give Object Lessons to their pupils, even with the help

of the proposed Teachers' Manuals. The success of the proposed Scheme will largely depend on the "personnel" of the teachers and the Parishad has grave misgivings as to whether the necessary preliminaries, suggested in the 18th paragraph of the Committee's Report, would be at all adequate for the purpose and the Parishad is convinced that in order to insure the successful working of the Scheme, it would be necessary to open a large number of Training Schools in convenient centres, which may be availed of by intending Gurus in large numbers and to provide better prospect and higher emoluments to attract a better class of men than are at present available to undertake the duties of Gurus in Lower Primary Schools. The Parishad therefore suggests that the proposed system of Kindergarten and Object Lesson teaching should at first be confined to some Schools at some convenient centre, which should be fully equipped for the purpose by the Government. Unless the Government should be prepared to make a large outlay on Vernacular Education than it does at present, it will not be possible to give effect to the proposed system in a large number of schools, at least for some years to come. It should further be borne in mind that, in Bengal, the number of Aided and Stipendiary Schools, which may be said to be under the control of the Government, is only 13·8 per cent. of the total Vernacular Schools, whereas the Unaided and Non-stipendiary Schools, over which the Education Department can exercise but a loose sort of control, make up the residue. Silent opposition is expected from the promoters of these last mentioned schools and the effect of the enforcement of the Scheme may be to drive these men to sever the connection of their schools with the Lower Primary System altogether. And having in view the fact that the 26,866 Non-Stipendiary Schools in Bengal received from the Government and the Boards, altogether Rs. 3,42,908, in 1897-98, an average of Re. 1 per month, per school, the contingency, I have just suggested, is not so unlikely as it may seem at first sight. It is therefore necessary that public opinion should be enlisted on the side of the pro-

posed modification and this can best be done by proving the success of the Scheme in a few advanced and selected schools, Instead of introducing the Scheme all at once in all the 47,500 schools in Bengal.

17. In the opinion of the Parishad the time, allowed by the Committee for the introduction of the new Scheme, under which the first examination for scholarships under the revised standard would be held in 1902, inadequate. So far as the Lower Primary Examination is concerned, there can be no objection to the Scheme, as suggested above, being introduced in 1903; but as the system proposed is a graduated one and leads from stage to stage, from the Lower Primary through the Upper Primary to the Middle Vernacular stage, an examinee, who was not been brought up under the new system and who has not mastered the Text-books for the Lower Primary Examination, cannot be expected to go up for the Upper Primary or Middle Vernacular Examinations with any reasonable chance of success in 1902. To take one instance, how is a candidate, in the Middle Vernacular Examination in 1902, to answer questions on Botany, set from the more advanced Science Reader appointed as Text-book for that Examination, when he has not read Botany in previous years in the 1st to the 4th Standards. The Parishad therefore suggests that the Scheme should be introduced in 1904 for the Lower Primary, in 1906 for the Upper Primary and in 1908 for the Middle Vernacular Examination.

18. As to the method suggested by the Committee of procuring the class of Text-books required, the Parishad thinks that instead of Government giving a guarantee that no changes would be made in the books for a certain time, namely for five years, as proposed by the Committee, (which would give monopoly to one auther for five years and thus put a check to healthy competition) the system now in force in this respect should be followed, that is to say, the Government should notify publicly the Text-books, required for the different classes of schools and invite authors and publishers to submit works, for

approval of the Central Text-book Committee or some other. Committee, appointed by the Government. The Committee would approve of such books as in its opinion may seem fit to used as Text-books for the several examinations, instead of accepting one single book as the very best and rejecting all the rest. The rest would be left to competition as now. The Parishad thinks that in this way a better class of Text-books and a larger number of them would be available than under the system proposed by the Committee.

19. The Parishad lastly prays, that the Government will be pleased to take the above observations into its favourable consideration, before taking action upon the proposals made by the Committee.

The B. S. Parishad Office.<br>106-2 Grey Street,<br>The 30th September, 1899.

I have the honour to be,<br>Sir,<br>Your most obedient servant,

(Sd.) YATINDRA NATH CHOWDHURY,<br>*Hony. Secretary, B. S. Parishad.*

( "গ" পরিশিষ্ট। )

FROM

## Raya Yatindra Nath Chaudhuri M.A., B.L.

*Secretary, Bangiya Sahitya Parishada,*<br>CALCUTTA.

To

## The Secretary to the Government of Bengal,

*Financial Department,*

SIR,

The "Bangiya Sahitya Parishada" or the Academy of Bengali Literature, is an Assocition founded in Calcutta in the year 1893, by a body of educated gentlemen of Bengal, to im-

prove and encourage Bengali Literature. As a means to this end, the Association under-takes to publish new literary works a Grammar and Dictionary of the Bengali language, Bengali Translation of valuable and useful books from other languages, to collect and edit ancient poetical works, to publish dissertations on Philosophy, Science, History, Poetry and other subjects of general literature, and to conduct and edit a periodical journal in Bengali. Since its establishment, the Association has been trying to the best of its power, to accomplish those objects.

One of the various duties of the Association has been to seek to assist eminent men of science and literature in these provinces, who have fallen into pecuniary difficulty. The Assocation therefore begs most humbly to approach the Government with a representation for help, on behalf of Babu Hem Chandra Banerji, the late Senior Govenment Pleader of the High Court and celebrated Bengali poet, who is and will continue to be widely known all over the country for the genuine and exceptional excellence of his poems. This old gentleman has now grown blind and is at present devoid of any means to support himself and his family. During his early days of prosperity, he devoted most part of his income to the cause of charity and his generous heart and benevolence have, I am afraid, been the cause of his present distress.

It will not be out of place, if the Association takes the liberty of referring to the reply, which the Hon'ble Mr. Baker was pleased to give to the proposal that was made, at the meeting of the Council of His Honour the Lieutenant Governor, held on the 15th of April 1889, by the Hon'ble Raja Sasi shekharesvar Roy Bahadur of Tahirpur. The Hon'ble Raja Bahadur proposed to the Council, that a monthly "pension or honorarium" be granted by the Government of Bengal to Babu Hem Chandra Banerji, an eminent poet of Bengal, as a mark of its appreciation of his life-long devotion to the cause of Bengali Literature. In reply to the proposal of the Hon'ble Raja Bahodur, as published in the "Calcutta Gazette' of the 17th

of May 1899, the Hon'ble Mr. Baker was pleased to observe "if at any time, any conspicuously deserving case of the kind (namely that of a distinguished Bengali Scholar or poet) were brought forward, I fell sure, it would receive the sympathetic consideration of my Hon'ble friend Mr. Finucane."

In expressing the humblest thanks and most heart-felt and sincere gratitude of the Association, for the kind and hopeful assurance of Government quoted above, the Association humbly begs, to bring formally to the kind notice of the Government of Bengal, the case of Babu Hem Chandra Banerji, who, as stated above, is old and blind and is almost without any means of subsistence and thinks that regard being had to his eminent services to the cause of the modern Bengali Poetical Literature, he (the poet) richly deserves State patronage by the grant of a fixed monthly "pension or honorarium." We understand that it is a practice in England and other civilized and advanced countries of the West, to accord State encouragement to men of Literature and Science for their eminent services in their respective department of learning and such a benevolent measure, if adopted here, will be gratefully acknowledged and the ties of affection, gratitude and loyalty, which bind the people to their rulers, will be drawn closer.

The Association therefore most humbly prays that the Government of Bengal may be graciously pleased to take into its kind consideration Babu Hem Chandra Banerji's case and settle upon the blind poet a monthly "pension or honorarium," so as to enable him to pass the few remaining days of his life in comprative peace of mind.

I have the honour to be,

Sir

Your most obedient servant,

DATED, CALCUTTA,
*The 30th of August, 1899.*

YATINDRA NATH CHOWDHURY.

*Hony. Secy. B. S. P.*

"গ ১।" পরিশিষ্ট।

No. 657 T. G.

GENERAL DEPARTMENT.

FROM

E. LISTER Esqr. C. S.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

To

BABU HEM CHANDRA BANERJI.

Dated, Darjeeling, the 20th June, 1900.

Sir.

I am directed to inform you that Her Majesty's secretary of state for India has been pleased, on the recommendation of the Indian Government, to grant you, with effect from the 1st January, 1900, a pension of Rs 25 per mensem, in consideratiou of your literary merits and distressed circumstances. I am to request that you will be good enough to intimate to this office the name of the Treasury at which the pension should be paid.

I have &c.

(Sd.) E. Lister.

Under-Secretary.

No 658, T. G.

Govt. rder No 958 T.G. of 30th June 1900 } Copy forwarded to the Secretary Bangiya Sahitya Parisad, for information with reference to his memorial dated 30th August 1899.

Darjeeling, General dept, Miscellaneous Branch. The 20th June 1900. } By order of the Lieutenant Governor of Bengal,

Sd. E. LISTER.

Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

"খ" পরিশিষ্ট।

# বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

## ভাষা ও ব্যাকরণ-সমিতির প্রশ্নাবলী।

---

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়ন করিবার প্রণালী নির্দ্ধারণ।

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সন্ধির নিয়মগুলি রাখা সঙ্গত কি না? কোন্ কোন্ স্থলে ঐ সকল নিয়মের অবলম্বন এবং কোন্ কোন্ স্থলে উহার অতিক্রম করা বিধেয়?

(২) সমাস, কারক, তদ্ধিত, স্ত্রীত্ব প্রভৃতির যে সকল নিয়ম এখনকার ব্যাকরণে প্রচলিত আছে, বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ, সংগঠন ও ক্রমবিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তৎসমুদায়ের কিরূপ পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত?

(৩) যে সকল সংস্কৃত শব্দের সহিত অসংস্কৃত শব্দের সংযোগ আছে, তৎসমুদায়ে সমাসের নিয়ম রাখা সঙ্গত কি না? যেমন পিতাঠাকুর বা পিতৃঠাকুর ইত্যাদি।

(৪) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থাবলীর অনেক স্থলে, 'তিনি অমুক *বিষয় অমুকের হস্তে সমর্পিত করিয়াছেন*'; '*অমুক বিষয় অমুককে প্রদর্শিত করিয়াছেন,*' ইত্যাদির প্রয়োগ আছে। কর্ত্তৃবাচ্যে সকর্ম্মক ক্রিয়াগুলির এই রূপ প্রয়োগ উচিত কি না? এ বিষয় বাঙ্গালা ভাষায় কিরূপ নিয়ম থাকা আবশ্যক?

(৫) বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বত্র সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বিধেয় কি না? বাঙ্গালায় অনেক সংস্কৃত শব্দ অসংস্কৃতভাবে প্রয়োজিত হয়। যেমন 'শ্রীমানের,' 'শ্রীমানগণ,' 'বিপদসাগর' ইত্যাদি। আবার 'বিপৎপাত' প্রভৃতি সংস্কৃতনিয়মানুযায়ী শব্দের প্রয়োগও আছে। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন নিয়মনির্দ্ধারণ আবশ্যক কি না? কি কি প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিলে ভাষা পরিস্ফুট, শ্রুতিমধুর ও সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারে?

(৬) বাঙ্গালা বর্ণমালায় দুইটা "ব"কার আছে, কিন্তু সংস্কৃতের "ব"কারের ন্যায় বাঙ্গালায় এই দুই "ব" চিনিয়া লইবার কোন নিদর্শন নাই। কোন্ স্থলে কোন্ "ব"কার হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে বাঙ্গালায় কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। "ব"কারদ্বয়ের উচ্চারণ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে দৃষ্টি না থাকাতে এখন বাঙ্গালায় "ভ" ইত্যাদি "ভি"র উচ্চারণ হইতেছে, যেমন 'গভর্ণমেণ্ট' 'ভিক্টোরিয়া,'

'প্রিভিকৌন্সিল' ইত্যাদি। এ স্থলে কিরূপ প্রণালী অবলম্বন আবশ্যক? বাঙ্গালায় দুইটী "ব"কারের পার্থক্য রাখা উচিত কি না? উচিত হইলে "ব"কারের বিভিন্নতাজ্ঞাপক কিরূপ নিদর্শন রাখা কর্ত্তব্য? স্বর্গীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নামের অক্ষরান্তর প্রসঙ্গে এ বিষয়ে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অবলম্বনীয় কি না?

(৭) বাঙ্গালায় স্থলবিশেষে তদ্ধিতের ইন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির বর্ণবিন্যাস ভিন্নরূপ দেখা যায়। যেমন 'কর্ম্মচারিগণের,' 'কর্ম্মচারীদিগের,' 'হস্তিদ্বারা' বা 'হস্তীদ্বারা' ইত্যাদি। এরূপ শব্দের বর্ণবিন্যাস সর্ব্বত্র একরূপ হইতে পারে কি না? 'মনস্,' 'তেজস্,' 'হস্তিন্' প্রভৃতি শব্দগুলি বাঙ্গালায় মন, তেজ, হস্তী প্রভৃতি রূপে ধরিয়া বলিতে পারা যায় কি না? বাঙ্গালায় 'সতেজাঃ' না লিখিয়া 'সতেজ' লেখা হয়, আবার 'মনবৃত্তি,' 'মনতত্ব,' 'মনকষ্ট' প্রভৃতির পরিবর্ত্তে 'মনোবৃত্তি' 'মনস্তত্ব' ও 'মনঃকষ্ট' প্রভৃতি লিখিত হইয়া থাকে। এ স্থলে বাঙ্গালা ব্যাকরণের কিরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক?

(৮) বাঙ্গালার বর্ণমালাগুলি কমাইবার কোন হেতু আছে কি না? অনেক বাঙ্গালা কথা বিস্তৃতভাবে না লিখিয়া সংক্ষিপ্তভাবে লেখা যাইতে পারে, যেমন 'খই, মই, বই' (ব্যতীত) স্থলে 'খৈ, মৈ, বৈ' ইত্যাদি। ভাষার অবস্থানুসারে এই সকল বিষয় এক ভাবে চলিতে পারে, তৎসম্বন্ধে কি নিয়ম প্রশস্ত?

(৯) বৈদেশিক শব্দগুলির বর্ণবিন্যাস একরূপ হয়, তদ্বিষয়ে কোনরূপ নিয়ম করা সঙ্গত কি না? যেমন 'শিলিং' কথা কেহ কেহ "ং" অনুস্বার দিয়া, কেহ কেহ "ঙ্গ" দিয়া, কেহ কেহ বা "ঙ" দিয়া লিখিয়া থাকেন। এক ভাষায় এরূপ বিভিন্ন বর্ণবিন্যাস থাকা সঙ্গত নয়। ঈদৃশ স্থলে কি করা উচিত?

(১০) প্রদেশবিশেষে উচ্চারণভেদে প্রাদেশিক শব্দগুলির বর্ণবিন্যাস বিভিন্ন দেখা যায়। এক অঞ্চলের লোক প্রথাদিতে "এঁটেল" "গুঁড়া" প্রভৃতি ব্যবহার করেন, অন্য অঞ্চলের লোক চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার করেন না। এ সকল বিষয়ে কি প্রণালী অবলম্বনীয়?

(১১) শব্দ ও ধাতুর উত্তর বিভক্তিযোগ স্থলে কতদূর সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম পালন করা উচিত? বাঙ্গালায় কয়টী কারক থাকা আবশ্যক? স্বতন্ত্র বাঙ্গালা ধাতু স্বীকার করা উচিত কি না? ঐ ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় হইতে পারে কিনা?

ভাষা ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে পরিষদের যে শাখাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার অধিবেশনে আপাততঃ এই সকল প্রশ্ন নির্দ্ধারণ করা গিয়াছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া পাঠাইবেন। ভাষার উৎকর্ষসাধন ও ব্যাকরণের প্রণয়ন সম্বন্ধে অন্য যে সকল বিষয় আপনার মতে প্রশস্ত বোধ হয়, তৎসমুদায়ও অনুগ্রহপূর্ব্বক পত্র-প্রাপ্তির এক মাস মধ্যে লিখিয়া জানাইবেন।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত

ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতির সম্পাদক।

---

"ঙ ১।" পরিশিষ্ট।

২। ভাষা ও ব্যাকরণ সমিতির প্রশ্নাবলীসম্বন্ধে

প্রেরিত পত্রের মতামতের সার সঙ্কলন।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ সম্বন্ধে সমিতির সদস্য মহাশয়দিগের নিকটে কতকগুলি প্রশ্ন পাঠান গিয়াছিল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে এবং শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ কেবল এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃষ্ণকমল বাবুর মতে উল্লিখিত বিষয়ে এখনও নিয়ম-নির্দ্ধারণের সময় উপস্থিত হয় নাই। "বাঙ্গালাতে যে সকল স্থায়ী ও কীর্ত্তিশালী লেখক জন্মিয়াছেন ও জন্মিবেন, তাঁহাদিগের নিজ নিজ অভিরুচিদ্বারাই ঐ সকল বিষয়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। এখনও তাদৃশ লেখকের সংখ্যা এত অধিক হয় নাই যে, তাঁহাদিগের রচনা হইতে সেই ব্যবস্থা উদ্ধার করা যাইতে পারে।" ইহার পর কৃষ্ণকমল বাবু লিখিয়াছেন—"মনে করুন, যদি কেহ 'বিদ্বান্‌গণ' না লিখিয়া, বাঙ্গালাতে "বিদ্বদ্‌গণ" লেখেন, তবে তিনি অস্থান-পাণ্ডিত্য (প্যাডান্টি) দোষে দোষী হইবেন। কিন্তু তা বলিয়া 'বিদ্বজ্জনসমাজ' এ প্রকার শব্দ-বিন্যাস বাঙ্গালা ভাষা হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হওয়া উচিত, ইহা সাহসপূর্ব্বক বলা যায় না। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধ হয়, ভাষা-সম্পৃক্ত অনেক ব্যবস্থা করিবার অধিকারী হইতেছেন প্রতিভা, ব্যাকরণ নহে। যাবৎ প্রতিভা আবির্ভূত না হইয়া ভাষার প্রবাহ এক দিকে চালাইয়া দেয়, তাবৎকাল ব্যাকরণদ্বারা ব্যবস্থাপক চেষ্টা ফলবতী হইবে না।"

রাজেন্দ্র বাবুর মতে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারেই নিয়ম নির্দ্ধারণ করা উচিত। অসংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ স্থলে লৌকিক ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখা বিধেয়। এ বিষয়ে প্রয়োগ-বাহুল্যকে আদর্শ করিলেই চলে।

বীরেশ্বর বাবু প্রধানতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম রক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। তবে স্থল-বিশেষে উহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালায় সংস্কৃত ব্যাকরণের সমস্ত সন্ধিসূত্রের আবশ্যকতা নাই। কতকগুলির আবশ্যকতা আছে।" "সমর্পিত করিয়াছেন," প্রদর্শিত করিয়াছেন" প্রভৃতি লেখা তাঁহার মতে উচিত নয়। অসংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি কহিয়াছেন—"অধিকাংশ স্থলে যেরূপ নিয়ম অবলম্বিত হইয়া থাকে, সেইরূপ নিয়ম অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু 'পিতাঠাকুর' না লিখিয়া যদি কেহ 'পিতৃঠাকুর' লেখেন, তাহা হইলে তিনি ভুল লিখিয়াছেন, বলিতে পারা যায় না।" যদি সমিতি আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে বীরেশ্বর বাবু ভাষার উৎকর্ষসাধন ও ব্যাকরণ প্রণয়নসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত জানাইতে পারেন।

নকুলেশ্বর বাবু উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার ভাষাবোধ নামক ব্যাকরণ দেখিতে বলিয়াছেন। সমিতি যে সকল বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন, ভাষাবোধে তৎসমুদয়ের উত্তর আছে। নকুলেশ্বর বাবুর মতে 'পিতাঠাকুরই' বাঙ্গালা পদ। 'পিতৃঠাকুর' বাঙ্গালায় চলে না।

---

"ঙ" পরিশিষ্ট।

# গ্রন্থোপহারদাতাদিগের নামাদি।

শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বি, এল,—( ১ ) বঙ্গেশ্বর।

রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব—৮ খানি পুথি,—

( ১ ) ব্রহ্ম-পুরাণের সত্যনারায়ণের কথা, ( ২ ) নারদীয় পুরাণের অংশ, ( ৩ ) সাবিত্রী উপাখ্যান, ( ৪ ) একাদশী মাহাত্ম্য, ( ৫ ) রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড, ( ৬ ) চৈতন্য-চরিতামৃত, ( ৭ ) বাসুঘোষের নিমাই সন্ন্যাস, ( ৮ ) রাগাত্মিবেক।

৩ খানি পুস্তক,—(১) চৈতন্যচরিতামৃত, ( ২ ) শ্রীমদ্ভাগবতামৃত, ( ৩ ) Victoria Charitam. ( ৪ ) A brief Summary of the Proceedings of the Public

meeting to protest against the Calcutta Municipal Bill. (৫) Proceedings of the Public meeting on the Currencey question. (৬) The 4th Annual Report of the Committee of the British Indian Association.

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দে, বি, এল,—(১) Students History of Rajputana. (২) The Pocket Botany.

শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি, এল,—(১) বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ,—(১) প্লেগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত, (২) The Hindu Medical Writers on Plague.

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, বি, এল,—(১) প্রীতিগীতি।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন, এম, এ, বি, এল,—অদ্বৈতবাদ-বিচার (২৫ খানা)

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—৫ খানি পুঁথি ;—(১) নরোত্তম দাসের প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, (২) বৃন্দাবন দাসের বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য, (৩) লোচন দাসের সন্ন্যাস খণ্ড, (৪) অদ্বৈতের বাল্যলীলা (খণ্ডিত) (৫) বৃন্দাবনলীলা (খণ্ডিত)।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আর্য্যধর্ম্মের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সংঘাত।

শ্রীযুক্ত ললিতকৃষ্ণ বসু,—(১) কবিকঙ্কণের চণ্ডী, (বটতলার প্রাচীন সংস্করণ)

শ্রীযুক্ত ধনেন্দ্রনাথ বসু,—(১) রামপ্রসাদ, (২) নাট্যবিকার, (৩) বারবাহার, (৪) পৌরাণিক পঞ্চরং।

শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর দাস, বি, এ—(১) ষষ্ঠ বার্ষিক বিবরণ, কাশী-নাগরী প্রচারিণী সভা, (২) রাজা হরিশ্চন্দ্র।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল,—(১) আত্মবোধ।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ,—(১) লিপষ্টীক, (২) উচ্ছ্বাস, (৩) অধঃপতন।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ, বি, এল,—(১) বঙ্গীয় সমাজ।

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ,—(১) জগদানন্দ-পদাবলী ভক্তিগ্রন্থাবলী (৫ খানা)।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম, এ,—(১) সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, (২) বঙ্গভাষা ও সাধুভাষা ব্যাকরণ সারসংগ্রহ, (৩) বেদান্ত প্রবেশিকা, (৪) আত্মবিসর্জ্জন, (৫) মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব, (৬) Guide

o the transliteration of Hindu and Mahomedan names in the Bengal Army. (৭) Dictionary of Mahomedan words.

শ্রীযুক্ত রামলাল চক্রবর্ত্তী,—(১) হরি-সঙ্গীত, (২) হরি-সংকীর্ত্তন।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী,—(১) প্রীতি উপহার, (২) মালতীমালা।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুস্তফী,—(১) প্রেমগাথা।

শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ,—(১) নূপুর।

শ্রীযুক্ত রামকমল চট্টোপাধ্যায়,—(১) রবিনসন ক্রুশোর চরিত্র।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ,—(১) রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড, (২) মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী,—(১) বিবিধ-প্রবন্ধ, (২) মানব-সুহৃদ, (৩) বিনয়-পত্রিকা, (৪) রত্নপরীক্ষা, (৫) ভ্রমনিবারণ, (৬) আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান, ১ম খণ্ড, (৭) আমাদের জাতীয় বিজ্ঞান, ২য় খণ্ড।

শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়,—(১) Life of Chaitanya.

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি এল,—(১) বিদ্যাপতি, (২) পাঠমালা ১ম। (৩) ঐতিহাসিক প্রবন্ধমালা।

শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত (১) বঙ্গে সামাজিকতা।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র, হিন্দী—৮ খানি, (১) সর্পাঘাত চিকিৎসা। (২) প্রভাস-মিলন, (৩) বিদ্যাঙ্কুর, (৪) চারুপাঠ ১ম ভাগ, (৫) চারুপাঠ ২য় ভাগ, (৬) লক্ষ্মীবাই, (৭) কাশ্মীর-কীর্ত্তি, (৮) লক্ষ্মীশ্বর-চম্পু (সংস্কৃত), (৯) কলির মেয়ে ও নব্য বাবু, (১০) পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ, (১১) সন্ন্যাসী।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী—(১) বিদগ্ধপ্রণয় (২) বিদগ্ধ-জীবন।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—(১) বিবেক বিলাপ নাটক, (২) ত্রিদিব বিজয় কাব্য।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,—(১) ধ্যানভঙ্গ, (২) হঠাৎ নবাব, (৩ ... ক বাবু, (৪) উত্তর-চরিত।

...ক সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—(১) মেঘদূত, (২) বোম্বাই চিত্র।

...অক্ষয়কুমার বড়াল,—(১) কনকাঞ্জলি, (২) [illegible]।

"চ" পরিশিষ্ট।

# বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

## ১৩০৬ সালের আয় ব্যয় বিবরণ।

| আয়। | |
|---|---|
| চাঁদা আদায় | ১৬০৯৷০ |
| প্রবেশিকা আদায় | ৭৮৲ |
| পুস্তক ও পত্রিকা-বিক্রয় | ১০১।৶০ |
| এনসাইক্লোপিডিয়ার চাঁদা আদায় | ৬২॥০ |
| পুরস্কার | ১০০০৲ |
| বিবিধ আয় | ১১॥/৫ |
| কর্জ্জ | ৪৭॥৶২ |
| গ্রন্থপ্রকাশ সমিতির হাওলাত আদায় | ২৫৲ |
| ফেরত জমা | ।৶১০ |
| | ২৭৬৬।০ |

| ব্যয়। | |
|---|---|
| বেতন | ৩৬৫।৵৫ |
| বিবিধ মুদ্রণ | ১৩১৸০ |
| পত্রিকা-মুদ্রণ | ২১৩/১০ |
| পুস্তক-ক্রয় | ২৬৮৵০ |
| সরস্বতী | ১৬॥৶৫ |
| ডাকমাশুল | ১৭৬৸৵২ |
| দপ্তরী | ৩৫।৵১৫ |
| পুরস্কার | ১০০০৲ |
| বিবিধ | ২০৭৸/১০ |
| গ্রন্থপ্রকাশ সমিতিকে হাওলাত দেওয়া যায় | ২৫৲ |
| কর্জ্জ শোধ | ৪৭॥৶২ |
| গাড়ীভাড়া | ২২৲ |
| | ২২১৬৸৵১৫ |

জের
আয় [illegible]
গতবর্ষের উদ্বৃত্ত [illegible]
মোট ব্যয় [illegible]
আয় [illegible]
সেভিংস ব্যাঙ্কে মজুত [illegible]
ধনরক্ষকের নিকট মজুত [illegible]

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,
ধনরক্ষক।

এই হিসাব পরীক্ষা করিয়া শুদ্ধ বলিয়া স্থিরীকৃত হইল।

শ্রীবাণীনাথ নন্দী।
শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ।
আয়-ব্যয় পরীক্ষক।